নোয়াম চমস্কির

সাম্রাজ্যবাদীদের উচ্চাভিলাষ

অনুবাদ : রফিকুল রনি

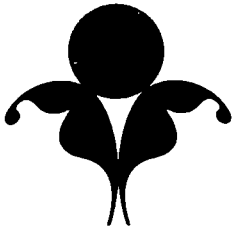

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদীদের উচ্চাভিলাষ

www.pathagar.com

নোয়াম চমস্কির

সাম্রাজ্যবাদীদের উচ্চাভিলাষ

সাক্ষাৎকারগ্রহণ : ডেভিড বার্সেমিয়ান

অনুবাদ : রফিকুল রনি

নাগরী

www.pathagar.com

নোয়াম চমস্কির
সাম্রাজ্যবাদীদের উচ্চাভিলাষ

স্বত্ব : লেখক

প্র কা শ ক
সুফি সুফিয়ান
মালেকুল হক
নাগরী
বাবুতখানা, সিলেট-৩১০০, বাংলাদেশ

প্র থ ম প্র কা শ
অমর একুশে বইমেলা ২০১৬
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
মূল্য : ২৪০ টাকা

অনলাইন পরিবেশক : রকমারি.কম

Noam Chomskyr *Samrajjabadider Ucchabhilash*
Published by NAGREE, Barutkhana, Sylhet-3100, Bangladesh
01714 610061, 01712 082967 nagree14@gmail.com
Price: ৳ 240 $15 £ 10 Rs 210
ISBN 978-984-91962-2-8

www.pathagar.com

উৎসর্জন

জ্ঞানতাপস প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

৯/১১ পরবর্তী পটভূমিকায় ডেভিড বার্সেমিয়ান তাঁর পাঠকদের সামনে উন্মোচিত করেছেন চমস্কির এক অকপট ও নির্ভীক সত্যভাষণের চিত্র। এখানে চমস্কি তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বচ্ছতা ও অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে অবলোকন করেছেন বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপট। এটি যেন ক্ষমতার নেশায় মত্ত আমেরিকার অবিরাম ছুটে চলা ও এর অনিবার্য পরিণতির এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি।

গ্রন্থটিতে তিনি একনিষ্ঠভাবেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিন্দাসহ যারা এ ব্যবস্থার ধারক ও বাহক এবং সভ্যতার সংকট সৃষ্টিতে কারুশিল্পীর কাজ করেছেন; নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কলকাঠি নেড়েছেন তাদেরকে তীব্র ভাষায় কটূক্তি করতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হননি। পৃথিবীর ক্ষমতাধর দেশগুলো নিজেদের প্রয়োজনে যেভাবে লাগামহীন শোষণ করেছে; ক্ষুদ্র দেশগুলোর স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তা তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন।

উত্তর-উপনিবেশিক সমাজের একজন পাঠক হিসেবে বর্তমান সময়ে সভ্যতার এই ক্রান্তিকালে নোয়াম চমস্কির মতো ব্যক্তিত্বের স্পষ্টতা ও অন্তর্দৃষ্টি আমাদের খুবই প্রয়োজন। আমরা সভ্যতার এমন একটা লগ্নে দাঁড়িয়ে আছি যেখানে হুমায়ূন আহমেদের ভাষায়, 'সত্যের চেয়ে মিথ্যার আশ্রয়ে' আমরা 'নিজেকে নিরাপদ মনে করি'। সত্য ও ন্যায়ের কণ্ঠস্বর যেখানে নীরবে-নিভৃতে ধুঁকছে সে সময়ে নোয়াম চমস্কির বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর পৌঁছানো অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে; সারা পৃথিবীর এহেন বাস্তবতায়। এছাড়াও একজন পাঠক হিসেবে নোয়াম চমস্কির বক্তব্যের শানিতধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে নোয়াম চমস্কির সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে ডেভিড বার্সেমিয়ানের রচিত *ইম্পেরিয়াল অ্যাম্বিশনস* বইটির অনুবাদকর্মটি সম্পন্ন

www.pathagar.com

করি। একজন অনুবাদক হিসেবে মূলগ্রন্থের আক্ষরিক ও ভাবার্থ যাতে অক্ষুণ্ন থাকে সে দিকে যথাসম্ভব সর্তক থেকেছি।

পশ্চিমাবিশ্বের আরোপিত গণতন্ত্রের জাঁতাকলে পিষ্ট জনজীবন, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ শক্তিশালী দেশসমূহের নেপথ্য ভূমিকা, পুঁজিবাদী ও কর্পোরেট স্বার্থমুখী অবস্থান অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এই বইয়ে বিধৃত হয়েছে। তাছাড়া, ক্ষমতার কাছে যারা নতজানু হয় ও অবলীলায় তাদের নিজের দায়িত্ব পরিহার করে, তাদের তীব্র সমালোচনা করতেও তিনি পিছপা হননি।

বইটির বাংলা নামকরণ *সাম্রাজ্যবাদীদের উচ্চাভিলাষ* প্রসঙ্গে বলি, আক্ষরিক অর্থকে প্রাধান্য না-দিয়ে বইটিতে উন্মোচিত নোয়াম চমস্কির বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য যাতে অপ্রতিফলিত থেকে না-যায়; সে কারণে আমি বইটির আক্ষরিক অর্থ থেকে একটু সরে গিয়ে ভাবার্থকেই প্রাধান্য দিয়েছি। এখানে দ্বিমত থাকাটাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে অনুবাদকের ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিগ্রাহ্য হবে বলে আশাপোষণ করি।

নোয়াম চমস্কির সাক্ষাৎকার সংবলিত এ বইটি পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের ও যুদ্ধবাজ ভূমিকার বিরুদ্ধে চমস্কির দৃপ্ত কণ্ঠস্বরের সামান্য নমুনামাত্র। বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে চমস্কির সরূপ হৃদয়ঙ্গম করে তুলতে এ বইটির অনুবাদ যদি কিঞ্চিৎ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় তাহলেই অনুবাদকের প্রয়াস কিছুটা হলেও সার্থক হবে।

আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ড. জফির সেতু ও মুহম্মদ আলমগীর তৈমুরকে অশেষ ধন্যবাদ—যাঁদের অনুপ্রেরণা ও শুভাশিস আমাকে কাজটি করতে উৎসাহিত করেছে। শাহেলী পারভীন দিপাকে ধন্যবাদ, তার প্রেরণা এ কাজ ত্বরান্বিত করেছে। বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য নাগরীর সুফি সুফিয়ান ও মালেকুল হককে ধন্যবাদ।

রফিকুল রনি

সিলেট

www.pathagar.com

সূচিপত্র

সাম্রাজ্যবাদীদের উচ্চাভিলাষ ১১
আনুষঙ্গিক ভাষা ২১
ক্ষমতার রদবদল ৩৫
আগ্রাসী যুদ্ধসমূহ ৪৯
ইতিহাস এবং স্মৃতি ৬৫
সদ্‌উদ্দেশ্যাবলির মতবাদ ৭৮
বুদ্ধিজীবীদের আত্মরক্ষা ৯২
গণতন্ত্র ও শিক্ষা ১১০
অন্য পৃথিবী সম্ভব ১১৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১

সাম্রাজ্যবাদীদের উচ্চাভিলাষ

কেমব্রিজ, ম্যাসাসুসেট্স (২২ মার্চ ২০০৩)

প্রশ্ন: ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন ও জবর দখলের আঞ্চলিক উদ্দেশ্য কী ছিল?

আমার মতে কোনও অঞ্চলবিশেষই নয় পুরো বিশ্বই এ ব্যাপারে একমত যে, মার্কিন আগ্রাসন তাদের সামরিক শক্তি বিস্তারের একটি নতুন পরীক্ষামূলক প্রয়াস মাত্র। ২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে হোয়াইট হাউস যখন তাদের একটি নতুন *জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল* ঘোষণা করে তখন থেকে এ নব্য ধারণাটি সুস্পষ্টভাবে সাধারণের আলোচনায় আসে। এ রিপোর্টটি সারা বিশ্বে শক্তি প্রয়োগ বিষয়ে লক্ষণীয়ভাবে কিছুটা চরমপন্থি মতবাদের প্রস্তাবনাকে অনুমোদন করে এবং এই রিপোর্টের প্রকাশ ও ইরাকে যুদ্ধের ডামাডোলের কাকতালীয়তা কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

এ নতুন মতবাদটি জাতিসংঘ সনদেও *নিবৃত্তিমূলক* কোনও যুদ্ধের অংশ ছিল না বরং এ মতবাদটি এমন একটি মতবাদ আন্তর্জাতিক আইনেও এর কোনও ভিত্তি নেই। যার মানে হচ্ছে আমেরিকা শক্তি বলে বিশ্ব শাসন করবে এবং তার এই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ কর্মকাণ্ড দূরানুধাবনকৃত, আবিষ্কৃত, কাল্পনিক—যে কোনও রকমের বাধা-ই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার আগেই তাকে নিবৃত্ত করে দেওয়া আমেরিকার গুরুদায়িত্ব। এটাই হচ্ছে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ, নিবৃত্তিমূলক যুদ্ধ নয়।

নতুন ধারা প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাকে কিছু করতে হবে। যে কোনও রাষ্ট্রেই এ রকম নতুন ধারা প্রতিষ্ঠার সমান সামর্থ্য থাকে না। যদি ভারত দানবীয় নৃশংসতা বন্ধের জন্য পাকিস্তানকে আক্রমণ করে এটি কোনও রীতি হবে না। কিন্তু যদি আমেরিকা সার্বিয়াকে তুচ্ছ কোনও বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে আক্রমণ করে সেটা নিয়ম হয়ে যাবে। আর এটাই ক্ষমতা।

www.pathagar.com

এই নতুন আদর্শ বা মতবাদ যথা প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ বা নিবৃত্তিমূলক যুদ্ধ প্রতিষ্ঠার সহজতর পন্থা হচ্ছে নিজের চেয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বা অসহায় প্রতিপক্ষ বাছাই করা যাদের কিনা খুব সহজেই প্রকাণ্ড সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে পরাজিত করা যায়। এই শক্তি প্রয়োগটাকে কমপক্ষে নিজের দেশের নাগরিকদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য জনগণকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলতে হবে। অতএব এ ধরনের দুর্বল প্রতিপক্ষকে টিকে থাকার বড় হুমকি হিসেবে উপস্থাপন করা যা কিনা ৯/১১ ঘটনার জন্য দায়ী এবং এ ধরনের হুমকি আবারও আসতে পারে; ইরাকের ক্ষেত্রে এ ধরনেরই একটি গুজব ছড়ানো হয়েছিল।

আমেরিকা এ রকমই একটি নান্দনিক কৌশলের মাধ্যমে, যেটা কিনা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর একটি, শুধু তার জনগণকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, সাদ্দাম হোসাইন কেবল দানব-ই ছিল না; তাদের অস্তিত্বের জন্য এক বিরাট হুমকি ছিল এবং এ কৌশলটা উল্লেখযোগ্যভাবে সফলও হয়েছিল। অর্ধেকেরও বেশি মার্কিনিরা বিশ্বাস করে যে, ৯/১১ আক্রমণের পেছনে সাদ্দাম হোসাইন 'ব্যক্তিগতভাবে জড়িত ছিল।'

এভাবেই সবাই জোটবদ্ধ হলো। ঘোষিত মতবাদটি এভাবেই অতি সহজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং কল্পনাপ্রসূত হুমকিকে আতঙ্কিত জনগণ তাদের অস্তিত্বের হুমকি মনে করে এবং তাদের আত্মরক্ষার জন্য সামরিক শক্তির প্রয়োগকে সমর্থন করে। আপনি যদি এসব কিছু বিশ্বাস করেন তাহলে ইরাকে আক্রমণ সত্যিকার অর্থেই আত্মরক্ষার একটি অংশ মনে করবেন যদিও প্রকৃতপক্ষে এ যুদ্ধটা হচ্ছে আগ্রাসনের এবং ভবিষ্যতে এরূপ আগ্রাসনের পরিসর বিস্তারের এক আগমনী বার্তা। সহজতর সমস্যা সমাধানের মাধ্যমেই অধিকতর কঠিন সমস্যার সমাধানের পথ সুগম হয়।

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই প্রচণ্ডভাবে এ যুদ্ধের বিরোধিতা করেছে কারণ তারা দেখেছে ইরাকের ওপর এ ধরনের আক্রমণ অন্যায়। অধিকাংশ মানুষই অত্যন্ত ঠিকভাবে যুদ্ধের মূল কারণটা অনুধাবন করতে পেরেছিল এবং পরবর্তী হামলার শিকার সে-ও হতে পারে এ ভেবে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া তার আর অন্য কোনও উপায় ছিল না। এ কারণেই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বশান্তির বড় হুমকি মনে করে। ক্ষমতা গ্রহণের এক বছরের মধ্যেই জর্জ বুশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সুনিপুণভাবে একটি ভয়ংকর অপছন্দনীয় ও এমনকী ঘৃণিত রাষ্ট্রে পরিণত করেন।

প্রশ্ন: ফেব্রুয়ারি ২০০৩ এ ব্রাজিলের পোর্তো এলিগ্রিতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরামে বুশ এবং তাঁর আশেপাশের লোকদের আপনি 'সাম্রাজ্যবাদী হিংস্রতায় মত্ত','গোঁড়া জাতীয়তাবাদী' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন? ওয়াশিংটন ডিসির

www.pathagar.com

বর্তমান সরকারের সঙ্গে পূর্ববর্তী সরকারের কি কোনও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে?

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি বলি, তবে আমাদেরকে রাজনৈতিক প্রতিরূপের বিপরীত মেরুর দিকে তাকাতে হবে; এমনকী কেনেডির উদারনীতি পর্যন্ত চোখ রাখতে হবে। ১৯৬৩ সালে তারা একটি মতবাদ শুরু করেছিল যেটি বুশের জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলের চেয়ে ভিন্ন ছিল না। কেনেডি প্রশাসনের একজন সম্মানিত কূটনৈতিক ব্যক্তি ও ঊর্ধ্বতন উপদেষ্টা ডিন এচিসন আমেরিকান সোসাইটি অব ইন্টারন্যাশনাল ল-এ বলেছিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি তাদের 'ক্ষমতা, অবস্থান, আত্মমর্যাদায়' গা লাগে সে বিষয়ে কোনও হুমকিতে প্রতিরোধ গড়ে তুলে সেক্ষেত্রে কোনও 'আইনি পদক্ষেপ' প্রয়োজন পড়ে না। যে সময়ে তিনি কথাটি বলেছিলেন সে সময়টা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯৬২ সালে কিউবা মিসাইল সংকটের পরপরই তিনি তা বলেছিলেন যেটি বস্তুত পৃথিবীটাকে একটি পারমাণবিক যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস মূলোৎপাটনের অংশ হিসেবে মূলত ক্যাস্ট্রোকে* দমনের ফলে কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র সংকট দেখা দিয়েছিল—যাকে বর্তমানে *ক্ষমতার রদবদল* বলা হয়; যেটি নাকি কিউবাকে অনুপ্রাণিত করেছিল রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে তাদের প্রতিরক্ষার জন্য।

এচিসন যৌক্তিকভাবে বলেন যে, অস্তিত্বের জন্য হুমকি না হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকার হলো নিছক বিষয়ে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ করতে পারা। তাঁর কথাবার্তা বুশ মতবাদকেও চরমভাবে পরাস্ত করে। অন্যদিকে, সেটিকে রূপদানের জন্য আমেরিকান সোসাইটি অব ইন্টারন্যাশনাল ল-এর কাছে এচিসনের এটি ছিল একটি ইস্তেহার; এটি কোনও সরকারি বিবৃতি ছিল না। জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল ছিল একটি আনুষ্ঠানিক নীতির বিবৃতি যা কোনও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার বিবৃতি নয়, যেটি আসলেই ছিল অস্বাভাবিক বেহায়াপনার নামান্তরসুলভ বিবৃতি।

প্রশ্ন: আমরা সবাই শান্তির জন্য র‍্যালিতে একটি স্লোগান শুনেছি যে, 'তেলের জন্য রক্ত নয়' কিন্তু বলা হয়ে থাকে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আক্রমণ ও জবর দখলের মূল চালিকাশক্তি ছিল সে দেশের তেল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলের কেন্দ্রে তেলের সম্পর্ক কতটুকু?

নিঃসন্দেহে এটিই মূল চালিকাশক্তি। আমার মনে হয় না কোনও সুস্থ মানুষ এতে দ্বিমত পোষণ করবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে উপসাগরীয় অঞ্চল প্রধানশক্তি উৎপাদনকারী অঞ্চল হিসেবে স্থান করে নিয়েছে এবং প্রত্যাশা করা যাচ্ছে অন্তত

*ফিদেল ক্যাস্ট্রো ১৯৫৯ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত কিউবার প্রধানমন্ত্রী ও ১৯৭৬ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত কিউবার প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

www.pathagar.com

বাকি এক প্রজন্ম তা বহাল থাকবে এবং ইরাক এই শক্তির কেন্দ্রে অবস্থিত। ইরাক দ্বিতীয় বৃহত্তম সংরক্ষিত তেলের আধার এবং ইরাকি তেল সহজলভ্য ও সস্তা। যদি ইরাককে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তবে আপনি অত্যন্ত শক্ত অবস্থানে থেকে তেলের মূল্য ও উৎপাদনের ক্ষেত্র নির্ধারণপূর্বক ওপেক (পেট্রোল রপ্তানিকারক দেশসমূহ)-এর পতন সাধনের চেষ্টা করতে পারবেন এবং বিশ্বকে নিজের ওজন জানাতে সমর্থ হবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তেল আমদানির জন্য এ-ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু নেই। আসলে হচ্ছে তা তেল *নিয়ন্ত্রণ*। যদি ইরাক মধ্য আফ্রিকার কোনও দেশে অবস্থিত হতো সেক্ষেত্রে ইরাককে তাদের মতবাদের পরীক্ষামূলক ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা হতো না। ইরাকে আগ্রাসনের আর অন্য কোনও কারণ খোঁজে পাওয়া যাবে না শুধু তেলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া ছাড়া; যার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব এটাই তাদের মূল মাথাব্যথা।

প্রশ্ন: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১৯৪৫ সালের একটি দলিল সৌদি আরবের তেল নিয়ে বলে 'এটি কৌশলগত শক্তির একটি অন্যতম উৎস এবং পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম প্রধান বস্তুগত পুরস্কারের একটি।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার তেল আমদানির পনেরো শতাংশ করে ভেনেজুয়েলা থেকে। তারা কলম্বিয়া ও নাইজেরিয়া থেকেও তেল আমদানি করে। ওয়াশিংটন মনে করে হুগো শেভেজের ভেনেজুয়েলা নিয়ন্ত্রণের কারণে, সোজাসুজি বলতে গেলে কলম্বিয়ার গৃহযুদ্ধ এবং নাইজেরিয়ার বিদ্রোহ ও ধর্মঘটের কারণে এ তিনটি দেশই বর্তমানে কম বেশি সমস্যাসংকুল। এসব বিষয়গুলোকে আপনি কীভাবে দেখেন?

এসব বিষয় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আপনি যেসব অঞ্চলের কথা উল্লেখ করেছেন সেসব অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। সহজ কথা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপাচ্যের নিয়ন্ত্রণ চাই। বুদ্ধিমত্তার অভিক্ষেপ মতে, ওয়াশিংটন কমপক্ষে আটলান্টিক অববাহিকার অধিকতর পুঁজি বা সম্পদ অঞ্চলে যার আওতাধীন পশ্চিম আফ্রিকা এবং গোলার্ধে অধিক নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও দুঃষ্কর মধ্যপ্রাচ্যকে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে চায়। এসব অঞ্চলের ঐক্য তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠার পথে বিরাট বাধা। সেক্ষেত্রে যদি ইরাককে নিয়ন্ত্রণে আনা যায় পেন্টাগনের নকশাকারীরা আশা প্রকাশ করেন তাদের কাজ অনেক সহজ হবে। অধিক ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি না করে যদি সহজ জয় পাওয়া যায়, তবে তাদের এ বিজয় নতুন এক 'গণতন্ত্রে' রূপ লাভ করবে এবং নবরূপে উৎসাহিত হয়ে নতুন কোনও উদ্ভাবনের পথে যাত্রা শুরু করবে। আরও অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হবে আর তাদের অন্যতম টার্গেট হবে এন্ডিয়ান অঞ্চল। বর্তমানে এন্ডেজ অঞ্চলের সর্বত্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটি ও সৈন্য আছে। বিশেষ করে ভেনেজুয়েলা তারপর কলম্বিয়া, উভয়েই প্রচুর পরিমাণ তেল উৎপাদক, এবং তার চেয়েও ইকুয়েডর এবং ব্রাজিলে বেশি তেল আছে। অন্য সম্ভবনার দ্বার হচ্ছে ইরান।

www.pathagar.com

*প্রশ্ন: ইরান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বুশ এরিয়েল শ্যারনকে 'শান্তির দূত' বলে অভিহিত করেন; এরিয়েল শ্যারন** বেশ আশাবাদী যে ইরাকের পতনের 'পর' মার্কিনিরা ইরানের উদ্দেশে যাত্রা করবে। আসলে ইরান কি 'শয়তানের মেরুদণ্ড' রাষ্ট্র নাকি গুরুত্বপূর্ণ তেলের আধার?*

ইসরায়েলের জন্য ইরাক কোনও মাথাব্যথার বিষয় নয়। তারা এটাকে এক ধরনের সহজ জয় মনে করে। কিন্তু ইরানের গল্প ভিন্ন। ইরাক এক সাংঘাতিক রকমের সামরিক এবং অর্থনৈতিক শক্তি এবং অনেক দিন থেকেই ইসরায়েল ইরান আক্রমণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চাপ দিয়ে আসছে। ইসরায়েলিদের ইরান আক্রমণ দুঃসাধ্য বিধায় শক্তিশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দিয়ে কাজটি করিয়ে নিতে আগ্রহী। সম্ভবত এ ধরনের একটি যুদ্ধ চলছে। প্রতিবেদনে বলা হয় গত বছর ১০ শতাংশেরও বেশি ইসরায়েলি বিমানসেনা স্থায়ীভাবে পূর্ব তুরস্কে ঘাঁটি স্থাপন করে যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশাল সামরিক ঘাঁটি আছে এবং ইরানের সীমানায় প্রাথমিক নিরীক্ষণ চালায়।

তাছাড়াও এমন বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ আছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক এবং ইসরায়েল উত্তর ইরানের আজেরি ন্যাশনালিস্ট ফোর্সকে চাঙ্গা করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। এ অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক, ইসরায়েল এই ত্রিশক্তির বিরোধিতা ইরানের জন্য হুমকি; এমনকী ইরানকে খণ্ডবিখণ্ড যাতে করা যায় সে বিষয়ে তারা অত্যন্ত সজাগ; এক্ষেত্রে সামরিক আক্রমণের প্রয়োজন হলে তারা করতে রাজি। যদিও ইরানে সামরিক আক্রমণ তখনই হবে যখন তারা নিশ্চিত হবে যে, ইরান মূলত অসহায়। তারা এমন কাউকে আক্রমণ করবে না যারা পালটা আক্রমণ করতে পারে।

প্রশ্ন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান ও ইরাকে তাদের সৈন্য দ্বারা এবং তুরস্কে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে ইরানকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। এমনকী মধ্য এশিয়া থেকে উত্তর এশিয়া পর্যন্ত তাদের সৈন্য ও সামরিক ঘাঁটি বিদ্যমান। ইরানে ইতোমধ্যে যদি পারমাণবিক অস্ত্র না থেকে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ রূপ পদক্ষেপ কি ইরানকে আত্মরক্ষার স্বার্থে হলেও পারমাণবিক অস্ত্র সম্প্রসারণে উৎসাহিত করবে না?

আমাদের কাছে যে যৎসামান্য প্রমাণাদি রয়েছে সেটি তাই নির্দেশ করে যে ইরানকে অবশ্যই উৎসাহিত করবে। ১৯৮১ সালে ইরাকের ওসেরিক পারমাণবিক চুল্লিতে ইসরায়েলের বোমা বিস্ফোরণ ইরানকে তাদের পারমাণবিক অস্ত্র সম্প্রসারণ কর্মসূচিতে উৎসাহিত করেছিল।

প্রশ্ন: ওই সময় ইরাক কি পারমাণবিক অস্ত্র সম্প্রসারণ কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত ছিল না?

** ইসরায়েলের একাদশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

www.pathagar.com

তারা একটি পারমাণবিক চুল্লি নির্মাণ করছিল কিন্তু কেউই তার ক্ষমতা সম্পর্কে জানত না। ইসরায়েলের বোমা নিক্ষেপের পর এর ক্ষমতা সম্পর্কে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত পারমাণবিক পদার্থবিদ রিচার্ড উইলসন অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। আমার মনে হয় তিনি সে সময় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ছিলেন। উইলসন তাঁর এ সম্পর্কিত বিশ্লেষণ ন্যাচার নামক একটি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সাময়িকীতে প্রকাশ করেছিলেন। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ উইলসন মত প্রকাশ করেন যে, ওসেরিক ছিল একটি বৈদ্যুতিক চুল্লি। অন্যান্য ইরাকি সূত্রমতেও, এখানে বিপজ্জনক কোনও কিছু হচ্ছিল না, ইরাকের ওসেরিকে ইসরায়েলের বোমা হামলার পূর্ব পর্যন্ত পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ বিষয়ে তাদের কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না, শুধু ওই ঘটনার পরপরই ইরাক পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ কর্মসূচি হাতে নেয়। প্রমাণ করা সম্ভব না হলেও সাক্ষ্য প্রমাণাদি তাই বলে।

প্রশ্ন: ইরাক যুদ্ধ ও ইরাক দখল ফিলিস্তিনিদের কাছে কী বার্তা বহন করে?

এটা ভাবা বেশ চিন্তার খোরাকদায়ক। সাংবাদিকতার একটি অন্যতম নিয়ম হলো কোন অনুচ্ছেদে আপনি যখন জর্জ বুশের নাম উল্লেখ করবেন শিরোনামে তাঁর 'দূরদর্শিতা' এবং সারগর্ভে তাঁর 'স্বপ্ন' সম্পর্কে বলবেন। সম্ভবত আর্টিকেলের পাশে জর্জ বুশের একটি ছবি যেখানে দেখা যাচ্ছে তিনি দূরে কোথাও কিছু খুঁজছেন। *ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল* এর গতকালের একটি প্রধান গল্পে *দূরদর্শিতা* এবং স্বপ্ন শব্দগুলো অন্য সময়ের তুলনায় দশগুণ বেশি ছিল। জর্জ বুশের অন্যতম একটি স্বপ্ন হচ্ছে পৃথিবীর কোনও না কোনও স্থানে, অনির্দিষ্ট স্থানে, এমনকী সৌদি আরবের মরুভূমিতে হলেও ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং এ ধরনের বিশাল কল্পনাশক্তিকে আমরা প্রশংসা না-করে পারি না। ফিলিস্তিন রাষ্ট্র স্থাপনের এসব দূরদর্শী ও কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দীর্ঘ মেয়াদি ক্ষতি সাধনের চেষ্টা হতে নিবৃত্ত করবে এ ধারণা বস্তুত উপেক্ষিত, কোথাও সে টেকসই রাজনৈতিক ফয়সালা করতে অনিচ্ছুক। গত পঁচিশ থেকে ত্রিশ বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ ধরনের ফয়সালার পথে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। অন্য যে কোন দেশের তুলনায় মার্কিনিরা সমাধানকে সমস্যাবহুল করে তুলছে, কোথাও কোথাও তা এমন মারাত্মক আকার ধারণ করছে যে পত্রপত্রিকায় লেখার দুঃসাহস কারও হচ্ছে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বুশ প্রশাসন ২০০২ সালের ডিসেম্বরে জেরুজালেম বিষয়ে তাদের শাসন প্রণালি পরিবর্তন করে ফেলে। এমনকী ১৯৬৮ সালে সিকিউরিটি কাউন্সিলের রেজুলেশনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের পূর্ব জেরুজালেম গ্রাস ও দখলকে বাতিলের যে আদেশ দিয়েছিল তাও বুশ প্রশাসন

www.pathagar.com

উলটে ফেলে। এটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কৌশলে ক্ষতি সাধন করে, অর্থবহ কোনও রাজনৈতিক সমাধান চায় না।

২০০২ সালের মধ্য মার্চের দিকে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে বুশ একটি তাৎপর্যমণ্ডিত বক্তব্য দিয়েছিলেন; পত্রিকার শিরোনামে এটাকে বছরের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। আপনি বক্তব্যটি পড়লে দেখবেন, এটি একটি প্রমিত বাক্য ছাড়া আর কিছুই নয়! আর প্রমিত বাক্যটিকে যদি খুঁটিয়ে পড়েন তবে দেখবেন, তিনি বলেন, 'যেহেতু শান্তির জন্য অগ্রগতি রচিত হচ্ছে, জবর দখলকৃত এলাকায় অচিরেই শান্তি ফিরে আসবে।' এর মানে কী? এর মানে হচ্ছে যতক্ষণ না পর্যন্ত শান্তি প্রক্রিয়া এমন একটি পর্যায়ে পৌছায়, ভবিষ্যতে যত সময়ই লাগুক বুশের সমর্থনযোগ্য না-হয় ততদিন পর্যন্ত এ আগ্রাসন চলবে। ইসরায়েল জেরুজালেমে তাদের বসতি স্থাপন কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। এটাও কিন্তু তাদের নীতির পরিবর্তন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্বে আনুষ্ঠানিকভাবে হলেও অবৈধ বসতি স্থাপন কর্মসূচির বিরোধিতা করে আসছিল কিন্তু এখন বুশ উলটো কথা বলছে, যাও এবং বসতি স্থাপন কর। যতক্ষণ না পর্যন্ত শান্তি কার্যক্রম একটি পর্যাপ্ত পর্যায়ে পৌছায় ততক্ষণ পর্যন্ত যা যা করা দরকার তা আমরা করতে থাকবো। আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা না করে এবং শান্তিপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়ে বুশের এ মনোভাব আগ্রাসনের পথে আরেক ধাপ এগিয়ে যাওয়াকেই নির্দেশ করে।

প্রশ্ন: আপনি ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে 'নজিরবিহীন' জনপ্রতিরোধের বর্ণনা করেছেন। যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে এ রকম প্রবল যুদ্ধের বিরোধিতা আগে পরিলক্ষিত হয়নি। এই প্রতিরোধ কি শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল নাকি এর ব্যাপ্তি মার্কিন সীমার বাহিরেও বিস্তৃত ছিল?

মানুষের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা অসম্ভব। মানুষ যে রকম চাইবে প্রতিরোধের গতিপথ সে রকমই হবে। অনেক কিছুই হতে পারে। এই প্রতিরোধ প্রকট হওয়া উচিত। এই কাজগুলো আগের তুলনায় অনেক বেশি বেড়ে গেছে এবং মারাত্মক আকার ধারণ করছে। মনস্তাত্ত্বিকভাবে কোনও সামরিক আগ্রাসনের বিরোধিতা করা সহজ হলেও সাম্রাজ্যবাদী অভিলাষের কোনও দীর্ঘ মেয়াদি কর্মসূচির বিরোধিতা করা ততটা সহজ নয়; এর জন্য অনেক চিন্তাভাবনা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও দীর্ঘ মেয়াদি অঙ্গীকার প্রয়োজন। কোনও বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য আগামীকাল বের হলাম তারপর ফিরে এলাম এবং শুরু করে শেষ না-হওয়া পর্যন্ত এটাকে ধরে রাখা এক কথা নয়, এই দুই সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য আছে। জনগণকেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নাছোড়বান্দা হওয়া ছাড়া এ যাবৎ কোন আন্দোলনই

www.pathagar.com

আলোর মুখ দেখেনি। নাগরিক অধিকার আন্দোলন, নারী অধিকার আন্দোলনসহ অন্য সকল প্রতিষ্ঠান আন্দোলনে লেগে থাকার ফসল।

প্রশ্ন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী, গ্রিনকার্ডহোল্ডারসহ অন্য নাগরিকদের গ্রেফতারসহ ভিন্নমতাদর্শীদের হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন বিষয়ে আপনার মতামত কী?

এ বিষয়ে আমাদের অবশ্যই উদ্‌বিগ্ন হতে হবে। বর্তমান সরকার যেসব অধিকারের দাবি করছে তা অতীতের যে কোনও নজির অতিক্রম করেছে এমনকী নাগরিকদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও গ্রেফতার করা, আটক রাখা, তাদের পরিবার-পরিজন অথবা আইনজীবীকে তাদের সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়ার মতো নজিরবিহীন ঘটনা ঘটিয়েছে। অভিবাসী এবং অন্য অসহায় লোকদের এ ব্যাপারে বেশি সতর্ক হতে হবে। অন্যদিকে, আমাদের মতো লোক যারা, যাদের কিছু না-কিছু নাগরিক সুবিধা আছে, হুমকি থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর প্রায় সবখানেই তারা কম দুর্দশার মুখোমুখি হন এবং তাদের বিপর্যয় ডেকে আনা মোটামুটি কষ্টসাধ্য। সম্প্রতি আমি তুরস্ক ও কলম্বিয়া থেকে এসেছি, তারা সেখানে যে ধরনের হুমকির সম্মুখীন হয় তার সঙ্গে আমাদের হুমকি নগণ্য, আমরা এখানে স্বর্গে আছি। কলম্বিয়া ও তুরস্কে মানুষ রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন নিয়ে উদ্‌বিগ্ন, যা তারা সেখানে থামাতে পারছে না।

প্রশ্ন: আপনি কি মনে করেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউরোপ কিংবা পূর্ব এশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার ক্ষেত্রে উদীয়মান প্রতিপক্ষ?

সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ইউরোপ এবং এশিয়া অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে মোটামুটিভাবে উত্তর আমরিকার সমপর্যায়ের এবং কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদেশ মানতে তারা নারাজ; তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ স্বার্থ আছে। অবশ্যই এ স্বার্থগুলো নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কর্পোরেট সেক্টরের ক্ষেত্রে ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এশিয়ার অধিকাংশ দেশেরই কোনও না কোনওভাবে সাধারণ স্বার্থ নিহিত। আবার তাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ স্বার্থও আছে যেটা মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইউরোপের দ্বন্দ্বের একটি কারণ।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপের প্রতি বরাবরই পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে তাদের বাণিজ্যিক সুবিধার্থে ইউরোপকে যাতে একটি কার্যকর বাজার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে সে জন্য তারা একটা ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ চেয়েছিল এবং সেই সঙ্গে তারা এ বিষয়ে উদ্‌বিগ্ন ছিল যে ইউরোপ যে কোনও মুহূর্তের মোড় ঘুরিয়ে নিতে পারে। পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদান এই আশঙ্কার কারণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়নে পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সংযোজন প্রক্রিয়ার জোর

www.pathagar.com

সমর্থক, কারণ তারা মনে করে এসব দেশের ওপর সহজেই প্রভাব খাটিয়ে ইউরোপের ঐক্যের ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দেওয়া যাবে যা ফ্রান্স এবং জার্মানির মতো বড় বড় শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলোকে স্ব স্ব বাণিজ্যিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উৎসাহিত করবে। ইউরোপীয় সামাজিক ব্যবস্থায় শ্রমিকেরা ন্যায্য মজুরি, কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ ও সুবিধাদি বিষয়ে সচেতন যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘ মেয়াদি বিদ্বেষেরও একটি প্রধান কারণ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ ধরনের আদর্শ ব্যবস্থার পরিপন্থি কারণ এটি তাদের জন্য বিপজ্জনক। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে শ্রমিকদের নিম্ন মজুরি দেওয়া হয় এবং তাদের ওপর নিপীড়ন চালানো হয়-তাদের ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদান পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর সামাজিক মর্যাদার মানদণ্ডকে হেয় করবে। এটা হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এক বড় পাওয়া।

প্রশ্ন: বুশ প্রশাসন কীভাবে—যেখানে কিছু মানুষ মনে করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রক্ষীসেনা দ্বারা রক্ষিত—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার ফলে সৃষ্ট বেকারত্ব সমস্যাটাকে মোকাবিলা করে বিশ্বব্যাপী এর শক্তিশালী অবস্থান এবং অসংখ্য দেশে দীর্ঘ মেয়াদি যুদ্ধ ও তার দখল প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবে? তারা সেক্ষেত্রে কতটুকু সফল হবে?

তাদেরকে এ যুদ্ধ আর মাত্র ছয় বছর চালিয়ে যেতে হবে। এই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসংখ্য উচ্চমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল কর্মসূচি প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করবে। ১৯৮০'র দশকের মতোই অর্থনীতি মন্দাবস্থার কারণে এক ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হবে। তখন সেটা আর বুশ প্রশাসনের সমস্যা থাকবে না। সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব জনগণের কাছ থেকে ব্যক্তি বিশেষের হাতে ন্যস্ত হওয়ার ফলে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত হবে এবং গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত হবে—যা তারা কখনওই চায় না। অভ্যন্তরীণভাবে, অধিকাংশ মানুষের জন্যই তাদের রেখে যাওয়া এ ধারা বহন করে টেনে নেওয়া কষ্টসাধ্য ও বেদনাদায়ক হবে।

যে জনগণকে নিয়ে তারা এত উদ্‌বিগ্ন ছিল তারাই এক সময় রিগ্যানের* সময়কার মতো লুটেরা সেজে যাবে। এতদ্‌সত্ত্বেও এ রকম মানুষেরাই ক্ষমতায় থাকে। আন্তর্জাতিকভাবে, অযাচিত প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মতবাদকে তারা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সক্ষম হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয় সম্ভবত বিশ্বের সামগ্রিক সামরিক ব্যয়কে ছাড়িয়ে যাবে যা ক্রমান্বয়ে প্রকট আকার ধারণ করছে এমনকী মহাশূন্যও তাদের সামরিক হস্তক্ষেপের বাইরে নয়। আমার মনে হয়, তাদের ধারণা, অর্থনীতি যে

---

* রোনাল্ড রিগ্যান (১৯১১-২০০৪) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চত্বারিংশ প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

www.pathagar.com

অবস্থায়ই থাকুক না কেন মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রভাব এতটাই থাকবে যে, তারা যা বলবে মানুষ তা করতে বাধ্য থাকবে।

প্রশ্ন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেসব শান্তিকর্মী ইরাক আক্রমণের প্রবল বিরোধিতা করেছিল এবং যারা বর্তমানে ক্ষোভ এবং হতাশায় ভোগেন এই ভেবে যে, তাদের সরকার এ রকম কাজটি করতে পেরেছে; তাদের প্রতি আপনার কী বলার আছে?

আমি এটাই বলব যে তাদের বাস্তববাদী হওয়া উচিত। দাসপ্রথাবিরোধী আন্দোলনের কথাই ধরুন, এই আন্দেলন সফলতার মুখ দেখতে কত দীর্ঘ সময়ের সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল। তাৎক্ষণিক ফলাফল পেতে ব্যর্থ হয়ে আপনি যদি প্রতিবারই আপনার প্রচেষ্টার হাল ছেড়ে দেন তবে আপনাকে মনে রাখতে হবে আরও ভয়ংকর কিছু ঘটতে যাচ্ছে। এগুলো হচ্ছে দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ সংগ্রাম। বাস্তবিকপক্ষেই, গত কয়েক মাসে যা ঘটেছে তাদেরকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে হবে।

শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও সম্প্রসারণের ভিত্তি তৈরি হয়েছে যার মাধ্যমে আরও অধিকতর পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে। কেবল একটি প্রতিবাদ মিছিল করেই আপনি ইপ্সিত বিজয় আশা করতে পারেন না।

www.pathagar.com

২

আনুষঙ্গিক ভাষা

বোলডার, কলোরাডো (৫ এপ্রিল ২০০৩)

প্রশ্ন: সাম্প্রতিক সময়ে প্রথমে পেন্টাগন এবং পরবর্তীকালে গণমাধ্যম বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যুকে 'আনুষঙ্গিক ক্ষয়ক্ষতি'(collateral damage) নামে অভিহিত করেছে। যে কোনও ঘটনা সম্পর্কে জনমত গঠন ও জনমত গঠনে রূপদান করতে ভাষার ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলুন।

এর সঙ্গে ভাষার কোনও সম্পর্ক নেই। ভাষার মাধ্যমে আমরা যোগাযোগ ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি তাই সহজাতভাবেই মানুষ যোগাযোগের মাধ্যমের ব্যবহার করে দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের রূপদান করতে চায়। মাধ্যম হিসেবে ভাষার ব্যবহারের দ্বারা কোনও কিছু মেনে নেওয়া ও বশ্যতা স্বীকারে উৎসাহিত কর যায়। এটা সকল সময়ই সত্য কিন্তু কেবল গত শতাব্দীতে প্রচারণা বা রটনা একটি সুসংগঠিত এবং বেশ আত্মসচেতন শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

অত্যন্ত মজার ব্যাপার এই যে, এ শিল্পটি অধিক গণতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্টি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেনই প্রথম প্রচারণা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল; যার 'কাজ' ছিল 'বিশ্বব্যাপী জনমত গঠন।' তারা আমেরিকার মনস্তাত্ত্বিক দিক, বিশেষ করে আমেরিকান বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা-ধারণা নিয়ে বেশি আগ্রহী ছিল। এই যুদ্ধে ব্রিটিশদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ধারণা ছিল যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই মুহূর্তে ইউরোপীয় যুদ্ধ নিয়ে উদাসীন; তারা যদি আমেরিকান বুদ্ধিজীবীদের ব্রিটিশরা যুদ্ধের মাহাত্ম্য বোঝাতে সক্ষম হয় তবে তারা সফলভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল শান্তিকামী নাগরিকের মধ্যে যুদ্ধের পক্ষে গণ উন্মাদনা সৃষ্টির মাধ্যমে যুদ্ধের প্রতি মার্কিন সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হবে। তাদের প্রচারণার মূল লক্ষ্য ছিল

www.pathagar.com

মার্কিন সমর্থন আদায় করা। এর পরিক্রমায় উইলসন* প্রশাসন যুদ্ধের পক্ষে তার দেশের জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রথম রাষ্ট্রায়ত্ত প্রচারণা এজেন্সি গঠন করে। ব্রিটিশদের এই পরিকল্পনা বিশেষ করে উদারপন্থি আমেরিকান বুদ্ধিজীবীদের কাছে দারুণভাবে সফল হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জন ডিউয়ি সার্কেলের জনসাধারণ এই ভেবে নিজেরা গর্ববোধ করেছিল যে, এই প্রথম কোনও যুদ্ধের পক্ষে যে উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছে তার নেপথ্যে কোনও সামরিক কিংবা রাজনৈতিক নেতৃত্বের নয় বরং সমাজের অধিকতর দায়িত্বশীল ও আন্তরিক গোষ্ঠী বিশেষ করে সুচিন্তক বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব দেখা যাচ্ছে।

সত্যি বলতে অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই এই প্রচারণা অভিযান অপেক্ষাকৃত শান্তিপ্রিয় জনস্রোতে একটা প্রবল জার্মানবিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি করতে সফল হয়েছিল। দেশব্যাপী যুদ্ধের উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ে। এমন অবস্থা হয়েছিল যে, বোস্টন সিম্ফনি অরকেস্ট্রাতে বাখ্**এর সংগীত আর চালানোই যেতো না।

'যুদ্ধ নয় শান্তি' এই স্লোগানের ভিত্তিতে ১৯১৬ সালের নির্বাচনে উইলসন জয় লাভ করেছিলেন কিন্তু অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি যুদ্ধবাজের দেশে পরিণত করেছিল এবং তারা জার্মানবিষয়ক সবকিছুই ধ্বংস করতে চেয়েছিল। এডওয়ার্ড বার্নেস, যিনি পরবর্তীকলে জনসংযোগ শিল্পের প্রধান হন এবং ওয়াল্টার লিপম্যান যিনি বিংশ শতাব্দীর একজন অন্যতম বুদ্ধিজীবী তাঁরা উইলসনের প্রচারকৌশল সংস্থার সদস্য ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তারা তাদের কাজে অনেকটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। 'জনসাধারণের মনমানসিকতা', দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতামত নিয়ন্ত্রণের কায়দা কৌশল রপ্ত করেছে বলে ১৯২০ সাল পরবর্তী লেখায় তা ফুটে ওঠে এবং লিপম্যানের ভাষায় একে 'ম্যানুফেক্চার কনসেন্ট' বলে অভিহিত করা হয়। বার্নেসের মতে কোনও সম্প্রদায়ের অধিকতর জ্ঞানী গোষ্ঠী জনসাধারণের মতামতকে সুকৌশলে নিজেদের দিকে পরিচালিত করতে পারেন যাকে তিনি 'এনজিনিয়ারিং অব কনসেন্ট' বলে অভিহিত করেন এবং এটাকে তিনি 'গণতন্ত্রের মূলভিত্তি' মনে করেন।

প্রকৃতপক্ষে, বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের দিকে জনসংযোগ শিল্প শুরু হয়েছিল। সময়টাকে শিল্পক্ষেত্রে 'টেইলরিজম'*** সময় বলে অভিহিত করা যায় যেখানে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রোবটে পরিণত করা এবং তাদের প্রত্যেকের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। টেইলরিজম মানুষকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে পরিণত

---

* টমাস উড্রো উইলসন (১৮৫৬-১৯২৪) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অষ্টাবিংশ প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

** জন সেবাস্টিয়ান বাখ্ (১৬৮৫-১৭৫০) একজন জার্মান সংগীতজ্ঞ ও গায়ক।

*** টেইলরিজম হচ্ছে উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির একটি পদ্ধতি যা বিংশ শতাব্দীতে চালু হয় এবং উদ্দেশ্য হলো কোনও কাজকে ছোটো ছোটো খন্ডে বিভক্তপূর্বক সর্বোচ্চ দক্ষতা নিশ্চিতকরণ।

www.pathagar.com

করে অত্যন্ত দক্ষ শিল্প গড়ে তুলেছিল। অন্য সবার মতোই বলশেভিকরা টেইলরিজম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনুসরণের চেষ্টা করেছিল। চিন্তা-নিয়ন্ত্রক বিশেষজ্ঞরা শীঘ্রই অনুধাবন করতে পারলেন যে, শ্রমিকদের শুধু 'কাজের সময়ে নয়' বরং 'কাজের সময়ের বাইরেও' তাদের চিন্তাধারাকে 'নিয়ন্ত্রণ' করতে হবে। চাকরির বাইরে নিয়ন্ত্রণ চমকপ্রদ শোনায় আর এর অর্থ হচ্ছে জীবনের 'অন্তঃসার শূন্যতার দর্শন' এর বুলি আওড়িয়ে 'জীবনের বাহ্যিক দিক যেমন ভোগবিলাসের প্রতি মোহ সৃষ্টি করে মানুষকে রোবটে পরিণত করা।' যারা এ কাজটা করেছে তাদেরকে জনসাধারণের হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাদের কাজ চালিয়ে যেতে দেওয়া উচিত।

ওই ধারণা থেকেই অসংখ্য শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছিল যার ব্যাপ্তি বিজ্ঞাপন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিস্তৃত, যাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল আপনাকে অবশ্যই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত, বিশ্বাস ধ্যান-ধারণাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে অন্যথায় তারা বিপজ্জনক হয়ে ওঠতে পারে। জনসাধারণের এ ধরনের ধ্যান-ধারণার সাংবিধানিক ভিত্তিও রয়েছে। 'মেডিসনের মূলনীতি' এর উপর ভিত্তি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সূচনা হয়েছিল। মেডিসনের মূলনীতি অনুযায়ী মানুষ মাত্রই বিপজ্জনক তাই রাষ্ট্রের ক্ষমতা ওই সব ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করা উচিত যারা মেডিসনের ভাষায় 'জাতির সম্পদ,' যারা মানুষের জান মাল ও নিরাপত্তার অধিকারকে সম্মান করে এবং যারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের থেকে সংখ্যালঘু ধনিক শ্রেণির অধিকার রক্ষায় সম্মত, যাদেরকে কৌশলে বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে। এতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, অধিকতর গণতান্ত্রিক সমাজেই জনসংযোগ শিল্পের ধারণাটি বিকাশ লাভ করে; বল প্রয়োগের মাধ্যমে যদি জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে সেখানে মানুষের চিন্তাধারা ও ভাবাবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচ্য নয়। কিন্তু বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে, সেক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতকে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি হয়ে পড়ে।

আজকাল সরকারের চেয়ে বেসরকারি বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কাজগুলো করে থাকে। রিগ্যান প্রশাসনের একটি কূটনৈতিক অফিস ছিল কিন্তু জনগণের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রচারকৌশল সংস্থার প্রতি তেমন আস্থা না থাকার কারণে রিগ্যানের কূটনৈতিক অফিসটি অকার্যকর হয়ে পড়ে যার ফলে সরকার জনমত উদ্ভাবনে অন্য রাস্তার আশ্রয় নিয়েছিল। এখন বেসরকারি বাণিজ্যিক নিপীড়ন প্রতিষ্ঠানগুলোই জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে যদিও এ সকল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি সরকারের নির্দেশে কাজ করে না কিন্তু সরকারের সঙ্গে অবশ্যই নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। তারা কি কাজ করছে তা নিয়ে আপনাকে খুব বেশি ভাবতে হবে না। কারণ তাদের নিজস্ব প্রকাশনা কিংবা অ্যাকাডেমিক সাময়িকীতে তার ফল ছাপা হয়। উদাহরণ হিসেবে আমরা যদি

www.pathagar.com

১৯৩৩ সালের দিকে ফিরে তাকাই তবে দেখি, উইলসন মতাদর্শের উদারনৈতিক, প্রগতিশীল পণ্ডিত হ্যারল্ড ল্যাস্কওয়েল যাকে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ রূপকার বলা হয়, তিনি *এনসাইক্লোপিডিয়া অব দ্য সোশ্যাল সায়েন্সেস* নামক সাময়িকীতে 'প্রোপাগ্যান্ডা' নামে একটি আর্টিকেল লেখেন তখন থেকে, নাৎসিদের সঙ্গে সম্পৃক্ততার আগেই, *প্রোপাগ্যান্ডা* শব্দটি খোলাখুলিভাবেই ব্যবহার হয়ে আসছিল। বর্তমানে এ শব্দটি বিভিন্ন সুভাষণে ব্যবহৃত হয়।

ল্যাসওয়েলের বাণী হচ্ছে 'মানুষ নিজেই নিজের ভালোর সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক' এ ধরনের গণতান্ত্রিক গোঁড়ামির কাছে আমাদের মাথানত করা উচিত হবে না। তারা নিজের ভালো নিজেরা বুঝতে পারে না। ক্ষমতাধরেরা পারেন। যেহেতু মানুষ তাদের নিজেদের সর্বোৎকৃষ্ট স্বার্থ সম্পর্কে অজ্ঞ ও নির্বোধ, তাই যেহেতু আমরা মহান মানবতাবাদী আমাদেরকেই তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য। আর তা করার সহজ পন্থা হচ্ছে প্রচারণা। ল্যাসওয়েলের মতে, প্রচারণার কোনও নেতিবাচক দিক নেই। এটি পাম্পের হাতলদণ্ডের মতো নিরপেক্ষ। আপনি ভালো অথবা মন্দ যে কোনও ক্ষেত্রেই প্রচারণার ব্যবহার করতে পারেন। আর আমরা যেহেতু মহৎ ও ভালো মানুষ তাই নির্বোধ, অজ্ঞ জনসাধারণদের এককোণে ঠেলে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আমাদের হাতে রেখে তাদের মঙ্গলের জন্য এটা ব্যবহার করবো

তারা যে ঠিক রাস্তায় আছে, তা বলবো না। তারা হচ্ছেন তথাকথিত উদারনৈতিক, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী। প্রায় এ ধরনের চিন্তাভাবনা লেনিনের মতাদর্শে আছে। নাৎসিরাও এ ধরনের মতবাদ ধারণ করেছিল। আপনি যদি হিটলারের *মেইন ক্যাম্প* পড়েন সেখানে দেখবেন হিটলারও এ্যাংলো-আমেরিকান প্রচারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। তিনি যথার্থভাবেই বলেছিলেন, প্রচারণার কারণেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জয় হয়েছিল, প্রচারণাটা অযৌক্তিক ছিল না এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, পরবর্তীকালে জার্মানও গণতন্ত্রের রূপরেখায় প্রবর্তিত নিজস্ব প্রচারণা পদ্ধতির সর্বত্র ব্যবহার করতে প্রস্তুত। তারপর থেকে আরও অনেক রাষ্ট্রই তার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক্ষেত্রে প্রথম সারিতে ছিল কারণ তারাই ছিল সবচেয়ে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, তাদের কাছেই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত নিয়ন্ত্রণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

প্রশ্ন: এতক্ষণ আমরা প্রচারণা ও এর উৎস নিয়ে কথা বলেছি, এখন কি তা থেকে সরে অপারেশন ইরাকি ফ্রিডমের নামে যে কী হচ্ছে তা নিয়ে কী কিছু বলবেন?

আপনি এই সম্পর্কে আজকে প্রকাশিত *নিউইয়র্ক টাইমস* পড়তে পারেন। রাষ্ট্রপতির ব্যবস্থাপক কার্ল রভ সম্পর্কে একটি চমৎকার আর্টিকেল বের হয়েছে, যিনি রাষ্ট্রপতিকে কী বলতে কিংবা করতে হবে এ সম্পর্কে দিঙ্‌নির্দেশনা দিয়ে

www.pathagar.com

থাকেন ইরাকি ভাষায় যাকে রাষ্ট্রপতির 'মর্মবিদ' বা 'মাইন্ডার' বলা হয়। রভ কিংবা বুশ কেউই যুদ্ধ পরিকল্পনার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়, সেটা অন্যদের হাতে। কার্ল রভের উদ্দেশ্য 'মিস্টার বুশকে যুদ্ধকালীন নেতা হিসেবে তার ধ্যান-ধারণাগুলোকে কাঠামো দান করা এবং পুনর্নির্বাচন প্রচারণার জন্য তাকে প্রস্তুত করে তোলা যেটা কিনা যুদ্ধের ঠিক পরেই শুরু হবে;' যাতে করে রিপাবলিকানরা তাদের নিজেদের স্বদেশীয় কর্মকৌশল বাস্তবায়ন করতে পারে। তাদের ভাষায় এর একটি উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক কল্যাণ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধনীদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং অন্য কর্মসূচি যেগুলো হাতে নেওয়া হয়েছে সেগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের কতিপয় সমৃদ্ধিশালী এবং সুবিধাপ্রাপ্ত অংশের স্বার্থ রক্ষা যার ফলে আপামর জনসাধারণের ব্যাপক ক্ষতি হবে।

এসব স্বল্পমেয়াদি উদ্দেশ্যাবলি ছাড়াও আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা যার কথা *নিউইয়র্ক টাইমস*-এ উল্লেখ নেই, এসব পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে নাগরিকদের সহায়তার নিমিত্তে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচি, সম্ভব হলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রাতিষ্ঠানিক রূপকেও ধ্বংস করে দেওয়া এবং এ কর্মসূচি যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সৃষ্টি সেটিকে নির্মূল করে ফেলা।

অন্যের প্রতি সহানুভূতির ও একাত্মতার অনুভূতির ধারণাকে, এমনকী অসামর্থ্য বিধবা খেতে পারছে কিনা, মন থেকে চিরতরে মুছে ফেলতে হবে। ডমেস্টিক এজেন্ডার সিংহভাগই হচ্ছে এ রকম উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন শুধু সমাজের কতিপয় ব্যক্তিদের হাতে সম্পদ ও ক্ষমতা হস্তান্তরই নয়। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জনগণকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলতে হবে অন্যথায় এ রূপরেখা মানুষ গ্রহণ করবে না। মানুষ যখন ভয় পায় তখন সে তার নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে যায় তখন তারা ক্ষমতাধর নেতাদের কাছে ভিড় জমায়। তারা বিশ্বাস করবে যে, রিপাবলিকানরা তাদেরকে তাদের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবে এবং বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের উদ্‌বেগ ও আগ্রহকে অবদমন করবে। এভাবে রিপালিকানরা তাদের ডমেস্টিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন এমনকী তারা এর প্রতিষ্ঠানিক রূপদানে সক্ষম হবে। যার অন্যথায় হওয়ার সুযোগ অসম্ভব হবে। তাই প্রথমত, তারা মানুষকে ভয় দেখায় এবং দ্বিতীয়ত, প্রেসিডেন্টকে একজন ক্ষমতাধর যুদ্ধকালীন নেতা হিসেবে উপস্থাপন করা হয় যিনি ভয়ংকর শত্রুদমনে বরাবরই সফল—এমন সব নির্বাচিত শত্রু যাদেরকে সহজেই পরাস্ত করা যায়।

প্রশ্ন: ইরাক ?

হ্যাঁ, অবশ্যই ইরাক। এই পরিকল্পনাটা অস্পষ্ট তবে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এই যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

www.pathagar.com

প্রশ্ন: ইরাক যুদ্ধ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনমত ও পুরো বিশ্বের মানুষের মতের মধ্যে স্পষ্টতই একটি বিশাল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আপনি কি এটাকে মার্কিন প্রচারকৌশলের সফলতা মনে করেন?

এ বিষয়ে কোনও প্রশ্নের অবকাশ নেই। আপনি খুব সহজেই এটা ধরতে পারবেন। ২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে ইরাক যুদ্ধের পক্ষে প্রচারাভিযান শুরু হয়েছিল। এটা খুবই স্পষ্ট এমনকী মূলধারার প্রকাশনাগুলোতে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এটা কিভাবে সম্পন্ন হয়েছিল এ সম্পর্কে ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনালের প্রধান রাজনৈতিক বিশ্লেষক মার্টিন সিফ একটি দীর্ঘ আর্টিকেলে তা বর্ণনা করেন। যুদ্ধকালীন প্রচারকৌশলের ডামাডোল শুরু হয়ে যায় সেপ্টেম্বরে, যে সময়টায় আবার কংগ্রেস মধ্যবর্তী নির্বাচনি প্রচারণাও শুরু হয়েছিল। এই প্রচারণার কিছু অপরিবর্তনীয় বিষয় ছিল। প্রচারণার একটি বিষয় হচ্ছে ইরাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য আশু হুমকি। তাদেরকে এখনই থামাতে হবে অন্যথায় তাদের দ্বারা আমরা ধ্বংস হবো। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ৯/১১ এর পেছনে ইরাকের হাত ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হামলার পিছনে ইরাকের হাত ছিল তা সোজাসাপ্টা কেউ বলেনি তবে সুকৌশলে ইরাককে দায়ী করতে তারা সক্ষম হয়েছিলেন। তারপর তারা বলল যে, ইরাক নতুন হামলার পরিকল্পনা করছে। আমাদের বিপদ আসন্ন তাই তাদেরকে এখনই থামিয়ে দিতে হবে। নির্বাচনের দিকে তাকান, প্রচারকৌশলের প্রভাব কত গভীরভাবে কাজে লেগেছিল তা নির্বাচনের ফলাফলেই পাওয়া যায়। ৯/১১ এর ঘটনার পরপরই আমাদের ধারণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিন শতাংশ লোক বিশ্বাস করতো যে, ৯/১১ এর ঘটনার সঙ্গে ইরাক সম্পৃক্ত। কিন্তু বর্তমানে অর্ধেকেরও বেশি মার্কিন জনগণ ইরাকের সম্পৃতার বিষয়ে মোটামুটি নিশ্চিত।

২০০২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে মোটামুটিভাবে ষাট শতাংশ মার্কিন নাগরিক ইরাককে তাদের জন্য হুমকি মনে করে। এমন দৃষ্টিভঙ্গি ইরাক যুদ্ধের পক্ষে নিবিড়ভাবে সমর্থন জোগায়। আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে, ইরাক আপনার নিরাপত্তার জন্য আশু হুমকি এবং ৯/১১ এর ঘটনার জন্য ইরাক দায়ী এবং ইরাক আরও নতুন নৃশংসতার পরিকল্পনা হাতে নিচ্ছে, সেক্ষেত্রে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে থামিয়ে দেওয়া অন্যায় বিবেচিত হয় না। মার্কিনিরা ছাড়া আর কেউ এটি বিশ্বাস করেনি। অন্য কোনও দেশই ইরাককে তার নিরাপত্তার হুমকি মনে করে না। কুয়েত এবং ইরান যাদেরকে ইরাক আক্রমণ করেছিল তাদের কেউই ইরাককে তাদের নিরাপত্তার হুমকি মনে করে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা মনে করে। এটা হাস্যকর।

ইরাক যুদ্ধের অনুমোদনের ফলে হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছে; ইরাক অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তির দিক দিয়ে ওই এলাকার সবচেয়ে দুর্বলতম দেশে

www.pathagar.com

পরিণত হয়েছে। ইরাকের সামরিক ব্যয় কুয়েতের সামরিক ব্যয়ের অর্ধেকের চেয়েও কম। যেখানে কুয়েতের জনসংখ্যার ইরাকের জনসংখ্যার মাত্র দশ শতাংশ, এমনকী মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশের সামরিক ব্যয়ের চেয়েও ইরাকের সামরিক ব্যয় যথেষ্ট কম। এ কথা এলাকার সবারই জানা যে, এখানে পারমাণবিক ও ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্রসমৃদ্ধ একটি পরাশক্তি হচ্ছে ইসরায়েল যেটা কার্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সমুদ্রবর্তী সামরিক ঘাঁটি।

বাস্তবিকপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক দখলের পর এটা খুব পরিষ্কার যে, তারা সেখানে ইরাকি সামরিক শক্তি এমনকী ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্রের জোগান বাড়াবে। শুধু প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল মার্কিন নাগরিকরাই ইরাককে ভয় পায়। এটাই হচ্ছে প্রচারণার সবচেয়ে বড় সাফল্য। মজার ব্যাপার হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভয়ের প্রতি সংবেদনশীল। যে কোনও কারণেই হোক, তুলনামূলকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের তুলনায় একটু বেশিই ভীতসন্ত্রস্ত। ভয়ের মাত্রাটা এখানে সীমাহীন হোক সেটা অপরাধ, অভিবাসন কিংবা অন্য কোনও বিষয়ে। ওয়াশিংটনবাসী এটা ভালো করেই জানে। তাদের অধিকাংশই রিগ্যান এবং প্রথম বুশ প্রশাসনে কাজ করেছে। তারা সেই পুরোনো কথিকার পুনরাবৃত্তি করছে। তারা খুবই নিপীড়নমূলক ডমেস্টিক কর্মসূচি গ্রহণ করে যেগুলো জনসাধারণের ক্ষতি সাধন করায় অজনপ্রিয়তায় রূপ নেয়। আতঙ্ক নামক জুজুর ভয় বার বার দেখিয়ে তারা সফলভাবেই ক্ষমতায় টিকে থাকতে পেরেছিল। তারা এখনও সেটা করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এটা করা কঠিন কিছু নয়।

প্রশ্নঃ আপনি সাধারণত যে কোনও জিনিসকে স্পষ্ট ও নির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করে থাকেন কিন্তু এখানে আপনি খানিকটা অস্পষ্টভাবে বলেছেন আমেরিকানদের বৈশিষ্ট্যে কিছু একটা আছে যা—এই সংস্কৃতিটাকে প্রচারকৌশলের প্রতি এত সংবেদনশীল করেছে?

আমি বলিনি যে, আমেরিকান সংস্কৃতিটা প্রচারকৌশলের প্রতি সংবেদনশীল। তাদের সংস্কৃতিটা বরং ভয়প্রবণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি ভিতু রাষ্ট্র। ভয়ের কারণটা সম্ভবত আমার জানা নেই; এর কারণ ভীতসন্ত্রস্ত আমেরিকার পিছনের ইতিহাস খুঁজলে হয়ত পাওয়া যাবে।

প্রশ্নঃ যদি ভয় থাকে তবে প্রচারণাটা সহজেই কাজে লাগানো যায়।

কতিপয় প্রচারকৌশল সহজেই প্রয়োগ করা যায়। চল্লিশ বছর আগে স্নায়ুযুদ্ধের সময় আমার বাচ্চারা যখন বিদ্যালয়ে পড়তো, তখন আণবিক বোমার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের বেঞ্চের নিচে লুকানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ওই

www.pathagar.com

সময়ে মেক্সিকান রাষ্ট্রদূতের একটা মন্তব্য বিখ্যাত হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট কেনেডি কিউবার ওপর সন্ত্রাসী হামলার সমর্থন আদায়ের জন্য তাঁর অক্ষের দেশগুলোকে সংগঠিত করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। পশ্চিমা বিশ্বের অন্য দেশগুলোর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথামতো চলতে হতো। তার অন্যথা হলে তাদের সমূহ বিপদ আসন্ন ছিল। মেক্সিকো কিউবার বিরুদ্ধে প্রচারাভিযানে যেতে অসম্মতি জানায়। মেক্সিকোন রাষ্ট্রদূত বলেছিলেন যে, 'আমরা যদি প্রকাশ্যে কিউবাকে নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে ঘোষণা করি তবে চল্লিশ মিলিয়ন মেক্সিকান তা হেসেই মারা যাবে।'

প্রশ্ন: কিন্তু আপনি কি মনে করেন না গণমাধ্যম সংস্কৃতি(Media culture) এই ভয় উদ্রেকের পৃষ্ঠপোষক; প্রায় সকল টেলিভিশন অনুষ্ঠানে ও চলচ্চিত্রে এর পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ কিন্তু তা হেসে উড়িয়ে দেবে না। তারা সবকিছুতেই ভয় পায়। অপরাধের কথাই ধরুন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপরাধের হার অন্য শিল্পাঞ্চলের মতোই এটা মোটামুটি ধরনের; অপরাধ সমীকরণের বিস্তৃতি খুব বেশি নয়। তবু এখানে অপরাধের ভয় পাওয়ার লোকের সংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি। ওষুধের ব্যবহার যদিও এখানে অন্য যে কোনও দেশের মতোই কিন্তু ওষুধের প্রতি ভয়ের বিস্তৃতি অনেক ব্যাপক। এই ভয়ের কিন্তু পটভূমিও আছে যেটিকে কেবল নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা হয়। যখন শত্রুভাবাপন্ন কোনও দেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তখন ভয় থেকেই সে দেশের জাতককে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয় এ ভেবে যে কখন সে দাস আমার ওপর চড়াও হয়, আর ঠিক তখনই ভয়কে কাজে লাগিয়ে নিজেদের নিরাপত্তা বিধানকল্পে অন্য দেশকে শাসন করা যায় এবং আমাদের নিরাপত্তার বেষ্টনী যে অনেক মজবুত তা প্রমাণিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অতুলনীয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্ধভুবন নিয়ন্ত্রণ করে; সাগর, মহাসাগর এমনকী এসবের বিপরীত দিকেও তাদের নিয়ন্ত্রণ আছে। সর্বশেষ ১৮১২ সালের যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভয় দেখানো হয়েছিল, তারপর থেকেই সে শক্তিবলে বিভিন্ন দেশ দখল করে। অন্য দেশ তাদেরকে আক্রমণ করতে আসছে এবং তারা ভীত হয়ে তাদের নিরাপত্তার জন্য অন্য দেশকে আক্রমণ করছে।

প্রশ্ন: ক্ষমতা গ্রহণের প্রায় দেড় বছর পর ২০০৩ সালের ৬ মার্চ বৃহস্পতিবার, বুশ প্রথম একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সম্মেলনে কর্তৃত্ব সহকারে অনুসরণীয় কর্মপন্থার নির্দেশ দেয়। তিনি আগেই জানতেন কার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন। তাঁর দেওয়া ভাষ্য অনুসন্ধান করলে শুধু কয়েকটি শব্দসমষ্টির পুনরাবৃত্তি—ইরাক, সাদ্দাম হোসেইন, হুমকি, ক্রমবর্ধমান হুমকি, বিপজ্জনক হুমকি, ৯/১১, সন্ত্রাসবাদ

www.pathagar.com

পাওয়া যায়। তার পরবর্তী সোমবারে যুক্তরাষ্ট্রের জনমত জরিপে দেখা যায়, অধিকাংশ মার্কিনি বিশ্বাস করেছিল যে, ৯/১১ ঘটনার সঙ্গে ইরাক সম্পৃক্ত ছিল।

জনমতের এ উত্থান প্রবল ছিল ঠিকই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর শুরু হয়েছিল ২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে। নির্বাচনের পর যখন দেখা যায়, ৯/১১ ঘটনার জন্য ইরাক দায়ী তখন থেকেই জনমতের এ উত্থানের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু ধারণাটাকে আরও জোরদার করতে হবে, না হলে মানুষ সরে যেতে পারে। প্রশাসনের এমন অদ্ভুত দাবির মাধ্যমে মানুষকে এ বিষয়ে জিইয়ে রাখা কষ্টকর বিধায় এ বিষয়ের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এটা কোনও ক্রেতার কাছে গাড়ি বিক্রি করার কৌশলের মতো আপনাকে বার বার গাড়ির বিষয়ে ক্রেতার আগ্রহ বাড়িয়ে তুলতে হবে আর এটাই আপনাকে করতে হবে। কাউকে বিবেকহীন ভোক্তায় পরিণত করতে চাইলে, আপনার স্বার্থে পৃথিবীটাকে সাজাবেন সে বিষয়ে যেন সে দ্বিমত পোষণ না করে। তবে আপনাকে অবশ্যই নাছোড়বান্দার মতো তার পিছনে লেগে থাকতে হবে।

প্রশ্ন: প্রচারকৌশলকে কীভাবে শনাক্ত করা যায়? এটাকে প্রতিহত করার কি কোনও কৌশল আছে?

প্রচারকৌশল রোধ করার কোনও কৌশল নেই, এটা সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। আপনি যদি শোনেন যে ইরাক আমাদের জন্য হুমকি যাকে কিনা কুয়েতও হুমকি মনে করে না এমনকী মার্কিনিরা ছাড়া আর অন্য কেউ একে অস্তিত্বের হুমকি মনে করে না, তখন যে কোনও সুস্থ মানুষই এর কারণ খুঁজতে শুরু করবে। যখনই আপনি প্রশ্ন করা শুরু করবেন তখনই তাদের যুক্তি ভেঙে যাবে। আপনার সামনে কোনও বিষয় উপস্থাপন করা হলে আপনাকে অবশ্যই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরখ করার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে। স্বভাবতই, শিক্ষাব্যবস্থা এবং গণমাধ্যম প্রত্যেকের বিপরীতমুখী দায়দায়িত্ব আছে। আপনাকে অনুগত অনুসারী ও অসাড় দর্শকে পরিণত করার শিক্ষা দেওয়া হবে। যতক্ষণ না আপনি এসব অনুগত ধ্যান-ধারণা থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করবেন, ততক্ষণই প্রচারকৌশলের হস্তগত হবেন। কিন্তু এ দেয়াল ভাঙা কঠিন কিছু নয়। ১৯৮৫ সালের ১ মে রিগ্যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের নিরাপত্তার জন্য জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন এবং মনে করা হয়েছিল নিকারাগুয়া সরকার তাদের জন্য হুমকি যেখানে হালিঞ্জার, টেক্সাস হতে যেতে দুদিনের যাত্রা এবং আসল কথা হচ্ছে মার্কিনিরা এ রাষ্ট্রটিকেও দখলের পরিকল্পনা করছে। ২০০২ সালের অক্টোবরে ইরাক বিজয়ে কংগ্রেসের ঘোষণা আর নিকারাগুয়ায় মার্কিন যুদ্ধের নির্বাহী আদেশের মধ্যে মূলত কোনও পার্থক্য ছিল না। কেবল নিকারাগুয়ার জায়গায় ইরাককে বসানো হয়েছে। কতটুকু কূটবুদ্ধিসম্পন্ন হলে কোনও মানুষ নিকারাগুয়াকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের অস্তিত্বের

www.pathagar.com

জন্য হুমকি মনে করে। বহির্বিশ্ব এর কারণ খুঁজে বের করতে অপারগ। ১৯৮০'র দশকে ইউরোপের পর্যটনশিল্প প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কারণ আমেরিকানরা গণমাধ্যমে সন্ত্রাসী প্রতিবেদন প্রচারে ভীত হয়ে ভেবেছিল যে, তারা যদি ইউরোপ ভ্রমণে যায় তবে আরবরা তাদেরকে মেরে ফেলবে। ইউরোপবাসী আমেরিকানদের এ ধারণার সুষ্ঠু কোনও কারণ খুঁজে পাইনি। এমন কী কারণ ছিল যার জন্য তারা ইউরোপ ভ্রমণে আসতে চায়নি, কী সব ভিত্তিহীন ভয়ে তারা এখানে বেড়াতে আসে না?

প্রশ্ন: বর্তমানে এটার আবার পুনসূচনা হচ্ছে।

হ্যাঁ, এর সূচনা আবার হচ্ছে। 'এ থেকে আপনি কীভাবে বের হবেন?' এ প্রশ্নের উত্তরে আপনি শুধু আপনার সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করলেই চলবে। এর জন্য কোনও বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন নাই। আপনার সামনে যেসব বিষয় উপস্থাপন করা হয় সেগুলো যদি সাধারণ জ্ঞান কিংবা সংশয়বাদী বোধশক্তি দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে ইচ্ছুক হন তবে তার সুরাহা হবে। অন্য বিষয় আপনি যেভাবে বিশ্বাস করেন ইরাকের প্রচারণাও সেভাবে বিশ্বাস করেন। ইরাকের তথ্যমন্ত্রীকে বিশ্বাস করার জন্য কি কোনও বিশেষ কৌশল প্রয়োজন? আপনার দিকে একইভাবে তাকান। নিজের ক্ষেত্রে আপনি যে মানদণ্ড ব্যবহার করেন অন্যের ক্ষেত্রে তার ব্যবহার করা উচিত, আর তবেই আপনার জয় নিশ্চিত। এভাবেই প্রচারণাটাকে রোধ করা সহজ।

প্রশ্ন: সম্প্রতি ব্যবহৃত হওয়া অনেক শব্দসমষ্টির মধ্যে 'এমবেডেড জার্নালিস্ট' একটি। এ-সম্পর্কে আপনি যদি কিছু বলেন।*

কোন সৎ সাংবাদিক ইচ্ছে করে নিজেকে 'এমবেডেড জার্নালিস্ট' বলে বর্ণনা করবে না। 'এমবেডেড জার্নালিস্ট" বলার অর্থই হচ্ছে সরকারের একজন প্রচারকৌশলী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু কিছু সাংবাদিকেরা সাংবাদিকতার এ ধারাকে গ্রহণ করেছে। আমেরিকান ইউনিটের একজন সাংবাদিক হলেই যে আপনার সকল কর্মকাণ্ড ঠিক বলে প্রতীয়মান হবে এমনটি ভাবা উচিত নয়। আপনাকে অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে।

নাটকীয়ভাবে পিটার আর্নেটের ক্ষেত্রে এমবেডেড সাংবাদিকতার বিষয়টি দেখা দেয়। পিটার আর্নেট একজন অভিজ্ঞ, সম্মানিত, গুণী সাংবাদিক। কিন্তু বর্তমানে

---

*এমবেডেড জার্নালিজম বলতে সামরিক ইউনিটের সঙ্গে সংযুক্ত সংবাদকর্মীদের বোঝায়—যারা সামরিক বাহিনীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থেকে যুদ্ধের ভয়াবহতা বা আক্রমণকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে কোনও সংবাদ পরিবেশন না-করার শর্তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ২০০৩ সালে ইরাকে হামলার সময় থেকে সংবাদকর্মীদের এ ধরনের আচরণ প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হয়।

www.pathagar.com

তাকে ইরাকি টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য ঘৃণা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য কি কাউকে নিন্দা করা হয়েছে। না, এটা বিস্ময়কর। একজন স্বাধীন সাংবাদিকের দৃষ্টিকোণ হতে মার্কিন টেলিভিশন কিংবা ইরাকি টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দেওয়ার মধ্যে আসলেই কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তার অবস্থা শোচনীয়। সমান চোখে সবকিছু দেখার অবস্থা নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে হামলা চালাচ্ছে। এটি পরিষ্কারভাবে একটি আগ্রাসী কর্মকাণ্ড যেটিকে বর্তমানে উল্লেখ্যযোগ্য যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ অপরাধের জন্যই কিন্তু নুরেমবার্গে নাৎসিবাহিনীর ফাঁসি হয়েছিল; এখানে অন্য বিষয় ছিল গৌণ। এখানে বিস্মিত করার মতো উদাহরণ আছে। হিটলারের চেয়েও কম বিশ্বাসযোগ্য ছিল মার্কিনিদের ইরাক হামলার অজুহাত। সমতার বা ভারসাম্যের দাবি ভুল প্রমাণিত হল। এসব কথা এখন থাক।

একজন স্বাধীন সাংবাদিকের হামলাকারী শক্তির বিষয়ে কিংবা পরাস্ত শক্তির বিষয়ে কোনও টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দেওয়ার মধ্যে আসলেই কোনও পার্থক্য থাকার কথা না কিন্তু মার্কিনিরা একে বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করেছে। তাদের মতে আর্নেট তাঁর সকল সাংবাদিকতাসুলভ সততা ও আরও অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছে। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি মার্কিন সাংবাদিকতার জগৎকে স্তম্ভিত করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক সংবাদদাতা চার্লস গ্লাস এক্ষেত্রে সবচেয়ে কম ব্যবহৃত একজন যার সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল, তিনি *লন্ডন রিভিউ অব বুক্স* এ একটি আর্টিকেলে লেখেন যে, কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে এমন একটি দেশ যার পক্ষে যে কোনও দেশকেই সন্ত্রাসী বানানো সম্ভব যদি সে দেশ মার্কিন আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলে। তিনি ইরাকে বিস্ময়ের সঙ্গে তারই প্রতিচ্ছবি দেখছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এসব কর্মকাণ্ডের প্রতি অনীহা পোষণ কিংবা তাদের মন্ত্র বুকে ধারণকারীকে সুদৃষ্টিতে দেখা হয় না।

প্রশ্ন: ২০০১ সালের অক্টোবরে আফগানিস্থানের ওপর আক্রমণ কিছু নতুন পরিভাষার সূচনা করেছে এর মধ্যে একটি হচ্ছে যুদ্ধের নামে এনডিউরিং ফ্রিডম আর আরেকটি 'আনলফুল কমবেটেন্ট'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক আইনের একটি নতুন কর্মকাঠামো তৈরি হয়, যার মধ্যে জেনেভা কনভেনশন অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে যে দৃষ্টিকোণ থেকে 'আনলফুল কমবেটেন্ট' ধারণাটি ব্যবহৃত হচ্ছে ওই সময়ে আন্তর্জাতিক আইনের খসড়ায় এ ধারণা অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বস্তুত, এ ধরনের সংজ্ঞায়ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়কারই ইঙ্গিত দেয়, যখন যুদ্ধকালীন আপনাকে যা খুশি তা-ই করতে দেওয়া হতো। কিন্তু জেনেভা কনভেনশনের পর—যা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল

www.pathagar.com

নাৎসিদের নৃশংসতাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য—সে পরিস্থিতি পালটে যায়। জেনেভা কনভেনশনে যুদ্ধবন্দিদেরও কিছু বিশেষ সুবিধা ভোগ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। তাই বুশ প্রশাসন গণমাধ্যম ও আদালতের সহায়তায় ওই সময়ে ফিরে যাচ্ছেন যখন মানবতাবিরোধী অপরাধ বিষয়ে কোন কঠোর আন্তর্জাতিক নীতিমালা ছিল না। কেবল সুনির্দিষ্ট কিছু আগ্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনাই নয় বরং যে সকল মানুষের ওপর তারা বোমা নিক্ষেপ করে এবং আটক করে যাদের কোনও আইনি সুরক্ষা নেই তাদেরকে 'আনলফুল কমবেটেন্ট' হিসেবে অভিহিত করাটাকে ওয়াশিংটন তাদের অধিকার মনে করে। সত্যি বলতে তারা তাদেরকে এ ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখেনি।

বুশ প্রশাসন যে কোনও লোককে এমনকী আমেরিকান নাগরিকদেরও গ্রেফতার করা, পরিবার-পরিজন কিংবা আইনজীবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ না-দিয়ে নির্বিচারে ও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া ততদিন পর্যন্ত আটকে রাখা যতদিন না পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের তথাকথিত 'সন্ত্রাসীবিরোধী যুদ্ধের' অবসান না হচ্ছে; সেটাকেও তারা তাদের অধিকার মনে করে। এটা বিস্ময়কর। এটর্নি জেনারেল যদি নিতান্ত *অনুমানের* ওপর ভিত্তি করে কোনও নাগরিকের কর্মকাণ্ডকে রাষ্ট্রবিরোধী হিসেবে ঘোষণা করে থাকেন তাহলে মার্কিন সরকার শুধু সেই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে সেই সব নাগরিকের অধিকার খর্ব করাটাকে তারা তাদের আত্মস্বীকৃত অধিকার বলে মনে করে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড শুধু টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্রেই পাওয়া যাবে। গুয়ানতানামোতে যা হচ্ছে তা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সম্বলিত আইনের চরম অবমাননা। নাৎসিদের এরূপ অপরাধ আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এমনকী উইনস্টন চার্চিল* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে শুধু নাৎসি ও কমিউনিস্টদের নির্বাহী ক্ষমতাবলে সুনির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ ছাড়াই কোনও মানুষকে আটকে রাখাকে অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে মনে করতেন। ব্রিটেনও বরং বেপরোয়া ভূমিকায় ছিল কিন্তু আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো নয়। চার্চিলের একটি আবক্ষ প্রতিমা প্রতিনিয়ত জর্জ বুশের দিকে তাকিয়ে থাকে এই আশায় যে, বুশ হয়ত চার্চিলের কথাগুলো কখনও বুঝতে চাইবেন।

প্রশ্ন: নাইটলাইনের ৩১ মার্চ সংখ্যায় ইরাক যুদ্ধ সম্পর্কে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের একটি উক্তি 'এটা কোন আগ্রাসন নয়।' এ থেকে আপনি কী বোঝেন?

টনি ব্লেয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচারকৌশলের একজন প্রতিনিধি। তাঁর সুদর্শন ব্যক্তিত্বের মতোই তার সূনিপুণ শব্দশৈলী মানুষকে আকৃষ্ট করে। ব্রিটেন দ্বিতীয়

*উইনস্টন চার্চিল (১৯৪০-১৯৪৫, ১৯৫১-১৯৫৫) সালে ইংল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

www.pathagar.com

বিশ্বযুদ্ধের পরপরই আত্মসচেতনভাবে যে অবস্থান ঠিক করে নিয়েছিল, টনি ব্লেয়ার তারই অনুসরণ করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেন বুঝতে পেরেছিল—এ সম্পর্কে তাদের কাছে যথেষ্ট নথিপত্র ছিল—যে যুদ্ধকালীন ব্রিটেন বিশ্বের একটি পরাশক্তি হলেও যুদ্ধের পরপরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের স্থান দখল করে নেবে। ব্রিটেনকে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি ব্রিটেনকে অন্য সাধারণ একটি রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করবে নাকি 'অধঃস্তন অংশীদার' হিসেবে বিবেচনা করবে। ব্রিটেনকে 'অধঃস্তন অংশীদারিত্ব' মেনে নিতে হলো।

এরপর থেকেই এ রকম চলে আসছে। ব্রিটেনকে বার বার অপমান সহ্য করতে হয়েছিল এবং ব্লেয়ার 'অধঃস্তন অংশীদার' হওয়ার মনোবাসনা ব্যক্ত করেছিলেন বলেই মনে হয়। ভিন্নদেশিদের হত্যা ও তাদের প্রতি নৃশংসতা প্রদর্শনের শতবর্ষীয় অভিজ্ঞতা দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের এই 'মৈত্রীকে' আমরা সমৃদ্ধ করবো। এতে আমরা পারদর্শী। লয়েড জর্জের ভাষায় 'নিগ্রোদের ওপর বোমা নিক্ষেপের' শতবর্ষী পুরোনো অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। অধঃস্তন অংশীদারিত্বের বিনিময়ে আমরা হয়ত কিছু সুবিধা পাবো। এটাই ব্রিটিশদের বর্তমান অবস্থা। এটি অসম্মানের।

প্রশ্ন: আমেরিকান দর্শকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে আপনি বার বার যে প্রশ্নটির সম্মুখীন হয়েছিলেন তা হলো 'আমাদের কী করা উচিত?'

প্রশ্নটি কি শুধু আমেরিকান দর্শকের। তৃতীয় বিশ্বের কোথাও আমাকে এ ধরনের প্রশ্ন করা হয়নি। আপনি যদি তুরস্ক, কলম্বিয়া কিংবা ব্রাজিলে যান তারা কখনও জিজ্ঞাসা করবে না যে তাদের কী করা উচিত। তারা যা করছে তাই শুধু আপনাকে বলবে। আমি যখন ব্রাজিলের পোর্টো এলিগ্রিতে ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরামে গিয়েছিলাম, কয়েকজন ভূমিহীন *কৃষকের* সঙ্গে দেখা হয়েছিল এবং তারা আমাকে তাদের কী করা উচিত সে বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করেনি, তারা যা করছিল সে বিষয়ে আমাকে বলেছে। তারা দরিদ্র, অবহেলিত মানুষ, করুণ অবস্থায় জীবনধারণ করে, তাদের কী করা উচিত সে সম্পর্কে আপনাকে প্রশ্ন করার স্বপ্নও সে দেখে না। আমাদের মতো অত্যন্ত সুবিধাপ্রাপ্ত সংস্কৃতির লোকেরাই শুধু এ ধরনের প্রশ্ন করে। বেছে নেওয়ার সকল ক্ষমতা আমাদের আছে এবং তুরস্কের বুদ্ধিজীবী কিংবা ব্রাজিলের *কৃষকেরা* যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয় সে সব সমস্যা কিন্তু আমাদের পোহাতে হয় না। আমরা যে কোনও কিছু করতে পারি।

কিন্তু এখানের নাগরিকদেরকে বিশ্বাস করানো হয় যে, এসবের সহজ সমাধান আছে, এ সহজ পন্থায় তা কাজ করে না। আপনি যদি কিছু করতে চান, তাহলে আপনাকে দায়িত্ব গ্রহণ এবং দিনের পর দিন নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ, রাজনৈতিকভাবে মানুষকে সংগঠিত করা ও কঠোর শ্রমের মাধ্যমে

www.pathagar.com

পরিবর্তন আনতে হবে। আপনার হাতে কোনও জাদুটোনার চাবিকাঠি নেই যা দিয়ে রাতারাতি সবকিছু পরিবর্তন করতে পারবেন।

প্রশ্ন: ১৯৬০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দোচীন হামলার বিরুদ্ধে আপনি একজন কঠোর সমালোচক ছিলেন। ওই সময় পরবর্তী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভিন্নমত প্রকাশ কীভাবে বিকাশ লাভ করে?

এটা বেশ মজার ব্যাপার। সে সময়ে ইন্দোচীনে হস্তক্ষেপের প্রবক্তারা আজকে যুদ্ধবিরোধী সক্রিয় ব্যক্তি, নির্বাক কোনও পর্যবেক্ষক যে নয়, এ ব্যাপারে *নিউইয়র্ক টাইমসের* একটি আর্টিকেলে এর উল্লেখ পাওয়া যায়[২১]। ছাত্ররা যখন যুদ্ধের বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল এটা যেমন হওয়ার কথা ছিল সে রকম কিন্তু হয়নি। এটা সত্য যে, ১৯৭০-এর মধ্যে ছাত্ররা প্রধান যুদ্ধবিরোধী কর্মী হিসেবে আবির্ভূত হয়। দক্ষিণ ভিয়েতনামের সঙ্গে যুদ্ধের আট বছর পর ছাত্রদের যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদ জেগে ছিল আর সে সময়ের মধ্যে সেই যুদ্ধটি ইন্দোচীনের প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ার ফলে দেশটির অনেক ক্ষতি হয়েছিল।

১৯৬২ সালে মার্কিন বিমান যখন দক্ষিণ ভিয়েতনামে বোমা নিক্ষেপ করেছিল তখন কোনও প্রতিবাদ দেখা যায়নি। মার্কিনিরা রাসায়নিক অস্ত্রের মাধ্যমে খাদ্যশস্য ধ্বংস করেছিল এবং লক্ষ লক্ষ লোকদেরকে কৌশলে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে যুদ্ধবন্দি হিসেবে আটকে রেখেছিল। তাদের প্রায় সকলেই ছিল সাধারণ মানুষ কিন্তু এসবের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ তো পরিলক্ষিত হয়নি; এমনকী এ বিষয়ে কথা বলার কোনও লোক খুঁজে পাওয়া যায়নি। আবার উদার শহর বলে পরিচিত বোস্টনেও যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনসভা করতে দেখা যায়নি এ কারণে যে ছাত্ররা গণমাধ্যমের সমর্থন নিয়ে সমাবেশকারীদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবে। আমার মতো বক্তাদের অক্ষত রাখার জন্য হাজার হাজার পুলিশ সমস্ত শহরে মোতায়ন করতে হবে। যুদ্ধের অনেক বছর পর প্রতিবাদ হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে শত শত হাজার হাজার ভিয়েতনামি নাগরিক হত্যা করা হয়েছিল এবং ভিয়েতনাম প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু *নিউইয়র্ক টাইমসের* প্রতিবেদক এটা বুঝতে পারেনি কারণ আমার ধারণা তাকে যা শেখানো হয়েছে তিনি তা-ই বলেছেন যে এখানে খুব বড় ধরনের একটা যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন হয়েছিল এখন তা আর নেই। প্রকৃত ইতিহাস হলো আন্তরিক প্রচেষ্টা যে মানুষের সচেতনতা ও বোধগম্যতায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে এই বিষয়ে আপনাকে বুঝতে দেওয়া হবে না। এটা হচ্ছে একটি বিপজ্জনক ধারণা। আর এ কারণেই এটা ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা হয়েছে।

www.pathagar.com

৩

ক্ষমতার রদবদল

কেমব্রিজ, ম্যাসাসুসেট্‌স (১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩)

প্রশ্নঃ ক্ষমতার রদবদল(Regime Change) অভিধানের একটি নতুন পরিভাষা কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষমতার রদবদলে দক্ষ। এ বছর তারা কয়েকটি ঘটনার বার্ষিকী পালন করছে। আজকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত চিলির অভ্যুত্থানের ত্রিশতম বার্ষিকী। ২০০৩ সালের ২৫ অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রানাডা আক্রমণের বিশতম বার্ষিকী পালন করবে কিন্তু আমি বিশেষভাবে ৫০ বছর আগে, ১৯৫৩ সালের আগস্টে ইরানের শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন নিয়ে চিন্তিত, যেখানে মুহম্মদ মোসাদ্দেকের রক্ষণশীল সংসদীয় গণতন্ত্র পালটিয়ে শাহ'র** শাসনব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়েছিল, যারা পরবর্তী পঁচিশ বছর শাসন করেছিল।*

একটি রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদী সংসদীয় সরকার তাদের নিজস্ব তেলসম্পদ তাদের কাছে ফিরিয়ে নিতে প্রচেষ্টা চালিয়েছে এ বিষয়ের রেশ ধরে ইরানে ক্ষমতার রদবদল ঘটেছিল। এসব তেলসম্পদ একটি ব্রিটিশ কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে ছিল—এসব কোম্পানি মূলত এ্যাংলো পারসিয়ান পরবর্তীকালে এ্যাংলো ইরানিয়ান নামে প্রচলিত ছিল—যারা ইরানের শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিল কিন্তু তারা মূলত তেল আত্মসাৎ ও ডাকাতি করছিল। এসব চুক্তি ইরানকে কিছুই দেয়নি বরং ব্রিটিশদের পকেট ভারী করেছিল। শোষণের এসব সাম্রাজ্যবাদী নীতির একজন প্রতিষ্ঠিত সমালোচক ছিলেন মোসাদ্দেক। মানুষের ক্রোধের বিস্ফোরণে শাহ মোসাদ্দেককে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিতে বাধ্য হয়েছিল,

---

* মুহম্মদ মোসাদ্দেক (১৮৮২-১৯৫৩) ইরানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি একাধারে লেখক, প্রশাসক, আইনজীবী ও পার্লামেন্টারিয়ান ছিলেন।

** মুহম্মদ রেজা শাহ পাহলাভী (১৯১৯-১৯৮০) ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামি বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেখানকার সম্রাট ছিলেন।

www.pathagar.com

যিনি তেলশিল্পকে জাতীয়করণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এ কারণে ব্রিটিশরা সম্পূর্ণরূপে খ্যাপে গিয়েছিল। সম্প্রতি মার্কিনি তেলব্যবসায়ীরা যে রকম সৌদি আরবের সঙ্গে সমঝোতায় রাজি হয়েছে ব্রিটিশরা ইরানের সঙ্গে সে রকম সমঝোতা করতে নারাজ। ব্রিটিশরা বার বার ইরানকে তাদের অধিকার বঞ্চিত করে আসছিল। তাদের এ ধরনের শোষণ ভয়ানক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তেলসম্পদের রাষ্ট্রীয়করণের পথ সুগম করেছিল।

ইরানের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের, যাদের একটি *মজলিশ* ছিল। শাহ এ আইনসভাকে দমন করতে পারেনি। পরিশেষে ব্রিটিশ-আমেরিকান যৌথ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মোসাদ্দেককে উৎখাত এবং শাহকে তার পূর্বের ক্ষমতায় সফলভাবে বসিয়ে পঁচিশ বছরের হিংস্র, আতঙ্ক, নৃশংসতার সূচনা করেছিল আর যার ফলে ১৯৭৯ সালে ইরানি বিপ্লবে শাহ ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল।

ঘটনাক্রমে, ১৯৫৩ সালের অভ্যুত্থানের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের ইরানের কাছ থেকে নেওয়া তেলের ৪০ শতাংশের অংশীদার হয়ে গিয়েছিল। অভ্যুত্থানের এ রকম উদ্দেশ্য ছিল না—স্বাভাবিক নিয়মেই তা ঘটেছিল—কিন্তু শুধু এ অঞ্চলেই নয় সারা বিশ্বে ব্রিটিশদের স্থানচ্যুতির ফলে মার্কিনিরা তাদের অবস্থান শক্তিশালী করতে পেরেছিল। *নিউইয়র্ক টাইমস* এই অভ্যুত্থানের প্রশংসা করে একটি সম্পাদকীয় ছাপিয়ে ছিল যার বক্তব্য ছিল 'প্রভূত সম্পদের অধিকারী অনুন্নত দেশসমূহ এ ধরনের অভ্যুত্থানকে কোনও নীতি বা তত্ত্বের বাস্তব উদাহরণ মনে করে আর যারা অতিমাত্রায় গোঁড়া জাতীয়তাবাদ নিয়ে ক্ষিপ্ত থাকে তারা সেসব অভ্যুত্থানের জন্য বেশি মূল্য দেয়।' মোসাদ্দেকের মতো অন্য যারা তাদের নিজেদের সম্পদকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে পৃথিবীর অন্য কোথাও তাদেরকে আরও বেশি সতর্ক হতে হবে। কিন্তু আপনার অবস্থান মোটামুটি ঠিক। ক্ষমতার রদবদল একটি সাধারণ শাসননীতি।

আপনি যদি কেনেডি*** এবং জনসন**** প্রশাসনের দিকে ফিরে তাকান তবে দেখবেন কিউবায় ক্ষমতার রদবদল নিয়ে প্রবল উত্তেজনা ছিল। অভ্যন্তরীণভাবে মার্কিন ইন্টিলিজেন্স শাসন ক্ষমতার রদবদলের কারণ হিসেবে দেখিয়েছিলেন যে, ক্যাস্ট্রোর 'শাসনকাল সফলতার সঙ্গেই মার্কিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করছিল যার কারণে মার্কিনিদের দেড়শত বছরের অর্ধভুবন শাসননীতিতে নেতিবাচক

*** জন এফ. কেনেডি (১৯১৭-১৯৬৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চত্রিংশ প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন।

**** লিন্ডন জনসন (১৯০৮-১৯৭৩) ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষটত্রিংশ প্রেসিডেন্ট। তাঁর কার্যকাল ছিল (১৯৬৩-১৯৬৯)।

www.pathagar.com

প্রভাব পড়ে' যা মনরো ডকট্রিনের***** পরিপন্থি। তাই বড়মাপের ভয়ংকর সন্ত্রাস ও অর্থনৈতিক যুদ্ধের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করে কিউবাকে উৎখাত করতে হবে। এ ধরনের সামরিক তৎপরতা একটি চরম পারমাণবিক যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়। আর এটা ছিল বেশ নিকটবর্তী।

প্রশ্ন: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরপরই ব্রিটিশরা ইরাকে তুর্কি শাসকদের স্থলাভিষিক্ত হয়। এক হিসাব মতে, ব্রিটিশদের 'ক্ষমতা গ্রহণের শুরু থেকেই তারা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিক্ষোভের' সম্মুখীন হন, সে বিদ্রোহটি 'দেশের সর্বত্র' ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশরা এটাকে 'আরব ফ্যাসেইড বা আরব মুখোশ' নামে রূপ দেওয়াটাকে যুক্তিযুক্ত মনে করলো। এটি এমন একটি পরিভাষা যার প্রবক্তা পররাষ্ট্র সচিব লর্ড কার্জন। 'আরব ফ্যাসেইড বা আরব মুখোশ' হচ্ছে 'এমন এক ধরনের শাসনব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্র শাসিত ও পরিচালিত হবে ব্রিটিশ তত্ত্বাবধানে এবং নিয়ন্ত্রিত হবে কোনও স্বদেশি মুসলমান কিংবা যতদূর সম্ভব আরব কর্তৃপক্ষ দ্বারা।' ইরাক তখন পরিচালিত হতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইসরয় তৃতীয় এল পল ব্রেমার কর্তৃক নিয়োগকৃত পঁচিশ সদস্যের একটি পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা যা আজকের ইরাকের শাসনব্যবস্থার চেয়েও অনেক এগিয়ে ছিল।

ওই দিনগুলোতে তখন লর্ড কার্জন খুব সৎ ছিলেন। ইরাক হবে একটি আরব ফ্যাসেইড। 'প্রোটেক্টোরেট কিংবা বাফার স্টেইট নামক এ রকম কিছু কল্পিত সাংবিধানিক ছদ্মবেশের' আড়ালে থেকে ব্রিটেন তার শাসন কার্য পরিচালনা করবে। এবং এভাবেই ব্রিটেন পুরো অঞ্চল মূলত সমগ্র সাম্রাজ্যকে শাসন করছে। ধারণাটি এমন যে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের দুর্বল সরকার ব্যবস্থা থাকবে কিন্তু তার টিকে থাকার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ওপর নির্ভর করতে হবে। চাইলেই তারা জনগণকে ধোঁকা দিতে পারে, এটা ভালো। তাদের একটি ছদ্মবেশ ধারণ করতে হবে যার আড়ালে থেকে তারা কলকাঠি নাড়াবে। এটাই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের মাপকাঠি।

আপনি এর ভূরি ভূরি নমুনা পাবেন। বর্তমানে ইরাকে হামলা তার একটি। ব্রেমারের নিয়োগের পরপরই, গত মে মাসে *নিউইয়র্ক টাইমসে* একটি চমৎকার সাংগঠনিক চার্ট প্রকাশিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত, সে-চার্টটি বৈদ্যুতিক সংরক্ষণাগারে পাওয়া যাবে না। এটা পাবার জন্য হার্ডকপি বা মাইক্রোফিল্মের ওপর নির্ভর করতে হবে যেটি ছিল সতেরোটি বাক্স বা ঘর সম্বলিত একটি মানসম্মত সাংগঠনিক চার্ট। চার্টের সবার ওপরে আছেন পল ব্রেমার যার দায়িত্ব

*****মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম প্রেসিডেন্ট জেমস মনরোর একটি পররাষ্ট্র নীতি হলো মনরো ডকট্রিন; যার মূলকথা হচ্ছে ইউরোপের কোনও দেশ যদি উত্তর বা দক্ষিণ আমেরিকার কোনও দেশে উপনিবেশ স্থাপন করতে চায় তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটাকে আগ্রাসন অভিহিত করে সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারবে।

www.pathagar.com

পেন্টাগনের কাছে জবাবদিহি করা। পল ব্রেমারের নিচে আছেন অনেক ব্রিটিশ কিংবা আমেরিকান জেনারেল ও কূটনীতিক এবং তাদের প্রত্যেকের ঘরে মোটা অক্ষরে তাদের স্ব স্ব দায়িত্বগুলো দাগাঙ্কিত ছিল। সবচেয়ে নিচে সতেরোতম ঘরটি অবস্থিত, যার আকার অন্য ঘরের অর্ধেক, এতে মোটা দাগাঙ্কিত অক্ষরে কোনও দায়িত্বের উল্লেখ নেই। এই সতেরোতম ঘরটি 'ইরাকি উপদেষ্টাদের' জন্য নির্ধারিত। এটাই হচ্ছে ফ্যাসেইড বা মুখোশ। লর্ড কার্জন এটাকে খুব স্বাভাবিক মনে করতেন।

আমার কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে এই জবরদখল সফল হচ্ছে না। এই কাজে ব্যর্থ হওয়ার জন্য সে রকম মেধাশক্তির প্রয়োজন। কারণ সামরিক আগ্রাসন বরাবরই সফল হয়। দখলকৃত ইউরোপে সীমাহীন নৃশংসতার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে নাৎসিদের সে রকম কোন সমস্যাই হয়নি। প্রত্যেকটা দেশেই তাদের কিছু ওই দেশীয় সহযোগী ছিল যারা তাদের কথামতো চলতো এবং জনগণকে দমিয়ে রাখত। বহিঃশক্তির দ্বারা বিধ্বস্ত না হলে দখলকৃত ইউরোপে নিয়ন্ত্রণ চালিয়ে যাওয়া নাৎসিদের জন্য কোন ব্যাপার ছিল না। বর্বর রুশরাও ছদ্মবেশের মাধ্যমে পূর্ব ইউরোপ শাসন করেছিল।

তাছাড়া, এটা লক্ষণীয় যে ইরাক ছদ্মবেশের জন্য সহজ ক্ষেত্র ছিল। ইরাকে এক দশক সময় ধরে ঘাতকেরা হাজার হাজার মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছে; এ দেশটাকে ছিন্নভিন্ন করেছে; বর্বর স্বৈরশাসক দ্বারা শাসন চালিয়েছে। এসব পরিস্থিতিতে সামরিক তৎপরতা চালিয়ে নেওয়া যায় না এবং এ ধারণা যে, প্রতিরোধের জন্য বাইরের সমর্থন না থাকলে তা চালানো যাবে না, তা অবিশ্বাস্য। আমার ধারণা, এই ম্যাসাসুসেট্স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির কোনও মেঝেতে কিছু মানুষ পাওয়া গেলে আমরা খুব সম্ভব বিদ্যুৎ কীভাবে কাজ করে তা বের করতে সমর্থ হতাম কিন্তু মার্কিন সামরিক তৎপরতা সেখানে অচল হয়ে পড়ে।

ইরাকে মার্কিন দখল বিস্ময়করভাবে পর্যবসিত হয়েছিল। সাংগঠনিক চার্টে বর্ণিত প্রশাসনের মূল পরিকল্পনামতে তা চলছিল না আর এ কারণেই তারা পিছিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে জাতিসংঘের সহযোগিতা কামনা করে যাতে করে তারা ব্যয় তুলে নিতে পারে। আমার কাছে এ একটা বড় বিস্ময়।

প্রশ্ন: ভারতে ব্রিটিশ শাসনবিরোধী অন্যতম নেতা জওহরলাল নেহরু লক্ষ করেছিলেন যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চিন্তাধারা ছিল 'হেরেনবক' ও 'মাস্টার রেইস'এর শাসননীতি, যা 'স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদে' নিহিত ছিল। এ ধরনের বর্ণবাদী ধারণাসমূহ 'ওইসব কর্তৃপক্ষ দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে উচ্চারিত হয়েছিল' এবং 'ভারতীয়রা মানুষ হিসেবে অপমান, অবমাননা ও অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণের শিকার হতো।' সাম্রাজ্যবাদে কি বর্ণবাদ খুব 'স্বাভাবিক' নিয়মেই নিহিত?

www.pathagar.com

মনে রাখা দরকার নেহরু ছিলেন একজন ইংরেজপ্রেমী; তিনি অভিজাত শ্রেণির ভারতীয় এবং আচার-আচরণ ও পোশাক-আশাকে মোটামুটি ব্রিটিশ—তাঁর ক্ষেত্রেও এ ধরনের অসম্মান ও অমর্যাদা সহ্য করা কঠিন ছিল। নেহরুর বক্তব্য ঠিক যে সাম্রাজ্যবাদী শাসনে বর্ণবাদ ছিল মূল, প্রায় অপরিবর্তনীয়। আমার মনে হয় এ মনস্তত্ত্ব আপনি বুঝতে পারবেন। যখন আপনি আপনার পায়ের জুতা কারও ঘাড়ে রাখেন 'আপনি শুধু এ কথা বললেই হবে না যে, আপনি এ কাজ করার কারণ হচ্ছে আপনি নির্দয়, আপনাকে বলতে হবে তারা এটার উপযুক্ত বলেই তা করা হচ্ছে, এটা তাদের মঙ্গলের জন্য। আর এ জন্যই আমাকে তা করতে হবে'। 'তারা অবাধ্য শিশু' তাদেরকে শৃঙ্খল করতে হবে। ফিলিপাইনের নাগরিকদেরকেও এভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল এবং ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে বছরের পর বছর যা ঘটছে তা সাম্রাজ্যবাদেরই রূপরেখার ইঙ্গিত করে। ফিলিস্তিনে ইসরায়েল দখলদারিত্বের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম দিক ছিল ফিলিস্তিনিদের প্রত্যেক সময় অসম্মান ও অপমান করা হতো। কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থায় এ ধরনের সম্পর্ক স্বাভাবিক।

প্রশ্ন: সম্পদ আহরণের অভিযান সম্পর্কে কিছু বলুন।

কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে এটি বেশ সংগতিপূর্ণ বিষয় কিন্তু সকল সময় এটিই একমাত্র কারণ নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্রিটিশরা ফিলিস্তিনকে তাদের সম্পদের জন্য শাসন করতে চায়নি, চেয়েছিল কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে। কর্তৃত্ববাদী শাসনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিভিন্ন দিক থাকে। সম্পদ লুট এর একটি অতি সাধারণ বিষয়। প্রায় দেড়শত বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র টেক্সাস এবং মেক্সিকোর অর্ধেকের বেশি কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিল এর কথাই ধরুন। এসবকে সম্পদের জন্য যুদ্ধ বলা যাবে না কিন্তু আসলে এ রকমই ছিল। জ্যাক্সোনিয়ান ডেমোক্রেট্স যেমন জেমস কে পল্ক ও তার সময়ের অন্যান্য মানুষের দিকে যদি ফিরে তাকাই তবে তাদের রূপরেখা পরিষ্কার হয়। ১৯৯০ সালে সাদ্দাম হোসেইন কুয়েতে হামলাকালে যা করার চেষ্টা করছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল তারা তাই করার চেষ্টা করছে; পৃথিবীর অধিক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার জন্য। আর সেই সময়ে তুলার ব্যবসা ছিল জনপ্রিয় ও লোভনীয়। বর্তমানে তেল যেভাবে পৃথিবীর শিল্পাঞ্চলকে উস্কে দিচ্ছে তুলা সে সময়ে একইভাবে শিল্পবিপ্লবের ইন্ধন যুগিয়েছিল। এ সময়ে শিল্পাঞ্চলগুলোকে বিশেষ করে টেক্সাসকে দখলের কারণ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাতে করে তুলার একচ্ছত্র ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং ব্রিটিশদেরকে তাদের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে পারে—ব্রিটিশরা যেসব সম্পদের ওপর টিকে থাকে সেসব সম্পদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এটা ছিল তাদের মূলমন্ত্র। সে সময় ব্রিটেন ছিল পৃথিবীর একটি প্রধান শিল্পোন্নত দেশ আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল এ ক্ষেত্রে গৌণ এবং স্মরণ রাখার বিষয় হচ্ছে, ওই সময় মার্কিন

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রের মস্তবড় শত্রু ছিল ব্রিটেন, যেটি একটি শক্তিশালী দেশ হওয়ার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে উত্তর থেকে কানাডা এবং দক্ষিণ থেকে কিউবা পর্যন্ত সম্প্রসারণে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করলে এটিকে সম্পদের জন্য যুদ্ধ বলতে হবে যদিও আরও অন্য বিষয় এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। এসব বিষয়ের সম্পৃক্ততা খুঁজে পাওয়া উদ্ভট কিছু নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ইসরায়েলের পশ্চিম তীর দখলের আংশিক কারণ ছিল পানিসম্পদ যা ইসরায়েলিদের প্রয়োজন ছিল কিন্তু প্রকৃত কারণ পানিসম্পদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

প্রশ্ন: ইরাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হুমকি না-দেওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন ইরাকের ওপর চড়াও হয়েছিল? অন্যদিকে উত্তর কোরিয়া উন্নত সৈন্য ও পারমাণবিক কর্মসূচি সমৃদ্ধ হওয়ার পরও কেন হামলার বাইরে ছিল?

ইরাক ছিল সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত অন্যদিকে উত্তর কোরিয়া ছিল হামলার প্রতিবন্ধক। এই প্রতিবন্ধকতা কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্রের জন্য নয়। এই প্রতিবন্ধকতা ছিল পুঞ্জীভূত গোলন্দাজ বাহিনী মুক্ত এলাকায় যা দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলের দিকে তাক করা ছিল যেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সীমানায় মোতায়নকৃত সৈন্যের দশগুণ ছিল। নির্ভুলভাবে নিয়ন্ত্রিত অস্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে যতক্ষণ না পেন্টাগন গোলন্দাজ বাহিনীকে বের করে আনার পন্থা খুঁজে না পাবে ততক্ষণ উত্তর কোরিয়া প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত হবে আর ইরাকের এ ধরনের প্রতিরক্ষার উপায় জানা নেই। ইরাকের অরক্ষিত অবস্থা সম্পর্কে বুশ প্রশাসনের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। ইরাকে আক্রমণের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের প্রত্যেকটি বিষয়ে, প্রত্যেক এলাকার প্রতিরক্ষার উপায় নিখুঁতভাবে জানত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কোরিয়া এখনও উদ্‌বেগের বিষয়, বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব এশিয়ায় কোরিয়ার অবস্থানের কারণে। উত্তর-পূর্ব এশিয়া পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক এলাকা। এর মধ্যে দুটি প্রধান শিল্পসমৃদ্ধ দেশ জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া। আবার চীন ক্রমবর্ধমান শিল্প সমাজে পরিণত হচ্ছে; তার প্রচুর সম্পদ রয়েছে। সাইবেরিয়ার তেলসহ আরও অন্যান্য সম্পদ রয়েছে। উত্তর-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো একত্রে পৃথিবীর মোট দেশীয় পণ্যের তৃতীয় পণ্য উৎপাদক যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বেশি এবং পৃথিবীর বৈশ্বিক ফরেন এক্সচেইঞ্জের অর্ধেক। এসব অঞ্চলে অর্থনৈতিক সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে। এই সমৃদ্ধি অন্য যে কোনও অঞ্চল এমনকী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও বেশি দ্রুত ক্রমবর্ধমান। অভ্যন্তরীণভাবে এর বাণিজ্য বাড়ছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ আশিয়ান (দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জাতি সংস্থা) এবং চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। সম্পদের কেন্দ্র থেকে শিল্পের কেন্দ্রের দিকে কিছু পাইপলাইন তৈরি হচ্ছে যা

www.pathagar.com

স্বাভাবিকভাবেই দক্ষিণ কোরিয়ায় যাবে, উত্তর কোরিয়ার মধ্য দিয়ে। নিশ্চিতভাবে পরিকল্পিত ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ে যদি প্রসারিত হয় এটি সম্ভবত একই পথ অনুসরণ করে উত্তর কোরিয়ার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় পৌঁছাবে। সুতরাং এ এলাকায় উত্তর কোরিয়া যথেষ্ট কৌশলগত অবস্থানে অবস্থিত।

বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণে মার্কিনিরা অখুশি, ইউরোপের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রেও তাদের প্রায় একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। এটা সকল সময়ই একটা উদ্‌বেগের বিষয় হয়ে আসছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত মার্কিনিরা ইউরোপের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিষয়ে উদ্‌বিগ্ন তা তাদের বেশ কিছু নীতির পরিকল্পনা থেকে প্রতিফলিত হয়। তাদের ভয় ইউরোপ যদি 'তৃতীয় শক্তি' হিসেবে আবির্ভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে তা ন্যাটোর মাথাব্যথার কারণ। উত্তর-পূর্ব এশিয়ার জন্য একই বিষয়ের অবতারণা হচ্ছে। অতএব, বর্তমানে পৃথিবীতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কেন্দ্র—উত্তর আমেরিকা, উত্তর-পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপ রয়েছে। শুধু সৈন্যবাহিনীর ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেশ মজবুত। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে ততটা নয়।

প্রশ্ন: জিম্মি কার্টারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জিগনিয়ে ব্রিজেনস্কি মত পোষণ করেন যে 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি অপরিহার্য সাম্রাজ্যবাদী ভূকৌশল হলো ষড়যন্ত্রবিষয়ক গোপন চুক্তি বা সহযোগিতা প্রতিহত করা, শাসিতদের বা অনুগতদের মধ্যে নিরাপত্তা নির্ভরতা বজায় রাখা, শাসকদের প্রভাবিত ও নিরাপদে রাখা এবং অসভ্য বা বর্বর ব্যক্তিদের একত্রিত হতে না দেওয়া।'

তিনি অকপটেই তা স্বীকার করেছেন, মূলত তা-ই ঠিক। এটা শুনলে লর্ড কার্জন খুব বেশি খুশি হতেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্বে এটাকে 'বাস্তববাদ বা বাস্তববাদিতা' বলে। নিজেদের আধিপত্য ধরে রাখার স্বার্থে অন্য শক্তিদের একত্রিত হতে না দেওয়া। স্যামুয়েল হান্টিংটন ও রবার্ট জার্ভিসের মতো রক্ষণশীল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এসব নীতির কঠোর সমালোচনা করে বলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতে এ সমস্ত মার্কিননীতি এমন এক ধরনের অবস্থা সৃষ্টি করছে, তারাই তাদের বিপদ ডেকে আনছে এবং নিষ্পেসিত রাষ্ট্র জোটবেঁধে মার্কিন আধিপত্যের ইতি টানতে সচেষ্ট হবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র' বলে পরিগণিত হবে। বুশ প্রশাসনের পূর্বে ক্লিনটনের সময়কালে এটাই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল। অস্ট্রিয়ার অর্থনীতিবিদ যোসেফ স্কামপিটার ১৯১৯ সালে তাঁর প্রকাশিত 'দ্য স্যোসিওলজি অব ইম্পেরিয়ালিজমস' প্রবন্ধে লেখেন,

পৃথিবীর এমন কোনও জায়গা ছিল না যেখানে রোমানরা কোনও না কোনও কল্পিত অথবা প্রকৃত হুমকির সম্মুখীন হয়নি। স্বার্থটা রোমানদের না হলে তার মিত্রদের এবং সেখানে কোন রোমান মিত্র না থাকলে মিত্র সৃষ্টি করা হতো। যখন এ রকম কোনও স্বার্থ আবিষ্কার

www.pathagar.com

করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ত তখন এ অপারগতাটা জাতীয় সম্মানের হানি বলে গণ্য হতো। প্রত্যেকটা যুদ্ধকেই অলৌকিক বৈধতা দিয়ে সজ্জিত করা হতো। দুষ্টপ্রকৃতির প্রতিবেশীরা সর্বদাই রোমকে আক্রমণ করত আর রোম একটু স্বস্তির নিশ্বাসের জন্য প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে যাচ্ছিল। শত্রু দ্বারা আকীর্ণ এ বিশ্বে এটা যেন স্পষ্টতই রোমের দায়িত্ব, শত্রুর আগ্রাসী পরিকল্পনা থেকে বিশ্বকে নিরাপত্তা দেওয়া।

বুশের জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলের সঙ্গে যথাযথভাবে সংগতিপূর্ণ মনে হওয়ায় *মান্থলি রিভিউ* উপরের উদ্ধৃতিটি তাদের পত্রিকায় ব্যবহার করে। রোমের এ কথাটা এখন ওয়াশিংটনের জন্য প্রযোজ্য, রোমের জায়গায় এখন ওয়াশিংটন স্থলাভিষিক্ত। ওই সময় যুদ্ধের পক্ষে একটি গুণগত যুক্তি ছিল যে, তারা 'বিশ্বাসযোগ্যতা অক্ষুণ্ন' রাখবে কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে 'বিশ্বাসযোগ্যতা' ঝুঁকির মধ্যে ছিল—সম্পদ নয়। ১৯৯৯ সালে ক্লিনটনের শাসনামলে সার্বিয়ায় বোমা নিক্ষেপের বিষয়টি ধরুন। এর পেছনে কি যুক্তি ছিল? মার্কিনিদের হস্তক্ষেপের পেছনে যে মানসম্মত যুক্তি ছিল তা হচ্ছে তারা নৃতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা রক্ষায় নেমেছিল। কিন্তু এর প্রকৃত উদ্দেশ্য জানতে চাইলে আপনাকে এর বিপরীত কালানুক্রম খেয়াল রাখতে হবে। অবিতর্কিতভাবে, এই নিন্দনীয় নৃতাত্ত্বিক পবিত্রতা সাধনে তারা বোমা নিক্ষেপ করেছিল এবং তাদের এই পরিণতি আগেই প্রত্যাশা করেছিল। এটা কোনও যুক্তি হতে পারে না। তাহলে কারণ কী ছিল? ওই সময় ক্লিনটন ও ব্লেয়ার কী বলেছিল তা খেয়াল করেন তবে দেখবেন যে, বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল বিশ্বাসযোগ্যতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বর্তমানে সে ঘটনাকে অতীতে প্রযোজ্য ছিল বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। কে মনিব তা পরিষ্কার করার জন্য সে ঘটনাটি ঘটানো হয়েছিল। সার্বিয়া তার মনিবের আদেশের অবাধ্য হয়েছিল এবং এ স্পর্ধা আমেরিকা বরদাশত করবে না। ইরাকের মতো সার্বিয়াও অরক্ষিত ছিল তাই এখানে কোনও ঝুঁকি ছিল না। মানবহিতৈষী কারণে আপনি হস্তক্ষেপ করেছিলেন বলে বুলি আওড়াতে পারেন কিন্তু প্রকৃত সত্য তা নয়।

টেলিভিশনে যারা মাফিয়াবিষয়ক অনুষ্ঠান দেখেন তাদের কাছে এ যুক্তি সুপরিচিত। ডন যে তাদের মনিব তার প্রমাণ ডনকে করতে হবে। আপনি তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। সে গুন্ডা পাঠিয়ে আপনাকে নাস্তানাবুদ করবে সম্পদের জন্য নয়, সে করবে আপনি তার সমকক্ষ হতে চান সে জন্য। ক্যাস্ট্রোর মার্কিনি বিরুদ্ধাচরণ অত্যন্ত সফল ছিল কিন্তু এর কারণেই মার্কিনিরা সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে কিউবায় শাসন ক্ষমতার রদবদল ঘটিয়েছিল। মনিবকে উপেক্ষা করা যাবে না, প্রত্যেকেই তা মানতে হবে। আর যদি এ ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে আপনি মনিবকে পাশ কাটাবেন তাহলে আপনার মনিব আপনার ওপর চড়াও হবে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন: ইতিহাসবেত্তা উইলিয়াম অ্যাপলম্যান উইলিয়ামস্ তাঁর *এম্পায়ার এজ এ ওয়ে অব লাইফ* বইয়ে লেখেন 'বিংশ শতাব্দীর আমেরিকানরা অতি সাবলীলভাবেই তাদের অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বপুরুষদের মতোই একই কারণে সাম্রাজ্যকে পছন্দ করেছিল। এই সাম্রাজ্য তাদেরকে নবায়নযোগ্য সুযোগ-সুবিধাদি, সম্পদসহ অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক কল্যাণ-চেতনা, সুখ ও সমৃদ্ধি এবং ক্ষমতা দিয়ে সন্তুষ্ট করেছিল।' তাঁর এই বিশ্লেষণে আপনার কী বলার আছে?

উইলিয়ামের মন্তব্য আংশিক সত্য কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ধাঁচের কোনও সাম্রাজ্য ছিল না। ব্রিটিশরা ইন্ডিয়ায় যেভাবে মুখোশের আড়ালে থেকে শাসন করেছিল সেই রকমভাবে কিন্তু ইংরেজ ঔপনিবেশিকেরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুখোশের আড়ালে থেকে শাসন করেনি। তারা অধিবাসীদের ব্যাপকভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল—তাদের পূর্বপুরুষেরা যেটাকে *এক্সটারমিনেইটেড* অভিধায় ভূষিত করেছিল আর এভাবে বিনাশ করে দেওয়াটাকে বেশ চমৎকার বলে মনে করা হতো। প্রথমদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ছিল না বরং এক ধরনের বসতিস্থাপনকারী রাষ্ট্র ছিল। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ভূখণ্ড সম্প্রসারণে প্রায় একই রকমের পদ্ধতি তারা অনুসরণ করেছিল। মেক্সিকোর কথাই ধরুন ১৮৪০-এর দশকে যার সিংহভাগ আমরা দখল করে নিয়েছিলাম কিংবা হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ যেটাকে আমরা ১৮৯৪ সালে বলপূর্বক ও চাতুর্যের মাধ্যমে কেড়ে নিয়েছিলাম। উভয়ক্ষেত্রেই অধিবাসীরা মার্কিনিদের দ্বারা স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল, উপনিবেশিত হয়নি। এটাকে আবার পুরোপুরি স্থলাভিষিক্তও বলা যাবে না। আদিবাসীরা এখনও সেখানে আছেন, তবে তাদের কর্তৃত্ব দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে।

প্রথাগত সাম্রাজ্য যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কথা ধরা যাক। ব্রিটিশদের তাতে কি উপকার হয়েছিল তা অস্পষ্ট। এ বিষয়ে গবেষণা যদিও কষ্টসাধ্য তথাপিও দু-একটা প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। গবেষণায় দেখা যায় যে, ব্রিটিশ জনগণের তাতে কোনও লাভ বা লোকসান কিছুই হয়নি। সাম্রাজ্য পরিচালনা ব্যয়বহুল ব্যাপার। ইরাক শাসন কম ব্যয়বহুল ছিল না। কাউকে না কাউকে এর খরচের জোগান দিতে হয়। যে প্রতিষ্ঠানগুলো ইরাককে ধ্বংস করেছিল এবং এটাকে পুনর্নির্মাণ করছে তাদের কেউ না কেউ অর্থায়ন করে যাচ্ছে। উভয় ক্ষেত্রেই মার্কিন করপ্রদানকারীরা অর্থের জোগান দিয়ে যাচ্ছে। এটা মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোকে মার্কিন করদাতাদের প্রদত্ত উপহার।

প্রশ্ন: আমি বুঝতে পারছি না যে হ্যালিবার্টন ও ব্যাসটেলের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে ইরাক ধ্বংসে অবদান রেখেছিল?

www.pathagar.com

হ্যালিবার্টন ও ব্যাসটেলকে কে অর্থায়ন করে থাকে। মার্কিন করদাতারা। সেই একই করদাতারা অস্ত্র তৈরি এবং বিভিন্ন প্রকার প্রযুক্তি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সামরিক-বাণিজ্যিক ব্যবস্থাকে অর্থায়ন করে থাকে যারা ইরাকে বোমা নিক্ষেপ করেছিল। প্রথমে ইরাককে ধ্বংস করেছে তারপর একই ইরাকের পুনর্নির্মাণ করেছে। এটা হচ্ছে আপামর জনসাধারণের কাছ থেকে কতিপয় কিছু ব্যক্তিবিশেষের হাতে সম্পদের স্থানান্তর। বিখ্যাত মার্শাল প্ল্যানটাও ঠিক এ রকমই ছিল। এটাকে বর্তমানে অভাবনীয় বদান্যতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কার বদান্যতা, এটা কি মার্কিন করদাতাদের বদান্যতা? মার্শাল পরিকল্পনার ১৩ বিলিয়ন ডলার আর্থিক সাহায্যের মধ্যে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারই মার্কিন তেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পকেটে গিয়েছিল। ইউরোপীয় অর্থনীতিকে কয়লা নির্ভরতা থেকে তেল নির্ভরতার দিকে ধাবিত করা এবং ইউরোপকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর অধিকতর নির্ভরশীল করে তোলা—এ পরিকল্পনার একটা অংশ ছিল। ইউরোপ মূলত কয়লা শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল। তাদের তেলসম্পদ ছিল না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার গিয়েছিল মার্কিন তেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে এবং বাকী অর্থ সাহায্যের খুব অল্পই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে গিয়েছিল। এটা শুধু একজনের হাত হতে অন্যের হস্তগত হয়েছিল। ফ্রান্সকে প্রদত্ত মার্শাল পরিকল্পনার অর্থ সাহায্যের উদ্দেশ্য ছিল শুধু ইন্দোচীনকে পুনরায় দখল করতে ফ্রান্সকে সহায়তা প্রদান করা। এখানে মার্কিন করদাতারা ফ্রান্সকে পুনর্নির্মাণ করতে সাহায্য করেনি বরং ইন্দোচীনকে গুঁড়িয়ে দিতে ফ্রান্সের প্রয়োজনীয় অস্ত্র সরবরাহের অর্থ সহযোগিতা দানই মুখ্য উদ্দেশ্য। একইভাবে তারা ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনকে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য হল্যান্ডকে অর্থ সাহায্য দিয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ব্যবস্থা সাধারণ জনগণের জন্য কোনও লাভ বা লোকসান বয়ে আনেনি কিন্তু যারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে জড়িত ছিল সাম্রাজ্য তাদের সামনে খুলে দিয়েছিল বিপুল সম্পদের এক অপার সম্ভাবনা। ব্রিটিশ সৈন্যদের যারা সাম্রাজ্য ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করছিল তাদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ব্যবস্থায় চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। সাম্রাজ্য ব্যবস্থা বহুলাংশে এভাবেই কাজ করে। অভ্যন্তরীণ শ্রেণিসংঘাত সাম্রাজ্য ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।

প্রশ্ন: জীবিত সংখ্যা, মৃত সৈন্যদের সংখ্যা ও ব্যয় দ্বারা সহজেই সাম্রাজ্য ব্যবস্থার লাভ বা লোকসান হয়ত হিসেব করা যায় কিন্তু নৈতিক অধঃপতনের হিসাব কীভাবে করা যায়?

আপনি সেটা পরিমাপ করতে পারেন না, কিন্তু এটা খুব বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ। এটাই সাম্রাজ্য ব্যবস্থা অথবা যে কোনও কর্তৃত্ব ব্যবস্থা, এমনকী পিতৃতান্ত্রিক পরিবার

www.pathagar.com

ব্যবস্থায় বদান্যতার খোলস থাকার একটি কারণ। আমরা আবার বর্ণবাদে ফিরে যাচ্ছি। আপনার নিজেকে কেন এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যে, আপনি মানুষের স্বার্থ রক্ষার্থে কাজ করে যাচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে যাদেরকে আপনি ধ্বংস করে দিচ্ছেন। অন্যথায় আপনাকে নৈতিক অধঃপতনের সম্মুখীন হতে হবে। সত্যি বলতে গেলে মানুষে মানুষে সম্পর্কগুলো এ রকমই হয়। সাম্রাজ্য ব্যবস্থায় এটা সবসময়ই ঘটে। এমন একটি সাম্রাজ্য ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে যেখানে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তাদের সাম্রাজ্য ব্যবস্থার বদান্যতার গুণকীর্তন করেননি। বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসন করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাতে তারা জার্মানিদের নিরাপদ তত্ত্বাবধানে শান্তিতে বসবাস করতে পারে; এ রকম একটি শ্রুতিমধুর উদ্দেশ্যের আড়ালেই হিটলার চেকোশ্লাভাকিয়াকে নিশ্চিহ্ন করার অভিযানে মত্ত ছিলেন। এর ব্যতিক্রম কোথাও এমনকী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য।

প্রশ্ন: অতীতে সাম্রাজ্যবাদ শব্দটির পূর্বে '*আমেরিকান*' শব্দটির ব্যবহার করলে আপনাকে ভিন্নমতাবলম্বী হিসেবে উড়িয়ে দেওয়া হতো। গত কয়েক বছরে এ ধরনের চিন্তা ধারণায় কিছুটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। হার্ভার্ডের কেনেডি স্কুল অব গভর্নমেন্টের কার সেন্টারের পরিচালক মিশেল ইগ্নাটিফ *নিউইয়র্ক টাইমস* ম্যাগাজিনের কাভার স্টোরিতে লেখেন, 'অতীতে সাম্রাজ্যবাদ ব্যবস্থার মতো ঔপনিবেশ, আধিপত্যবাদ, শেতাঙ্গদের বোঝা এসব অভিধার ওপর নির্ভর করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নির্মিত ছিল না...। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অভিধানে ইম্পেরিয়াল বা সাম্রাজ্যবাদ শব্দটি একটি নতুন পরিভাষা; একটি বৈশ্বিক আধিপত্যবাদ যার মূলমন্ত্রগুলো হচ্ছে মুক্তবাজার, মানবাধিকার এবং গণতন্ত্র যেগুলোকে অভূতপূর্ব সামরিক ক্ষমতার দ্বারা প্রয়োগ করা হয়।'

অবশ্যই আত্মপক্ষসমর্থনকারী প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একই কথা বলেছে। পশ্চিমা বিশ্বের অন্যতম বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী জন স্টুয়ার্ট মিলের দিকে ফিরে যাই। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। তিনি মানবিক হস্তক্ষেপবিষয়ক একটি কালজয়ী প্রবন্ধ লেখেন। আইন বিদ্যালয়ে এটা সবাই পড়ত। এ ক্ষেত্রে পৃথিবীতে ব্রিটেন অনন্য। ইতিহাসে অন্য যে কোনও রাষ্ট্রের চেয়ে এটি ভিন্ন। অন্যান্য রাষ্ট্রের স্থূল মতলব থাকে এবং মুনাফা চায় ইত্যাদি কিন্তু ব্রিটিশরা অন্যের মঙ্গলের জন্য কাজ করে। তিনি এ-ও বলেন, আমাদের অভিপ্রায় এতটাই খাঁটি যে, ইউরোপবাসী তা বুঝতে পারে না। তারা আমাদেরকে নিন্দা করে, আমাদের বিপক্ষে 'গণধিক্কার' জড়ো করে এবং আমাদের মনুষ্যপ্রেমী কাজের খুঁত বের করার চেষ্টা চালায়। আমরা এসব মহৎ কাজ করি আদিবাসীদের জন্য। মুক্তবাজার, ন্যায় শাসন ও স্বাধীনতাসহ অন্যান্য চমৎকার সব বিষয় তাদেরকে

www.pathagar.com

এনে দিতে চাই। আমি বিস্মিত ইগ্‌নাটিফ যে শুধু সুপরিচিত সে বুলিটুকু পুনরায় আওড়িয়ে যাচ্ছেন সে সম্পর্কে তিনি নিজে অবগত নন। মিলের বক্তব্যের সময়কালটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৫৯-এর দিকে 'সিপাহি বিদ্রোহ'-এর ঠিক পরপরই তিনি প্রবন্ধটি লিখেছিলেন আর ব্রিটিশদের পরিভাষায় 'সিপাহি বিদ্রোহ' হচ্ছে বর্বরদের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার দুঃসাহস। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা বিদ্রোহ করেছিল, ব্রিটিশরা সেটাকে কঠোরভাবে দমন করেছিল মিল নিশ্চিতভাবেই তা জানতেন। পত্রপত্রিকায়ও এর সংবাদ ছিল। সিনেটর রবার্ট বার্ড আজকে যেভাবে ইরাক আগ্রাসনকে ধিক্কার জানিয়েছেন ঠিক তেমনিভাবে প্রাচীনপন্থি রক্ষণশীল রিচার্ড কবডেনও সিপাহি বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ নৃশংসতার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু মিল বিদ্রোহ দমনকালীন ব্রিটেনকে একটি দেবদূতপ্রতিম শক্তি বলে উল্লেখ করেন।

মানুষ এসব মৌলিক যুক্তি বিশ্বাস করে। অভ্যন্তরীণ নথিপত্র ঘাটলে দেখা যায় রাজনৈতিক নেতারা তাদের পরস্পরের সঙ্গে যে রকম কথা বলেন জনসম্মুখেও একই রকম কথা বলে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সোভিয়েত আর্কাইভ্‌স থেকে প্রকাশিত নথিপত্রগুলো অন্য সব কিছুর মতো রাশিয়ায় সর্বোচ্চ নিলামকারীদের কাছে মূলত বিক্রি হচ্ছিল। ১৯৪০-এর দশকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আলোচনাগুলো খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, আন্দ্রে গ্রমিকো এবং অন্যান্য সোভিয়েত নেতারা গণতন্ত্রকে সর্বত্র বিরাজমান ফ্যাসিবাদী শক্তি হতে রক্ষা করতে কীভাবে হস্তক্ষেপ করবেন তা নিয়ে আলোচনা করছেন। আমি নিশ্চিত গ্রমিকোর মতো ইগ্‌নাটিফও নিজে যা বলেছেন তা-ই বিশ্বাস করেন।

প্রশ্ন: নিউইয়র্ক টাইমস সাময়িকীর অন্য একটি আর্টিকেলে ইগ্‌নাটিফ লেখেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রস্তাবিত ও অনুসৃত হস্তক্ষেপের নতুন নীতিমালা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে একটি 'দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র', এর শত্রুরা নয়, এ ধারণার অবসান ঘটাবে। *রগ স্টেইটস* নামক আপনার একটা বই আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি 'দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র'?

এই বাক্যাংশটি মূলত স্যামুয়েল হান্টিংটন থেকে নেওয়া। তিনি একটি প্রধান জার্নাল *ফরেইন অ্যাফেয়ার্সে* লেখেন যে, পৃথিবীর অধিকাংশের মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি 'দুর্বৃত্ত পরাশক্তি' এবং 'তাদের সমাজের জন্য এক মস্ত বড় বহিঃহুমকি।' হান্টিংটন ক্লিনটনের প্রশাসনিক নীতির সমালোচনা করেছিলেন যেগুলো পৃথিবীর অন্য দেশগুলোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জোট গঠনে ভূমিকা রেখেছিল। আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন, আগ্রাসন, নৃশংসতা অথবা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রভৃতি যদি একটি 'দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র'র বৈশিষ্ট্যর মধ্যে পড়ে তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিঃসন্দেহে একটি 'দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র' যেমনটি পৃথিবীর যে কোন ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের বেলায় প্রযোজ্য। ব্রিটেন ও ফ্রান্স একই রকম কাজ করেছিল। প্রত্যেক

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যেই তার বুদ্ধিজীবীদের একই বুলি আওড়াতে দেখা যায় যেটা আপনি ইগ্‌নাটিফের মন্তব্য থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আর তাই তো ফ্রান্সকে বলতে শোনা যায়, আলজেরিয়া আক্রমণ তাদের 'সিভিলাইজিং মিশন' এর একটি অংশ; প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সের যুদ্ধমন্ত্রীর ভাষ্যমতে তাদের আলজেরিয়ার আদিবাসীকে নির্মূল করে দিতে হবে। এমনকী নাৎসিরাও একই বুলি আওড়িয়ে ছিল। প্রত্যেক দুষ্কর্মের গভীরে অনুসন্ধান করলে একই ধরনের অভিব্যক্তির প্রকাশ আমরা দেখতে পাবো। জাপানি ফ্যাসিবাদীরা চীন দখলের সময় নানকিং ধ্বংসযজ্ঞের* মতোই যে ব্যাপক নৃশংসতা চালিয়েছিল তার পিছনে যে যুক্তি ছিল তা চোখে জল এনে দেওয়ার মতো। তারা পৃথিবীতে একটি 'ভূস্বর্গ' তৈরি করতে যাচ্ছিল যেখানে এশিয়ার অধিবাসীরা একত্রে কাজ করবে। জাপানিরা তাদেরকে কমিউনিস্ট 'দস্যু'দের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রয়োজনে তাদের জীবন বিলিয়ে হলেও তাদের শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় রাখবে। আমার কাছে এটা বিস্ময়কর মনে হয় যে, *নিউইয়র্ক টাইমস* সাময়িকীর সম্পাদকেরা হার্ভার্ডের একজন স্বনামধন্য অধ্যাপকও এসব নিকৃষ্ট দানবের একই বুলি বার বার আওড়ানোতে বিরক্তিকর কিছু তারা দেখেন না। এখন কেন সেটা ভিন্ন হবে? লক্ষণীয় যে, স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবী হওয়ার একটা বিরাট সুফল হচ্ছে কোনও কিছু বলার জন্য কোনও সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না।

আপনি যদি তাদের আর্টিকেলগুলো পড়েন এবং তাদের মন্তব্যের ভিত্তি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন তাহলেই তা বুঝবেন। শ্রদ্ধা লাভের উপযুক্ততা অর্জন করতে হলে আপনাকে এটা মনে রাখতে হবে ক্ষমতার উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত কোনও ব্যক্তির প্রশংসা করার ভিত্তি খুঁজতে যাওয়া নিতান্তই অযৌক্তিক। এটা একটা স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া। অবশ্যই তারা প্রশংসার দাবিদার। অতীতে তাদের ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে কিন্তু বর্তমানে তারা মহান। তাদের মাহাত্ম্যের প্রমাণাদি খুঁজতে যাওয়া আর অঙ্কশাস্ত্রের সত্যতা যাচাই করতে যাওয়া একই। এটা যেন দু'য়ে দু'য়ে চার হয়, তারপর কেউ বলল 'এর জন্য আপনার প্রমাণ কোথায়?' এর কোনও প্রমাণ নেই।

প্রশ্ন: ইতালীয় সমাজতাত্ত্বিক এন্টনিও গ্রাম্‌সি লেখেন 'আধিপত্যবাদী ভাবধারার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত শক্তির উপাদানসমূহের পুনরুৎপাদন পরিবর্তনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। বাস্তবতার বিকল্প ব্যাখ্যার উন্নয়ন সাধন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি কাজ।' কীভাবে 'বাস্তবতার বিকল্প ব্যাখ্যা' এর উন্নয়ন সাধন করা যায়?

* নানকিং হত্যাযজ্ঞ হলো ১৯৩৭ সালে দ্বিতীয় সিনো-জাপান যুদ্ধের সময়ে গণতান্ত্রিক চীনের তৎকালীন রাজধানী নানকিং এ জাপানি সেনা কর্তৃক নির্বিচারে গণহত্যা ও গণধর্ষণই ইতিহাসে নানকিং হত্যাযজ্ঞ বলে পরিচিত। এ হত্যাযজ্ঞে প্রায় তিন লাখ বেসামরিক লোক নিহত হয়েছিল।

www.pathagar.com

আমি গ্রাম্‌সিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি কিন্তু তাঁর এ মন্তব্যটির ভাষান্তর করলে দাঁড়ায়, চিন্তাধারার গোঁড়ামির পরিবর্তে এর মুখোশ উন্মোচন করুন, সত্য খুঁজে বের করুন এবং সত্য কথাটি বলুন এটা এমন কিছু যা আমাদের যে কেউ করতে পারে। যে কোনও জিনিসকে জটিল করে উপস্থাপন করতে হবে এ ধারণাটা বুদ্ধিজীবীদের বদ্ধমূল হয়ে গেছে। অন্যথায় তারা আছেন কিসের জন্য? আপনি নিজেকেই জিজ্ঞেস করে দেখেন, এত জটিল করার কি আছে। গ্রাম্‌সি একজন প্রশংসনীয় ব্যক্তিত্ব কিন্তু তাঁর বক্তব্যটাকে সহজ ইংরেজিতে অনুবাদ করুন। সত্য জানা কিংবা কিভাবে কাজ করা তা জানা কতটা জটিল?

www.pathagar.com

৪

আগ্রাসী যুদ্ধসমূহ

কেমব্রিজ, ম্যাসাসুসেট্‌স (১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪)

প্রশ্ন: দ্য ফগ অব ওয়্যার নামক নতুন এক প্রামাণ্যচিত্রে রবার্ট ম্যাকনামারা* এক চমৎকার স্বীকারোক্তি দেন। তিনি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের শহরগুলোতে অগ্নিবোমা নিক্ষেপের সময় একই সঙ্গে কর্মরত ছিলেন, জেনারেল কার্টসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'আমরা যদি যুদ্ধ করে যেতাম তবে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে আমাদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতো' তারপর ম্যাকনামারা বলেন, 'আমার ধারণা তিনি ঠিক কথা বলেছেন...। যুদ্ধে হেরে গেলে কি আপনাকে অনৈতিক কিংবা যুদ্ধে জয় লাভ করলে কি আপনাকে নৈতিক করবে?'

আমি চলচ্চিত্রটি দেখিনি, কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে যে, এই চলচ্চিত্রে ম্যাকনামারা এই প্রথম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাঁর নিজের ভূমিকা চিহ্নিত করেছেন। জীবনবৃত্তান্তের নমুনা তাকে পরিসংখ্যানবিদ হিসেবে বর্ণনা করে। ধারণা করা হয়েছিল যুদ্ধের পটভূমির কোথাও তিনি কাজ করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ন্যূনতম খরচে কীভাবে ব্যাপক সংখ্যক বেসামরিক ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত করা যায় এ ধরনের যুদ্ধের পরিকল্পনাকারীর ভূমিকায় ছিলেন। এটা সুস্পষ্ট যে টোকিওকে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল যার কারণ ছিল এর জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি ছিল এবং বাড়ি ঘরগুলো কাঠ দ্বারা নির্মিত যার ওপর অগ্নিবর্ষণের দ্বারা সহজেই শত শত হাজার হাজার মানুষ হত্যা সম্ভব। মনে রাখা দরকার এখানে জাপানের কোনও বিমান বাহিনী ছিল না। আমার মতে ম্যাকনামারা এমন সিদ্ধান্তের গুরুদায়িত্বকে কৃতিত্ব বলা যাবে না।

---

*মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অষ্টম প্রতিরক্ষা সচিব।

www.pathagar.com

যুদ্ধাপরাধী সম্পর্কে তাঁর মতামত শুধু এক্ষেত্রেই নয় প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সত্য। নুরেমবার্গ যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনালের প্রধান প্রসিকিউটর টেলফর্ড টেইলর দেখিয়েছিলেন যে, ট্রাইবুনাল পোস্ট ফ্যাক্টো বা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরের অপরাধ নিয়ে বিচার করছিল, যেগুলো সে সময়ে আইনে ছিল না। কোনটি যুদ্ধাপরাধ হবে ট্রাইবুনালকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল এবং ট্রাইবুনাল মিত্ররা যা করেনি কিন্তু শত্রুপক্ষ করেছে এমন সব বিষয়কে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য করেছিল। এটা খুব পরিষ্কার যে, বিধ্বস্ত মিত্রদের টোকিও, ড্রেসডেন এবং অন্যান্য শহরে বেসামরিক জনবসতিতে বোমা নিক্ষেপ যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য ছিল না। মার্কিন ও ব্রিটিশ বিমান বাহিনী শহরের বেসামরিক বসতিতে জার্মানির চেয়ে অনেক বেশি বোমা নিক্ষেপ করেছিল। তারা মূলত শ্রমজীবী ও দরিদ্র বেসামরিক অঞ্চলে বোমা নিক্ষেপ করেছিল।

অক্ষশক্তি বা শত্রুপক্ষের চেয়ে যেহেতু মিত্রশক্তি শহরে বেসামরিক বসতিতে বেশি বোমা নিক্ষেপ করেছিল তাই যুদ্ধাপরাধের ধরন থেকে এসবকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। কোনও ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রমাণেও একই ধরনের নীতির ব্যবহার প্রত্যক্ষ হয়েছিল। এডমিরাল কার্ল ডোয়েনিট্স নামে জার্মানির একজন সাবমেরিন অধিনায়ক সাফাই সাক্ষী হিসেবে আমেরিকার ডুবোজাহাজ সেনাপতি নিমিটসকে এনেছিলেন এবং তিনি সাফাই সাক্ষীতে বলেন, ডোয়েনিট্সকে যেসব অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে আমেরিকানরাও সেসব অপরাধ করেছে; তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। নুরেমবার্গ ট্রাইবুনালকে মোটামুটি শ্রদ্ধা করা যায়। টোকিও ট্রায়াল ছিল একটা প্রহসন। জেনারেল টমজুকি ইয়ামাশিতা, যিনি জাপানি সৈন্য দ্বারা ফিলিপাইনে অপরাধ করেছিলেন বলে অভিযুক্ত ও ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছিল তার বিচারের মতোই জাপানের অন্যান্য যুদ্ধপরাধের বিচার ছিল অবিশ্বাস্য ও অবাক করার মতো। কৌশলগত দিক দিয়ে সৈন্যরা তাঁর নিয়ন্ত্রণে কাজ করলেও যুদ্ধের পরে তাদেরকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল ও তাদের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ ছিল না। সৈন্যরা ভয়ংকর নৃশংসতা চালিয়েছিল; পরিণামে তাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়েছিল। ভেবে দেখুন, এই দৃষ্টান্তটাকে যদি প্রত্যেক সেনাপতির বেলায় প্রয়োগ করা হতো, যাদের সৈন্যরা তাদের নিজেদের মতো করে সেনাপতির সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগ ব্যতিরেকে অপরাধে লিপ্ত থাকে; পৃথিবীতে কার্যকর প্রত্যেক সেনাবাহিনীর সেনাপতিকে ফাঁসিতে ঝুলতে হতো। তেমনটা বেসামরিক নেতৃত্বের বেলায়ও প্রযোজ্য হতো। জেনারেলরা নয় বরং বেসামরিক নেতৃতই নিকৃষ্টতম যুদ্ধাপরাধ সংগঠন ও এর বৈধতা দান করে থাকে। সুতরাং ম্যাকনামারার পর্যবেক্ষণ ছিল ঠিক, সুপরিচিত ও সংযত।

ঘটনাক্রমে, বর্তমানে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের বিচারে ম্যাকনামারার উল্লেখিত দিঙনির্দেশনাগুলো প্রযোজ্য। আপনি ওই প্রতিক্রিয়ার কথা স্মরণ করে দেখুন যখন

www.pathagar.com

মাত্র ত্রিশ সেকেন্ডের জন্য এ রকম মনে হয়েছিল যে যুগোশ্লাভিয়ার বিশেষ ন্যাটোর সংঘটিত অপরাধগুলোর অনুসন্ধান চালাতে পারে। কানাডা ও ব্রিটেনের আইনজীবীরা ট্রাইবুনালকে ন্যাটোর যুদ্ধাপরাধ তদন্তের জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং স্বল্প সময়ের জন্য হলেও মনে হয়েছিল ট্রাইবুনাল তা খতিয়ে দেখতে পারে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ তার কিংবা মিত্রদের অপরাধ খতিয়ে দেখার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করে দেয়। অপরাধ ব্যাপারটার সঙ্গে আমরা জড়িত না, অন্যরা তা করে থাকে।

এ একই যুক্তি বুশ মতবাদেও পাওয়া যাবে। এই মতবাদের একটি দিক হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণবিধ্বংসী অস্ত্র থাকতে পারে বলে যে সকল রাষ্ট্রকে তাদের নিরাপত্তার হুমকি মনে করে সে সকল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক সামরিক কার্যক্রম পরিচালনাকে তাদের অধিকার মনে করে। সমাজের প্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এ মতবাদের সমালোচনা করেছিলেন।

এটা এ জন্য নয় যে, এ মতবাদের সঙ্গে তারা দ্বিমত পোষণ করেছিলেন বরং তারা মনে করেছিলেন এ ঘোষণার ঔদ্ধত্য ও প্রয়োগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হুমকি বয়ে আনবে। *ফরেন অ্যাফেয়ার্স* নামক সাময়িকী তৎক্ষণাৎ এই 'নব্যসাম্রাজ্যবাদী মহাকৌশল' এর ওপর একটি সমালোচনামূলক আর্টিকেল প্রকাশ করেছিল। এমনকী ক্লিনটন প্রশাসনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেডেলিন অলব্রাইট প্রকৃতই বলেছিলেন যে, প্রত্যেক প্রেসিডেন্টেরই এ রকম মতবাদ থাকে। এটা প্রচারের কিছু না, ফরেন অ্যাফেয়ার্স সাময়িকীতে তিনি লেখেন 'পূর্বপ্রস্তুতিমূলক আত্মরক্ষা হচ্ছে এমন একটি কৌশল প্রত্যেক প্রেসিডেন্ট যেটাকে ভবিষ্যতের জন্য গোপন রাখেন'। এটা গোপন রাখা হয় যাতে প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়। ওয়েস্টপয়েন্টে প্রেসিডেন্ট বুশের জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলের রূপরেখা উপস্থাপনের জবাবে হেনরি কিসিঞ্জার বলেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই 'বৈপ্লবিক' মতবাদ শুধু জাতিসংঘ সনদ ও আন্তর্জাতিক আইনকেই নয় সপ্তদশ শতাব্দীর সকল সুশৃঙ্খল আন্তর্জাতিক ওয়েস্টফেলিয়ান সিস্টেমকে বিনষ্ট করবে। কিসিঞ্জার এই মতবাদ সমর্থন করেছিলেন এবং এর সঙ্গে তিনি একটি অনুবিধি যোগ করেছিলেন। আমাদের বুঝতে হবে যে, এই 'মতবাদ সবার জন্য সর্বজনীন নীতি হবে না'। এই মতবাদ আমাদের জন্য, সবার জন্য নয়। সম্ভাব্য হুমকি মনে হলে আমরা যখন ইচ্ছে তখনই শক্তি প্রয়োগ করবো এবং প্রয়োজনে আমাদের নিয়ন্ত্রিত মক্কেল রাষ্ট্রগুলোকে এই অধিকার অর্পণ করবো কিন্তু অন্যদের এ অধিকার দেওয়া হবে না।

বুশ মতবাদের দ্বিতীয় অংশের দিকে চোখ ফেরানো যাক। 'সন্ত্রাসীদের যারা আশ্রয় দেবে তারা সন্ত্রাসসৃষ্টিকারীদের মতই অপরাধী হবে।' আমাদের যেমন

www.pathagar.com

সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ ও ধ্বংস করার অধিকার আছে তেমনই সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দানকারী রাষ্ট্রকে আক্রমণ ও ধ্বংস করারও অধিকার আছে। ঠিক আছে, কোনও রাষ্ট্র সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দান করে? যেসব রাষ্ট্র রাষ্ট্রপ্রধানদের আশ্রয়দান করে তাদেরকে গ্রাহ্য না করি, তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করলে আমাদের আলোচনা শীঘ্রই বিফলে যাবে। আমাদের আলোচনা শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ও ব্যক্তিদের অথবা বিকল্পজাতীয় সন্ত্রাসী যেমন আল কায়েদা বা হামাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি। কোন রাষ্ট্র তাদেরকে আশ্রয়দান করে? এ মুহূর্তে মিয়ামির আপিল আদালতে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ মামলা আসছে যা উপরের প্রশ্নের সঙ্গে সরাসরিভাবে প্রাসঙ্গিক। আর সেটি হচ্ছে কিউবান ফাইভ* মামলা। এ বিষয়ে খুব প্রতিবেদন প্রচার হয়নি। ১৯৫৯ সালে ন্যূনতম একটি অজুহাতে কেনেডির নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার ওপর অপারেশন মংগুজ নামক একটি অভিযান চালায়; যা পরবর্তীকালে সন্ত্রাস দমনের নামে একটি পারমাণবিক যুদ্ধকে উস্কে দিয়েছিল। ১৯৭০-এর দশকে নৃশংসতার চূড়ান্ত রূপ দেখা যায়। ওই সময়ের মধ্যে যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নিজেকে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ হতে সরিয়ে রেখেছিল এবং যতদূর জানি যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেনি কিন্তু এর পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবায় হামলাকারীদের আশ্রয় দিয়ে মার্কিন আইন ও আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছিল।

ঘটনাক্রমে, এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ১৯৯০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত চলছিল। এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত ছিল তারা সন্ত্রাসী কিনা এ নিয়ে বিতর্কের কিছু নেই। এফবিআই এবং বিচারবিভাগ তাদেরকে ভয়ংকর সন্ত্রাসী বলে বর্ণনা করেছিল; তাই যথেষ্ট। উদাহরণ হিসেবে অরল্যান্ডো বসচের কথা ধরা যায়, যাকে এফবিআই অসংখ্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য অভিযুক্ত করছে; এসব সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কিছু মার্কিন মাটিতে সংঘটিত হয়েছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ যেহেতু এসব কর্মকাণ্ডকে নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে তাই তাকে নির্বাসিত করতে হবে। বসচের কর্মকান্ডের মধ্যে ছিল ১৯৭৬ সালে কিউবার যাত্রীবাহী বিমান ধ্বংসে অংশগ্রহণ যেখানে ৭৩ জন মানুষ মারা গিয়েছিল। প্রথম বুশ তাঁর ছেলে ফ্লোরিডার গভর্নর জেবের অনুরোধে বসচকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছিল। সে সুখে-শান্তিতেই মিয়ামিতে আছে যদিও বিচারবিভাগ তাকে ভয়ংকর সন্ত্রাসী আখ্যা দিচ্ছে। আমাদের নিরাপত্তার জন্য সে হুমকি হওয়ার

---

*জেরারডো হার্নান্দেজ, এন্টনিও গুরেরো, রেমন লেবানিনো, ফার্নানদো গঞ্জালেস, রেনে গঞ্জালেস এই পাঁচজন কিউবার ইন্টিলিজেন্স কর্মকর্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গোয়েন্দা কাজে নিয়োজিত ছিল এবং তারা মিয়ামিতে গোয়েন্দাগিরির জন্য ১৯৯৮ সালে আটক হলেও পরবর্তীকালে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। তাদেরকে কিউবান ফাইভ বা মিয়ামি ফাইভ বলে।

www.pathagar.com

পরও তাকে আমরা আশ্রয় দিচ্ছি। এটা যখন প্রতীয়মান হয়েছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাস দমনে কিছু করছে না; সন্ত্রাসীদের বরং আশ্রয় দিচ্ছে, কিউবা তখন ফ্লোরিডার সন্ত্রাসী সংগঠনে এর নিজস্ব প্রতিনিধি নিযুক্ত করে তথ্য উদ্‌ঘাটনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিউবার আমন্ত্রণে এফবিআই প্রতিনিধিরা হাভানায় গিয়েছিল। ১৯৯৮ সালে কিউবা এফবিআই এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ফ্লোরিডায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানোর পরিকল্পনা বিষয়ে হাজার হাজার নথিপত্র ও ভিডিও টেইপ সরবরাহ করেছিল এবং এফবিআই অনুপ্রবেশকারীদের গ্রেফতার করে জবাব দিয়েছিল। এটাই হচ্ছে কিউবান ফাইভ মামলা—অনুপ্রবেশকারীরা এফবিআইকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার কথা জানিয়েছিল এবং তাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাদেরকে মিয়ামির আদালতে হাজির করা হয়েছিল এবং বিচারক বিচারস্থল পরিবর্তনে অস্বীকৃতি জানায়, যা ছিল হাস্যকর । প্রসিকিউটর স্বীকার করেছিল যে তাদের বিরুদ্ধে মূলত কোনও অভিযোগ নেই, যা হোক তারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। এ রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন হয়েছিল; তিন জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, অন্যদের দীর্ঘ মেয়াদে কারাদণ্ড এবং তাদের পরিবারকে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দানকারী সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের জন্য এ ছিল এক চমৎকার দৃষ্টান্ত—এটা ছিল একটা বড় কেলেঙ্কারি।

এটি শুধু একমাত্র উদাহরণ নয়। দু'জন সামরিক কর্মকর্তা যারা কারাকাসে বোমা হামলায় অংশগ্রহণকারী বলে অভিযুক্ত, দেশ থেকে পালিয়ে অন্য দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় খুঁজছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য ভেনেজুয়েলার সরকার প্রয়াস চালাচ্ছে। ২০০২ সালের সামরিক অভ্যুত্থানে এসব কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেছিল, যারা কয়েক দিনের জন্য হলেও শেভেজকে ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করেছিল। বেশ কিছু নীতিবান ব্রিটিশ সাংবাদিক বলছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি এই অভ্যুত্থানে সমর্থন ও প্ররোচনা দিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু সামরিক কর্মকর্তা যদি হোয়াইট হাউস দখল করে সরকার চালাত; তাদেরকে মেরে ফেলা হতো কিন্তু পুরোনো আদলে গড়া ভেনেজুয়েলার আদালত এসব কর্মকর্তার বিচারের সম্মুখীন করতে সরকারের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। শেভেজের একনায়কতন্ত্রী সরকার আদালতের রুলিং মেনে নিয়েছিল এবং তাদের আর বিচারের সম্মুখীন হতে হয়নি। তাই তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। এখন তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় খুঁজছে এবং আমার ধারণা তারা তাদেরকে সাধুবাদ জানাবে। অথবা এ্যামানুয়েল কনস্ট্যান্টের কথা ধরুন। সে চার থেকে পাঁচ হাজার হাইতি নাগরিক হত্যার জন্য দায়ী থাকার পরও সে নিউইয়র্কের কুইন্সে সুখে-শান্তিতে বাস করছে কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে তার দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিল। অতএব, কে সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিচ্ছে? সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দানকারী রাষ্ট্র যদি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হয় তবে বুশের মতবাদে আমরা কোন

www.pathagar.com

উপসংহারে পৌঁছতে পারি? কিসিঞ্জারের মতে, একপাক্ষিক এসব সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হতে পারি। এসব আন্তর্জাতিক আইনের নমুনা না, এটা হচ্ছে সেসব মতবাদ যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শক্তি প্রয়োগ, হিংস্র আক্রমণ ও সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দানে অনুমতি দান করে, অন্য কাউকে নয়। প্রভাবশালীরা অপরাধ করে না, অপরাধ অন্যদের জন্য।

প্রশ্ন: নুরেমবার্গ ট্রাইবুনালের প্রধান মার্কিন প্রসিকিউটর রবার্ট জ্যাকসন তাঁর উদ্‌বোধনী বক্তব্যে বলেন, 'আগ্রাসী যুদ্ধ শুরু বা যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সবচেয়ে নিকৃষ্টতম অপরাধ।' তাঁর ব্রিটিশ প্রতিপক্ষ হার্টলে শক্রস বলেছিলেন যে, জার্মানিরা 'শান্তির বিরুদ্ধে আগ্রাসনের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া এবং চুক্তি লঙ্ঘনের অপরাধ করেছিল।' জাতিসংঘ সনদে আগ্রাসী যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং যুদ্ধ সংগঠনের পাঁয়তারাকে একটি প্রধান যুদ্ধাপরাধ বলে বিবেচনা করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আক্রমণ, যে দেশটি কখনও তাদেরকে হুমকি দিচ্ছিল না, কিন্তু মার্কিন সরকারের ইরাকে হামলা যে একটি বেআইনি আগ্রাসী যুদ্ধ এ নিয়ে কোনও আলোচনা কিংবা প্রেসিডেন্ট বুশকে অভিশংসনের জন্য জনগণ কথা বলেনি কেন?

তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনজীবীদের বিভিন্ন সংগঠন—মূলত ইংল্যান্ড, কানাডা এবং অন্যান্য জায়গায়—আগ্রাসনের অপরাধের জন্য মার্কিন কর্মকর্তাদের বিচার দাবি করছে। ইরাকে হামলা সুস্পষ্টতই আগ্রাসী কর্মকাণ্ড কিন্তু তা অভূতপূর্ব বলা যাবে না। ১৯৬২ সালে দক্ষিণ ভিয়েতনামে হামলা তাহলে কী ছিল? যখন কেনেডি দক্ষিণ ভিয়েতনাম আক্রমণের জন্য বিমান বাহিনী পাঠিয়ে রাসায়নিক যুদ্ধের অভিযান চালায়, যার ফলে মানুষকে বন্দি শিবিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সেটাই আগ্রাসন। আপনি হয়ত বলতে পারেন এই আগ্রাসন এমন একটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ছিল যেটা জাতিসংঘের সদস্য ছিল না, যদি এটা কোনও ব্যাপার হয়ে থাকে অথবা ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুর আক্রমণকে কী বলবেন? অবশ্যই আগ্রাসন। অথবা ইসরায়েলের লেবানন আক্রমণ যার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল বিশ হাজার লোকের প্রাণ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে। উভয়ক্ষেত্রেই আগ্রাসনগুলো ছিল মার্কিন কূটনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক মদদপুষ্ট। পূর্ব তিমুরে অভিযানের সময় ব্রিটেনও সম্পৃক্ত ছিল।

১৯৮৯ সালে পানামা আক্রমণ আসলে কী ছিল? ওই আগ্রাসনের লক্ষ্য ছিল ম্যানুয়েল নোরিয়েগোর* মতো ভয়ানক অপরাধী যিনি কিন্তু সাদ্দাম হোসেনের

*পানামার একজন সাবেক রাজনীতিবিদ ও সেনা কর্মকর্তা। ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত পানামার সেনাশাসক ছিলেন। ১৯৮৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পানামা আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় ছিলেন। অভ্যুত্থানের পর যুদ্ধবন্দি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া এবং আদালতে দোষী সাব্যস্ত হন।

www.pathagar.com

মতো অপরাধীর চেয়েও ভয়ানক ছিল। পানামার সূত্রমতে, এই আক্রমণে মার্কিন সামরিক সৈন্যরা তিন হাজার বেসামরিক লোককে হত্যা করেছিল। আমরা আমাদের নিজেদের অপরাধ তদন্ত করি না, অন্যদের সংখ্যা কিভাবে নিরূপণ করবো? পানামায় মার্কিন হামলায় কত লোক হত্যা করা হয়েছিল আমরা কেউই তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে না, তবে অসংখ্য লোক মারা গিয়েছিল—কুয়েতে ইরাকি হামলায় যত লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল, মার্কিনিদের পানামা আক্রমণে মোটামুটি একই সংখ্যক প্রাণহানি ঘটেছিল। পানামা আক্রমণকে নিন্দা করে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বিরোধিতা করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। নোরিয়েগোকে ভ্যাটিকান দূতাবাস থেকে আটক করে ফ্লোরিডায় আনা হয়েছিল—যা সম্পূর্ণটাই ছিল বেআইনি—তারপর এক হাস্যকর বিচারের মাধ্যমে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, ওইসব অপরাধের জন্য যার অধিকাংশই তিনি সিআইএর বেতনভুক্ত থাকাকালীন করেছিলেন। সাদ্দাম হোসেনকেও যদি এ রকম বিচারের সম্মুখীন করা হতো তার বেলায় ওই একই রকমই হতো—তিনি এ রকম কিছু অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবেন যেগুলোতে মার্কিন সমর্থন ছিল কিন্তু সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু উল্লেখই করা হবে না।

আন্তর্জাতিক আইনসম্প্রদায় এ বিষয়টাকে কীভাবে দেখেন? আন্তর্জাতিক আইন পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে এ কাজটা জটিল। কম লোকই সত্য এবং আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের কথা বলে কিন্তু অনেকেই জটিল যুক্তি দাঁড় করায় আগ্রাসনের সত্যতা নিরূপণের জন্য। তাদের কাজ মূলত রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার মতো কাজ করা। তাদের সত্যতা নিরূপন মজার। ফ্লেচার স্কুল অব ল অ্যান্ড ডিপ্লোমেসির মাইকেল গ্লেননের মতো সত্যবাদী বলেন যে, আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিসংঘ সনদের অর্থহীন দম্ভোক্তিকে বাতিল করা উচিত কারণ এসব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতাকে বাধা প্রদান করে। গ্লেননের মতে, মার্কিন আগ্রাসনের অনেক সমর্থকও একই মতো পোষণ করে যেমন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক রুথ ওয়েজউড বলেন, সার্বিয়ায় বেআইনিভাবে বোমা নিক্ষেপের মতো মার্কিন কর্মকাণ্ড আইনের গতিপ্রকৃতি পালটে দিয়েছে কারণ আইন হচ্ছে চলমান চিন্তাধারা, নিয়মকানুনের এক সক্রিয় প্রক্রিয়া যা আন্তর্জাতিক চর্চার মাধ্যমে প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। সাদ্দাম হোসেনের কুয়েত আক্রমণের ফলে আইনের কি কোনও পরিবর্তন হয়েছিল? না, হয়নি। ভিয়েতনামের কম্বোডিয়ায় আক্রমণ, আধুনিক ইতিহাসে গুটি কয়েক কর্মকাণ্ডের একটি যাকে সত্যিকারভাবেই মানবিক হস্তক্ষেপ বলা যায়, আইন পরিবর্তনে কী ভূমিকা রেখেছিল? কিংবা ভারতের পূর্ব পাকিস্তানে হস্তক্ষেপ? যার ফলে ভয়াবহ নৃশংসতার অবসান ঘটেছিল। এ ধরনের হস্তক্ষেপগুলোর প্রচণ্ড নিন্দিত হয়েছিল। এই

www.pathagar.com

মানবিক হস্তক্ষেপগুলোর কোনটিই আন্তর্জাতিক আইনের নতুন কোনও ধারা সংযোজন করতে পারেনি কারণ আমরা মার্কিনিরাই শুধু আইন পরিবর্তনের অধিকার রাখি, অন্য কেউ নয়।

কারস্টেন স্ট্যান *অ্যামেরিকান জার্নাল অব ইন্টারন্যাশনাল ল*-এর সাম্প্রতিক একটি সংখ্যায় 'এনফর্সমেন্ট অব দ্য কালেকটিভ উইল আফটার ইরাক' নামে একটি দুর্বোধ্য, চিন্তাপ্রসূত আর্টিকেল লিখেছিলেন। তিনি জারগেন হ্যাবারমেসসহ বড় চিন্তাবিদদের উদ্ধৃতি দেন। তাঁর বক্তব্যটা মোটামুটি এ রকম—যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে হামলা করেছিল, যদি এটাকে ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, তবে তা মূলত জাতিসংঘ সনদ মেনেই হয়েছিল। আমাদের এটা মানতে হবে যে, জাতিসংঘ সনদের দু'রকম ব্যাখ্যা সম্ভব। এর একটা হচ্ছে আভিধানিক। এই ব্যাখ্যা মতে আন্তর্জাতিক বিষয়ে যে কোনও ধরনের শক্তি প্রয়োগ অপরাধ বলে গণ্য হবে, শুধু ওই ধরনের পরিস্থিতি ব্যতীত, যেগুলো খুবই তুচ্ছ, ইরাকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি। আরেকটা 'সাম্প্রদায়িকতাবাদী' ব্যাখ্যা। তাতে বলা হয়েছে যে, জাতি সম্প্রদায়ের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় এ রকম যে কোনও কর্মকাণ্ড বৈধ বলে গণ্য হবে। যেহেতু জাতি সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক সক্ষমতা নেই, তাই দায়িত্বটা পরোক্ষভাবে সামরিক শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলোর ওপরই অর্পিত হয়, যা ইঙ্গিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই বোঝায়। অতএব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িকতাবাদী ব্যাখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে, ইরাক হামলা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ। যদিও ইরাকে হামলার বিষয়ে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র এবং এর নব্বই শতাংশ জনগণের তীব্র নিন্দা এখানে অপ্রাসঙ্গিক ছিল। এসব জাতি তারা তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। নিরাপত্তা পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো ছিল তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যের বহিঃপ্রকাশ যেগুলোর আলোকে বলা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষেই ইরাকে হামলা চালিয়েছিল যদিও নিরাপত্তা পরিষদ বরাবরই তা প্রত্যাখ্যান করে আসছে। পেশাজীবী পণ্ডিতদের বড় একটা অংশ এ কাজটা করে থাকেন। ওই শিক্ষাবিদেরা সর্বজনবিদিত চিন্তাবিদদের বরাত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ পাদ্‌টীকার মোড়কে সজ্জিত নিতান্তই বালকসুলভ ও হাস্যকর কিছু দুর্বোধ্য ও নিখুঁত যুক্তি উপস্থাপন করেন যা থেকে আপনি কিছু আপাতগ্রাহ্য রূপরেখা দাঁড় করাতে পারেন।

প্রশ্ন: ইরাক সম্পর্কে সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে যে, ইরাককে 'মুক্ত' করা হয়েছে।

কোনও দেশ মুক্ত কিনা তার জনগণকে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবেন। তারা কী রকম থাকতে চায় এ সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব কিন্তু আক্রমণকারী দেশের বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিবিদদের নয়। পশ্চিমা পরিচালিত পরিসংখ্যানে দেখা যায়,

www.pathagar.com

গড়ে পাঁচ জনের একজন বলেছিলেন যে ইরাক মার্কিনিদের দখলে ছিল। আমার দেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ জরিপে ইরাকিদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সবচেয়ে সম্মানিত বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান কে? অধিকাংশেরই উত্তর ছিল ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক যিনি ইরাকে হামলার বিরোধিতার প্রতীক ছিলেন। শিরাক বুশের চেয়ে অনেক শীর্ষে ছিলেন। ভাগ্যহত টনি ব্লেয়ার বুশেরও পিছনে ছিল। অন্য আরও কিছু জরিপের ফলাফলে দেখা যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ইরাকিরা তাদের দেশ হতে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের পক্ষে ভোট দিয়েছিল, আমি মহাবিস্ময়ে দেখলাম কত খারাপ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সেখানে বিরাজমান।

বাস্তবিকপক্ষে, জরিপের ফলাফলের দিকে যদি তাকান দেখবেন পশ্চিমাদের সম্পর্কে ইরাকিদের ধারণা আমাদের চেয়েও অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অন্তর্দর্শীয়। কোনও ব্যবস্থাকে ভুক্তভোগীরা প্রয়োগকারীর চেয়ে বেশি অনুধাবন করতে পারে। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার সম্পর্কে যদি আপনি কিছু জানতে চান পিতাকে নয়; মাতাকে জিজ্ঞাসা করুন, আপনি পিতৃতান্ত্রিক পরিবার সম্পর্কে কিছু জানতে পারবেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পশ্চিমা জরিপে ইরাকিদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাকে প্রবেশের কী কারণ ছিল বলে আপনি মনে করেন? তারা *হামলা বা আক্রমণ* শব্দটি ব্যবহার করেনি। কিছু সংখ্যক ইরাকি প্রেসিডেন্ট বুশ ও পশ্চিমা ভাষ্যকারদের সঙ্গে একমত পোষণ করেছিলেন। এক শতাংশ বলেছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এ হামলা চালানো হয়েছিল। সত্তর শতাংশের মতামত ছিল ইরাকের সম্পদ দখল ও মধ্যপ্রাচ্য পুনর্বিন্যাস করা—তারা রিচার্ড পার্লে ও পল উলফয়িটসের সঙ্গে একমত পোষণ করেছিলেন। এই মতামতের ব্যাপক প্রাধান্য ছিল। প্রায় ৫০ শতাংশ বলেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে কিন্তু তারা ইরাকি সরকারকে তাদের নিজস্ব নীতিমালার ব্যবহার করতে দেবে না মার্কিন প্রভাব ছাড়া। অন্য কথায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে গণতন্ত্র চায় যদি তারা ইরাককে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে; এটাই ঠিক। গণতন্ত্র হচ্ছে এমন এক পদ্ধতি যা খুশি তাই করতে পারেন যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা আমাদের অনুমোদনের মধ্যে পড়ে। এ সংজ্ঞাটাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শেখানো উচিত। এসব দৃষ্টান্ত এতই বিশাল যে এর পুনরাবৃত্তি বিরক্তিকর কিন্তু আমেরিকার নীতিনির্ধারকেরা এটা বোঝেন না। অন্যদিকে, ইরাকিদের তা বুঝতে কোনও সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি; এর আংশিক কারণ হচ্ছে তারা তাদের নিজস্ব ইতিহাস জানতো। ১৯২০ সালে ব্রিটিশরা এক কৃত্রিম ইরাক তৈরি করে এবং এর সীমানাগুলো এমনভাবে নির্ধারণ করে যাতে তুর্কীরা নয় বরং ব্রিটিশরা উত্তরের তেলের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পায়। সমুদ্রে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করে ব্রিটিশদের ওপর ইরাকের নির্ভরশীলতা নিশ্চিত করে। কুয়েতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশ এ রকম ছিল। পরবর্তীকালে ব্রিটিশরা ইরাককে একটি মুক্ত, স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছিল। আপনি যদি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক

www.pathagar.com

সরকারি দলিলপত্র দেখেন, পূর্বে যেগুলো গোপন ছিল কিন্তু বর্তমানে উন্মুক্ত, দেখবেন যে ব্রিটিশরা চেয়েছিল 'আরব ফ্যাসেইড' এর অন্তরালে থেকে স্বাধীন ও মুক্ত ইরাককে তারা শাসন করবে। ইরাকিদের এসব গোপন নথিপত্র পড়ার প্রয়োজন পড়েনি। তারা তাদের নিজস্ব ইতিহাস জানে। তারা জানে তারা কতটুকু মুক্ত ছিল?

তাছাড়া, ইরাকিদের শুধু এখন কী হচ্ছে তা দেখতে হবে। একদিকে আমরা যেমন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যারপর নাই সচেষ্ট অন্যদিকে তেমনই ইরাকিদের একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিকে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। এটি এড়িয়ে যাওয়া খুব কঠিন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাগদাদে পৃথিবীর বৃহত্তম দূতাবাস নির্মাণ করতে যাচ্ছে কিংবা তারা এমন একটি চুক্তি করতে চাচ্ছে যার মাধ্যমে সার্বভৌম ইরাক সরকার তাদেরকে ইরাকে যতখুঁশি তত সামরিক সৈন্য রাখা ও সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অধিকার দেবে যতদিন তারা চাইবে। এটা জানার জন্য ইরাকিদের *ওয়াশিংটন পোস্ট* পড়ার প্রয়োজন নেই। এমনকী দখলদার কর্তৃপক্ষ এমন একটি অর্থনৈতিক শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছে যা কোনও সার্বভৌম রাষ্ট্র-ই এক মুহূর্তের জন্যও মেনে নেবে না, যার মাধ্যমে ইরাক পুরোপুরিভাবে বিদেশি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃত্বাধীন হয়ে যাবে। এটা জানার জন্য ইরাকিদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সংবাদ পড়তে হবে না, তারা স্পষ্টতই দেখতে পায় তাদের ওপর আরোপিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বুশ প্রশাসনের স্বপ্নের একটি অংশ। ইরাকি ব্যবসায়ীরা এ নিয়ে শোরগোল করছে কারণ এ অবস্থায় অন্য দেশের সঙ্গে তারা প্রতিযোগিতা করে কোন ভাবেই টিকতে পারবে না। ইরাকে সর্বোচ্চ করের হার মাত্র ১৫ শতাংশ যার ফলে ইরাকে বিদেশি বিনিয়োগে কোনও প্রকারের করারোপ বা প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। শুধু একটি ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ বৈদেশিক মালিকানাধীন ছিল না, সেটি হচ্ছে তেল কারণ সেটা হতো অনায়াসে চোখে পড়ার মতো। হ্যালিবার্টনের নির্বাহীদের ব্যাখ্যা যদি মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করেন দেখবেন যে তারা করদাতাদের ভর্তুকি নিয়ে এখন যা করছে সেটা তাদেরকে ভবিষ্যতে ইরাকের তেলসম্পদ তাদের আয়ত্তে ও নিয়ন্ত্রণে আনার মতো সুবিধাজনক অবস্থানে নিয়ে যাবে।

প্রশ্ন: মূলধারার গণমাধ্যমে ইদানিং ইরাক আক্রমণের কিছু সমালোচনা দেখা যাচ্ছে।

আমরা যে সমালোচনাগুলো দেখছি তা ইরাক আক্রমণের মূল কারণগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে না। সমালোচনা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাজটি ঠিক করছে কিন্তু বুশের কাজ করার পদ্ধতিটা বাজে। আমরা বরার্ট ম্যাকনামারার দিকে ফিরে যাই; তিনি *ইন রেট্রোস্পেক্ট* বইটি লিখে যখন মানবতাবাদীদের কাছ থেকে উচ্চসিত

www.pathagar.com

প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। তারা বলেছিল আমরা আক্রমণের যথার্থতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি—পরিশেষে ম্যাকনামারা তার নিজের মতো পরিবর্তন করে একমত হয়েছিলেন যে, আমরাই সর্বক্ষেত্রে ঠিক। তিনি কী বলেছিলেন? যুদ্ধটা যে খুব শীঘ্রই আমেরিকানদের জন্য দুর্ভোগ হয়ে আসবে তা না বলার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্টের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং এর জন্য তিনি দুঃখিত ছিলেন। তিনি কি ভিয়েতনামবাসীদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন? ভিয়েতনামবাসীদের প্রতি ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক একটি শব্দও তিনি বলেননি। আমরা কয়েক মিলিয়ন ভিয়েতনামি নাগরিকদের হত্যা ও দেশটাকে ধ্বংস করেছিলাম। ম্যাকনামারা যে রাসায়নিক যুদ্ধের শুরু করেছিলেন তার বিষক্রিয়ায় আজও অনেক ভিয়েতনামি মারা যাচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ডের জন্য কোনও ক্ষমা প্রার্থনা ভিয়েতনামিদের কপালে জোটেনি। ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রেক্ষাপট সবাই গ্রহণ করেছিল। দক্ষিণ ভিয়েতনামকে আমরা রক্ষা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু এটা ছিল ব্যয়বহুল আর তাই আমাদেরকে থামতে হয়েছিল। কেবল ওই চিন্তাধারার মধ্য থেকে সমালোচনা করা কী সম্ভব।

এই সত্যটা ইরাক আক্রমণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ইরাক যুদ্ধের সমালোচকরা বলেন যে, বুশ আমাদেরকে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের সত্যতা সম্পর্কে বলেননি। ধরুন বুশ যদি আমাদেরকে সত্যটা বলতেন, তা কি কোনও কিছু বদলাতে পারত? কিংবা ধরুন তিনি যদি গণবিধ্বংসী অস্ত্র পেতেন, তাহলেই বা কি হতো? আপনি যদি গণবিধ্বংসী অস্ত্র খুঁজতে চান, আপনি তা সর্বত্রই পেতে পারেন। যেমন ইসরায়েলের কথা ধরুন। পারমাণবিক অস্ত্রের দ্রুত বিস্তার নিয়ে এখন গভীর উদ্‌বেগ পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা আসলেই হওয়ার কথা। আজকের *নিউইয়র্ক টাইমস* এ আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ)-র মহাপরিচালক মোহাম্মদ আল বারাদি অভিমত দেন যে, ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক অস্ত্র পৃথিবীর অস্তিত্বের জন্য ক্রমবর্ধমান মারাত্মক হুমকি। কিন্তু কেন? তার অনেক কারণ আছে। তাদের একটি হচ্ছে ইসরায়েলের শত শত পারমাণবিক, রাসায়নিক ও জৈবিক অস্ত্র, এটি শুধু হুমকি নয় বরং অন্য রাষ্ট্রগুলোকে ইসরায়েলকে মোকাবিলা ও তাদের নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তারে উৎসাহিত করছে। কেউ কি এ নিয়ে কিছু বলছে? বস্তুত কৌশলগত বিমান বাহিনীর সাবেক প্রধান জেনারেল লি বাটলার কয়েক বছর আগে তাঁর এক বক্তৃতায় এ সমস্যার কথা স্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন 'এটা খুবই বিপজ্জনক যে মধ্যপ্রাচ্যের—যাকে আমরা বৈরীতার জ্বলন্ত কড়াই বলে থাকি—একটি দেশ বাহ্যত শত শত পারমাণবিক অস্ত্রের মজুদ করছে, যা অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোকেও তাদের অস্ত্রের মজুদ বাড়াতে উৎসাহিত করছে।' তিনি দেশটির নাম না বললেও স্পষ্টতই ইসরায়েলকেই বুঝিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

কিছু দিন পূর্বে *Ha'aretz* নামক প্রধান ইসরায়েলি সাময়িকীর হিব্রু সংস্করণে—যদিও ইংরেজি সংস্করণে সেটা ছিল না—অজ্ঞাত সামরিক সূত্রের বরাত দিয়ে একটি গোপন নথি ফাঁস হয়েছিল। এটি ছিল দুর্বোধ্য কিন্তু অস্ত্র বিস্তারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কেউ সেটা বুঝতে পারত। গোপন নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের বিমান বাহিনীকে *হিমুশ* '*myuhad*' নামক 'বিশেষ ধরনের' অস্ত্রসম্ভার সরবরাহ করেছিল, যেটি ছিল পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের শব্দ সংকেত যার উড্ডয়ন ইসরায়েল করে। প্রতিবেদক ও ভাষ্যকারেরা এসব বিষয় নিয়ে কথা বলেননি কিন্তু ইরানের ইন্টিলিজেন্স এসবের ব্যাখ্যা দিয়েছিল কী দিয়ে তারা এসবের জবাব দিতে চায়? তারা কি অস্ত্রবিস্তারের মাধ্যমে জবাব দিতে চায়? গণবিধ্বংসী অস্ত্র যেসব রাষ্ট্রের আছে তাদেরকে খোঁজার জন্য আপনাকে বেশি দূর যেতে হবে না। চুক্তি প্রত্যাখ্যান, মহাশূন্য সামরিকীকরণের প্রতিবন্ধক দূরীকরণ 'মিনি নাক্স'—মূলত যেগুলো মারাত্মক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র—এর উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই অস্ত্রের দ্রুত বিস্তার ঘটাচ্ছে। এল বারাদি বিনীতভাবে বলেন যে, আমাদের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের উপাদান প্রেরণ বন্ধের জন্য চুক্তির চেষ্টা করা উচিত। পৃথিবীর সবাই তা করার চেষ্টা করছে কিন্তু বুশ প্রশাসন তাতে অংশগ্রহণ করেনি; তিনি তা বলেননি। মহাশূন্য সামরিকীকরণ একটি মারাত্মক সমস্যা। জাতিসংঘ নিরস্ত্রীকরণ কমিশনকে বহু বছর ধরে অকার্যকর করে রাখা হয়েছে; তা ক্লিনটনের সময় থেকে চলে আসছে। তাঁর প্রশাসনের মহাশূন্য সামরিকীকরণ বন্ধের কিছু পদক্ষেপ প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে ২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে মহাউৎসবে জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল ঘোষণার ঠিক পরপরই আরেকটা ঘোষণা এসেছিল যেটি কোন সংবাদ মাধ্যমে আসেনি যদিও এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিমান বাহিনীর মহাশূন্য সেনাপতি, যিনি পারমাণবিক ও অন্য অস্ত্রসম্ভারের দায়িত্বে ছিলেন, তিনি পরবর্তী কয়েক বছরের জন্য প্রক্ষেপণ অবমুক্ত করেছিলেন যেখানে তিনি বলেছিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহাশূন্য 'নিয়ন্ত্রণ' থেকে মহাশূন্যের 'মালিকানা' নিতে যাচ্ছে। মহাশূন্যের মালিকানার অর্থ হচ্ছে মহাশূন্য নিয়ন্ত্রণে যে কোনও ধরনের সম্ভাব্য হুমকি বরদাস্ত করা হবে না। যদি কেউ আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের আপত্তি করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে।

মহাশূন্যের মালিকানা বলতে কী বোঝেন? এটা উচ্চ পর্যায়ের তথ্যাদি ও ফাঁস হয়ে যাওয়া নথিপত্র হতে পরিষ্কারভাবে জানা যায়। তার মানে হচ্ছে মহাশূন্যে উচ্চমাত্রায় ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের পারমাণবিক ও লেজার অস্ত্র ঘাঁটি করে যে কোনও সময়, সতর্ক ব্যতিরেখে, যে কোনও জায়গায় অস্ত্র নিক্ষেপ। এর অর্থ হচ্ছে শব্দ অপেক্ষা পাঁচ গুণ গতিবেগ সম্পন্ন ড্রোনের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীকে তাদের নজরদারিতে আনা, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে আঙ্কারার কোনও রাস্তায় কারের চলাচল কিংবা যে বিষয়ে আপনি আগ্রহী হন অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবী আপনার

www.pathagar.com

নজরদারিতে থাকবে। আমাদের আর কোনও সামরিক ঘাঁটির প্রয়োজন হবে না, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে কোনও জায়গায় যেমন কলোরাডো বা মনতানার পাহাড়ের কমান্ড পোস্ট থেকে আক্রমণ চালাতে পারবে। পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলো এটার কি প্রতিক্রিয়া দেখাবে? আক্রমণাত্মক সামরিক অস্ত্রের ব্যয় বৃদ্ধির ফলে রাশিয়া এবং চীন ইতোমধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। রাশিয়া ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার বদলে স্বয়ংক্রিয় সাড়া দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। রাশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচি বরাবরই ভয়ানক ছিল বর্তমানে আরও বেশি ভয়ানক হচ্ছে। কতটুকু ভয়ানক ছিল তার একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ১৯৯৫ সালে অল্পের জন্য পারমাণবিক যুদ্ধ হতে ফিরে এসেছিলাম; রাশিয়ার কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা নরওয়ে থেকে উপেক্ষিত রকেটকে প্রথম আঘাত হিসেবে নেয় এবং তারা এর বিরুদ্ধে পালটা আক্রমণে যায়। সৌভাগ্যক্রমে, বরিস ইয়েলৎসিন* পালটা আক্রমণের পরিকল্পনা প্রত্যাহার করে নেন। বর্তমানে রাশিয়ার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাগুলো আরও নড়বড়ে। চীনারাও প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। চীনের চন্দ্রাভিযান মহাশূন্য নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়ার অংশ হয়ে থাকে, তাহলে আমি মোটেই অবাক হবো না এবং তাদের এই চন্দ্রাভিযান মার্কিনিদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে, 'আমরা তোমাদেরকে মহাশূন্যের ওপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে দিচ্ছি না' সেটা খুব বিপজ্জনক হবে।

ইতোমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরও বেশি আক্রমণাত্মক ভূমিকায় উপনীত হয়েছে। তথাকথিত ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষায় আরও বেশি ব্যয় বাড়ছে। ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাটা আসলে এক ধরনের আক্রমণ যার উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পালটা আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা যাদেরকে তারা প্রথমে আক্রমণ করেছিল। এটা সর্বজনবিদিত যে, এর ফলে পৃথিবীর অন্য রাষ্ট্রগুলো তাদের আক্রমণাত্মক সামরিক সক্ষমতা বাড়িয়ে এর পালটা জবাব দিবে। এর অন্য প্রতিক্রিয়া সন্ত্রাসের রূপ দিতে পারে। সম্ভাব্য লক্ষ্যস্থলগুলোতে অস্ত্রের সরবরাহ বেড়ে যাবে। মার্কিন নাগরিকদের জন্য আমরা আতঙ্ক, অস্ত্রবিস্তার ও হুমকি বাড়িয়ে দিচ্ছি। ওই কর্মসূচিগুলো গোপন নয়। এটা কেন করে? স্বল্প মেয়াদি স্বার্থের জন্য। এটা যদি দীর্ঘ মেয়াদি সমস্যার উদ্‌বেগ করে, এটা অন্য কারও সমস্যা হবে।

একই যুক্তি অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করে। বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ে উদ্‌বেগ এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বৈশ্বিক উষ্ণতা আগামী ২০ বা ৩০ বছরে মারাত্মক হুমকি বয়ে আনবে এ নিয়ে খোদ পেন্টাগনও সমীক্ষা চালাচ্ছে। সমীক্ষায় দেখা যায়, উপসাগরীয় স্রোতে এক বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে যার ফলে উত্তর ইউরোপ, ল্যাব্রাডর ও গ্রিনল্যান্ডের মতো দ্বীপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ

*বরিস ইয়েলৎসিন (১৯৩১-২০০৭) রাশিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

www.pathagar.com

অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বাংলাদেশকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দিতে পারে এবং কত লোকের প্রাণহানি ঘটবে তার হিসাব কষা কঠিন। পাকিস্তানের আবাদি জমিগুলো সাহারা মরুভূমিতে পরিণত হবে।[৩৮] এগুলোর প্রভাব সীমাহীন। এর জন্য আমরা কি কিছু করছি? না। এর আমরা পরোয়া করি না যার অর্থ হচ্ছে পরিকল্পনাকারীরা এসবকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এগুলো তাদের কর্মপরিকল্পনার অংশ নয়। আপনি যদি একজন বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক হয়ে থাকেন তবে এখন থেকে দশ বছর পরে কী হবে সেটা নিয়ে আপনার মাথাব্যথা নাই। আজকে থেকে দশ বছর পরের নয় বরং পরবর্তী বছরের জন্য বড় বড় বোনাস ও সঞ্চয় নিশ্চিত করাই যেন আপনার কাজ। এটা অন্য কারও চিন্তার বিষয়। এ ধরনের উদ্ভট চিন্তাধারা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে রূপলাভ করছে। জাপানের বেসামরিক লোকদের হত্যা পরিকল্পনায় লাভ ক্ষতির হিসাব বিশ্লেষণে কোনও ব্যক্তি বিশেষ নয় বরং ম্যাকনামারাই সবচেয়ে বেশি দোষী সাব্যস্ত হবেন। এটা হচ্ছে অনেকটা এডলফ ইচম্যান সম্পর্কে হান্না আরেন্ডট যা বলেছেন তার মতো। আপনি আপনার কাজ করেন। অন্যান্য বিষয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাস দেখুন। ১৯৫০-এর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিয়ে তাদের একটি অবস্থান ছিল। তাদের আন্তঃমহাদেশীয় দূরবেধী ক্ষেপণাস্ত্র ও অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়া আর কোনও আশু হুমকি ছিল না। এ সমূহ হুমকি না হলেও এসব অস্ত্রের উন্নয়ন চলছিল; এসব অস্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রের জন্য হুমকি ছিল না। আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আপনি কি এসব অস্ত্রের উন্নয়ন রদ করবেন না? কোনও কিছু কি করা হয়েছে? আমাদের জানামতে এসবের জন্য কিছুই করা হয়নি। এসব অস্ত্রের উন্নয়ন রদের জন্য যে কেউ একজন কোনও চুক্তি করার চেষ্টা করতে পারত। এমনকী রাশিয়াকে এসব চুক্তিতে রাজি করানো অসম্ভব ছিল না। তারা প্রযুক্তিগত কারণে, ভয়ভীতির দরুণ এসব অস্ত্রের উন্নয়ন ঘটাবে না এ মতের সঙ্গে একমত হতো। রাশিয়ার নব্যপ্রতিষ্ঠিত আর্কাইভ্সের তথ্যমতে, তারা ধারণা করেছিল যে মার্কিনিরা তাদেরকে অস্ত্রবিস্তারের প্রতিযোগিতায় নামিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে

প্রশ্ন: এ ধরনের স্বল্প মেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তারা কি তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দিচ্ছে না?

তাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেবে। তাই তাদেরকে এসব চুক্তিতে রাজি করানো সম্ভব ছিল। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণ কী? ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ইতিহাসের তথ্যমতে, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ম্যাকজর্জ বান্ডি যার আর্কাইভ্সে প্রবেশাধিকার ছিল তিনিও বিভিন্ন নথিপত্রে এসবের উল্লেখ পাননি। তাঁর মতে,

www.pathagar.com

এটা প্রস্তাবিত কিংবা বাতিল করা হয়নি, এর উল্লেখই ছিল না। এ ধরনের ধারণা যে, ১৯৫০-এর দশকে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি সম্ভাব্য হুমকি এবং তা তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিতে পারে এটি বোঝার জন্য কি কোনও প্রতিভার প্রয়োজন আছে? না। আপনার স্কুলপড়ুয়া একজন ছাত্রের জ্ঞানই এটা বোঝার জন্য যথেষ্ট। তারা নির্বোধ ছিল না, ডিন আচেসন, পল নিৎস, জর্জ কেনান এবং অন্যান্যরা। তারা এসব নিয়ে চিন্তা করেনি কারণ তাদের উদ্দেশ্য ছিল স্বল্প মেয়াদি ক্ষমতা ও সুবিধা চরমে তোলা।

প্রশ্ন: এই সাক্ষাৎকারটা পড়ে যার মনে হবে 'এগুলো বিরাট সমস্যাসংকুলন, ব্যক্তি হিসেবে আমি কী করতে পারি'? তার প্রতি আপনার কি কিছু বলার আছে?

আমরা অনেক কিছুই করতে পারি। আমাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে না এবং অত্যাচারে জর্জরিত করা হবে না। আমাদেরকে গোপনে হত্যাও করা হবে না। আমাদের অনেক সুযোগ-সুবিধা এবং প্রচুর স্বাধীনতা আছে। আর তার অর্থ হচ্ছে আমাদের সীমাহীন সুযোগ আছে। আমরা প্রত্যেক বক্তৃতার পর দেখি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা আমার কাছে এসে বলে 'আমি এসবের পরিবর্তন করতে চাই। আমি কী করতে পারি?' এসব প্রশ্ন আমি কখনওই দক্ষিণ কলম্বিয়ার কৃষক কিংবা দক্ষিণ তুরস্কের কুর্দি কিংবা অন্য যারা যন্ত্রণা পোহাচ্ছে তাদের মুখে শুনিনি। তারা কি করতে পারে এ নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি বরং তারা কী করছে তা তারা বলে। যে কোনও কারণেই হোক এসব সুযোগ-সুবিধা ও স্বাধীনতা না থাকা যে অক্ষমতা এটা একটা অদ্ভুত কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার। আর এ কারণেই আমরা যে কোনও কিছু করতে পারি। আপনার আগ্রহের বিষয়ে যোগদানে কোনও প্রতিবন্ধকতা আসলে নেই। কিন্তু মানুষ এ ধরনের উত্তর প্রত্যাশা করে না। আমার মতে, মানুষের প্রকৃত প্রশ্ন হচ্ছে 'আমি কীভাবে এসব সমস্যা অতি সহজে সমাধান করতে পারি'? আমি বিক্ষোভ প্রদর্শনে গিয়েছিলাম কিন্তু কোনও পরিবর্তন হয়নি। ২০০৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৫ মিলিয়ন লোক বুশের ইরাকে হামলার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে এসেছিল কিন্তু বুশ যুদ্ধে গিয়েছিল—এটা নৈরাশ্যজনক। এভাবে কোনও কাজ হয় তাও নয়। পৃথিবীতে আপনি যদি পরিবর্তন আনতে চান তাহলে দিনের পর দিন বিরক্তিকর, ক্লান্তিকর কাজ করে মানুষকে কোনও বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে হবে, সংগঠন বাড়াতে হবে, পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করতে হবে, হতাশায় অভিজ্ঞ হতে হবে এবং পরিশেষে কোনও এক প্রান্তে পৌঁছবে। আর এভাবেই পৃথিবীতে পরিবর্তন আসে। এভাবেই আপনি দাস প্রথা থেকে মুক্তি, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কর্মজীবী মানুষের জন্য নিরাপত্তা পেয়েছিলেন। যে কোনও সফলতাই এ ধরনের কঠোর প্রচেষ্টার ফল—বিক্ষোভ প্রদর্শনে অংশগ্রহণ করা এবং কোনও পরিবর্তন না হলে তা ত্যাগ করা কিংবা প্রত্যেক চার বছরে

www.pathagar.com

একবার ভোট দেওয়া এবং তারপর বাড়ি যাওয়া এসব করে অধিকার আদায় করা সম্ভব নয়। এর জন্য ভালো প্রার্থী পেলে আশাব্যঞ্জক, দুর্বলপ্রার্থী হলেও সমস্যা নেই কারণ এটা কেবল শুরু, শেষ নয়। আপনি এখানে আশা ছেড়ে দিলে ভোট দিতে পারবেন না। একটা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মাধ্যমে আপনার প্রার্থীকে বাধ্য করতে হবে যার জন্য আপনি তাকে ভোট দিয়েছিলেন। কোন বোতামে চাপ দেওয়া এবং তারপর বাড়ি চলে যাওয়া কোনও কিছু পরিবর্তন করতে পারবে না।

www.pathagar.com

৫

ইতিহাস এবং স্মৃতি

কেমব্রিজ, ম্যাসাসুসেট্‌স (১১ জুন ২০০৪)

প্রশ্ন: আপনার অফিসের এই ভয়ংকর চিত্রকর্মটি সম্পর্কে কিছু বলুন।

এ চিত্রকর্মটি হচ্ছে এলো সালভাদরের আর্চবিশপ অস্কার রোমেরোর ওপর দাঁড়ানো আজরাইলের, যার হাতে ১৯৮০ সালে অস্কার রোমেরো* নিহত হয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট জিম্মি কার্টারকে এল সালভাদরে সামরিক জান্তাদের সাহায্য না পাঠানোর জন্য কাকুতি মিনতি করে লেখা চিঠির কিছুদিন পর রোমেরোকে হত্যা করা হয়েছিল যিনি এল সালভাদরে ন্যূনতম মানবাধিকার রক্ষার কথা বলছিলেন। সাহায্য পাঠানো হয়েছিল এবং রোমেরোকে হত্যাও করা হয়েছিল। তারপর রোনাল্ড রিগ্যান ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। রিগ্যান সম্পর্কে আপনি যে সদয় উক্তিটি করতে পারেন তা হলো তিনি তাঁর প্রশাসনের নীতিমালা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না; তবে আমি ভান করবো তিনি অবগত ছিলেন। এল সালভাদরের জন্য রিগ্যানের শাসনামলটা ছিল এক ধ্বংসযজ্ঞ ও বিপর্যয়ের কাল। প্রায় সত্তর হাজার লোকদের হত্যা করা হয়েছিল। তাঁর শাসনামল শুরু হয়েছিল আর্চবিশপের হত্যার মধ্য দিয়ে। এটার শেষ হয়েছিল কিছুটা প্রতীকীরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা প্রশিক্ষিত ও পরিচালিত ছয় জন লাতিন আমেরিকান বুদ্ধিজীবী জেসুট প্রিস্টস'র নৃশংস হত্যার মধ্য দিয়ে। চিত্রকর্মটিতে ধর্মযাজকের সঙ্গে তাদের গৃহরক্ষক ও কন্যাকেও হত্যা করা হয়েছিল। দক্ষিণ রিও গ্রান্ডি হতে যারা অফিসে আসেন তারা ছবিটিকে চিনতে পারেন কিন্তু উত্তর রিও গ্রান্ডির কেউই তা চিনতে পারেননি।

---

*স্যান স্যালভাদরের ক্যাথলিক চার্চের তিনি চতুর্থ আর্চবিশপ ছিলেন। তিনি ছিলেন দারিদ্র্য, সামাজিক অসংগতি, নির্যাতন ও আত্মঘাতী হত্যার বিরুদ্ধে একটি সোচ্চার কণ্ঠস্বর।

www.pathagar.com

শত্রুরা যখন অপরাধ সংগঠন করে সেগুলো অপরাধ। বস্তুত, পুরোপুরি অব্যাহতি নিয়ে তাদের সম্পর্কে অতিরঞ্জন ও মিথ্যা বলে থাকি। আমরা অপরাধ সংগঠন করলে তা অপরাধ বলে বিবেচিত হয় না। আপনি সেটা রিগ্যানের স্তুতিপ্রথায় লক্ষণীয়ভাবে দেখতে পাবেন, যার সৃষ্টি হয়েছিল প্রকাণ্ড প্রচারকৌশলের মাধ্যমে। রিগ্যানের শাসনামল ছিল হত্যা, বর্বরতা ও সহিংসতাপূর্ণ যা অনেক রাষ্ট্রকে ধ্বংস করেছিল এবং লাতিন আমেরিকায় সম্ভবত দুইশত হাজার লোক হত্যা, শত শত হাজার হাজার মানুষকে এতিম ও বিধবা করেছে। কিন্তু এসবের এখানে উল্লেখ করা হবে না। তাদের মতে এ ধরনের কোনও কিছু ঘটেনি। নিকারাগুয়ায় কন্ট্রাযুদ্ধের জন্য যে ব্যক্তিটি দায়ী ছিলেন তিনি হচ্ছেন হন্ডুরাসের 'প্রোকনসাল' জন নিগ্রোপন্টে। নিগ্রোপন্টে ছিলেন হন্ডুরাসে নিয়োজিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত। নিকারাগুয়ায় সন্ত্রাসী সেনা আক্রমণের ঘাঁটি হিসেবে হন্ডুরাস ব্যবহৃত হয়েছিল। উপদূত হিসেবে তাঁর দুটি কাজ ছিল। প্রথমত, হন্ডুরাসের নিরাপত্তা বাহিনীর নৃশংসতার বিষয়ে কংগ্রেসকে মিথ্যা বলা যাতে হন্ডুরাসে সামরিক সাহায্য প্রবাহমান থাকে। দ্বিতীয়ত, ওই যুদ্ধ শিবিরগুলো তদারকি করা যেখানে ভাড়াটে সৈন্যদের নৃশংস কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত ও সুসংগঠিত করা হতো, যেই নৃশংসতার জন্য বিশ্ব আদালতে তারা নিন্দিত হয়েছিল। বর্তমানে নিগ্রোপন্টে ইরাকের উপদূত। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল তার একটি আর্টিকেলে দেখান একজন 'আধুনিক প্রোকনসাল' হিসেবে নিগ্রোপন্টে ইরাকে যাচ্ছেন এবং ১৯৮০-এর দশকে তিনি হন্ডুরাসে তাঁর পেশাগত উৎকর্ষতা দেখিয়েছিলেন। আমি সংযোজন করতে চাই, তিনি হন্ডুরাসে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ সিআইএ অফিসের দায়িত্বে ছিলেন। বর্তমানে তিনি পৃথিবীর বৃহত্তম দূতাবাসের দায়িত্বে আছেন। এসবের কিছুই ঘটেনি, এসব কোনও ব্যাপার না, যেহেতু এসব আমরা করেছি। ইতিহাস থেকে এটা মুছে ফেলার জন্য এ যুক্তিই যথেষ্ট।

প্রশ্ন: প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের রাষ্ট্রীয় শেষকৃত্য অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ভাবগম্ভীর ও জমকালো প্রদর্শনী দিয়ে আজকের *নিউইয়র্ক টাইমস* পরিপূর্ণ, রিগ্যান কন্ট্রাবিদ্রোহীদেরকে 'তাদের পূর্বপুরুষদের মতোই নৈতিকতার অধিকারী' বলে অভিহিত করেছিলেন। রিগ্যান সম্পর্কে আর. ডব্লিউ. এ্যাপল জুনিয়র 'লিগ্যাসি অব রিগ্যান নাউ বিগিনস দ্য টেস্ট অব টাইম' প্রবন্ধে *নিউইয়র্ক টাইমস* এর প্রথম পৃষ্ঠায় লিখেন, 'মানুষের জন্য তিনি একজন অসাধারণ রাজনৈতিক উপহার, একজন সংযোগকারী হিসেবে তাঁর প্রজ্ঞা, প্রতিভা, মার্কিন নাগরিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও সদয়তা গভীর ছিল।'

আর. ডব্লিউ. এ্যাপলের আর্টিকেলে রিগ্যানের সময়কার নৃশংসতার বিষয় সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলা হয়। আফ্রিকার কথাই ধরুন। রিগ্যানের শাসনামলে দক্ষিণ

www.pathagar.com

আফ্রিকার প্রতি তাঁর একটি 'গঠনমূলক অঙ্গীকার' নীতি ছিল। জাতিবিদ্বেষের তীব্র বিরোধিতা ছিল এবং কংগ্রেস দক্ষিণ আফ্রিকায় সাহায্য বন্ধের আইন পাস হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধি করার জন্য রিগ্যানকে মূলত কংগ্রেসের আইনের পাস কাটিয়ে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল। তারা বলেছিল যে, দক্ষিণ আফ্রিকা নিজেকে নেলসন ম্যান্ডেলার আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস নামক 'কুখ্যাত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী'র হাত থেকে রক্ষা করছিল। ওই সময়কালটা ছিল হত্যা, ধ্বংস ও সহিংসতায় পরিপূর্ণ কিন্তু এ সবকিছুই ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা হয়েছিল।

প্রশ্ন: রিগ্যানের শাসনামলে গ্রানাডায় আক্রমণ হয়েছিল। ওইদিন ১৯৮৩ সালের ২৫ অক্টোবর আপনি কলোরাডোর বোল্ডারে ছিলেন এবং আপনি বক্তব্য শুরু করেন এ বলে 'আজকের সকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রানাডায় আক্রমণ করল'। রিগ্যান বললেন গ্রানাডায় বিমানাঙ্গন নির্মাণ 'সোভিয়েত ও কিউবাকে ওই এলাকায় আরও শক্তিশালী করে তুলবে'।

রিগ্যান সম্পর্কে আপনি যে সদয় কথাটি বলতে পারেন তা হচ্ছে তিনি সম্ভবত কী বলছেন তা জানেন না। বক্তৃতালেখক তাঁর হাতে বক্তব্যের টোকা ঘটনাক্রমে, কৌতুকের টোকা তুলে দেন। কিন্তু তিনি ভান করেন যে তিনি তা জানেন, গ্রানাডা সোভিয়েত-কিউবার বেলাভূমি কারণ কিউবার কিছু ঠিকাদার ব্রিটিশ পরিকল্পনা ও সম্মতিতে একটি বিমানাঙ্গন তৈরি করছিল। মানচিত্রে কোথাও যদি গ্রানাডাকে পেত তাহলে রাশিয়া সেখানে বিমান ঘাঁটি গড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করত। রিগ্যান অসম্ভব কাপুরুষ ছিলেন। কে বিশ্বাস করবে যে গ্রানাডায় বিমান ঘাঁটি স্থাপন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হামলা করার জন্য; এটা কোনও পাগলও বিশ্বাস করবে না। নিকারাগুয়ার ক্ষেত্রে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতির জন্য নিকারাগুয়া দুর্দান্ত হুমকি ছিল' তাই রিগ্যান জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিল। তারপর তিনি ব্যাখ্যা দিলেন নিকারাগুয়া 'সন্ত্রাস ও নাশকতার আধার।' যারা-ই এ কথা শুনবে তারা হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারবে না কারণ এ সবকিছুই ছিল নিকারাগুয়াকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটা করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

প্রশ্ন: রিগ্যানের দাবি ছিল সেন্ট জর্জ ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের শিক্ষার্থীদের জীবন রক্ষার জন্য গ্রানাডায় এ হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাবি ছিল তারা মেডিসিন স্কুলের আমেরিকান শিক্ষার্থীদের রক্ষা করছিল। প্রকৃত ঘটনা হলো কিউবা এ বিষয় নিয়ে তৎক্ষণাৎ মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছিল যা গণমাধ্যম চাপা দিয়েছিল। পরে এসবের রহস্য দেরিতে হলেও উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল এবং অবশ্যই আক্রমণের প্রকৃত কারণ অস্পষ্ট ছিল না।

www.pathagar.com

কয়েক দিন আগে লেবাননে বোমা হামলায় ২৪০ জন মার্কিন নাবিক মারা গিয়েছিল এবং এ ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য গ্রানাডায় হামলার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল যে তারা গ্রানাডার হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করছে। হামলার পর রিগ্যানের অভিব্যক্তি হচ্ছে 'আমাদের দুর্বল সময় আর নেই। আমাদের সামরিক বাহিনী বীরদর্পে ফিরেছে এবং মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।' রিগ্যান মার্কিন নাগরিকদের ওপর ছড়ি ঘুরাচ্ছে এ ধারণা ভুল কারণ তিনি কোনও জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট ছিলেন না। এমনকী পত্রপত্রিকাও তা এখন স্বীকার করে। গেলাপ নির্বাচনের দিকে তাকান। দ্বিতীয় বুশ ছাড়া ক্ষমতায় থাকার সময় তার পরবর্তী সকলের চেয়ে ভোটে তিনি পিছিয়ে ছিলেন। ১৯৯২ সালের মধ্যে রিগ্যান রিচার্ড নিক্সন ছাড়া বাকি সকল জীবিত সাবেক প্রেসিডেন্টের মধ্যে অজনপ্রিয় হলেন।[১৪] তারপর একটা বিশাল প্রচারকৌশল অভিযান নাজিল হলো, মোটামুটি সফলতাও দেখিয়েছে—তাকে অর্ধদেবত্বে রূপ দেওয়ার জন্য দশ বছর ধরে এ রটনা চলছিল। প্রচারকৌশলের দিকে তাকান ও নির্বাচনের ফলাফল লক্ষ করুন; দেখবেন যতই প্রচারণা বাড়ছে ততই সাম্রাজ্যবাদী নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা সত্য যে সাম্রাজ্যবাদী প্রচারকৌশল মানুষকে প্রভাবিত করে।

ওয়াশিংটনের এই রাষ্ট্রীয় শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। আর তা হচ্ছে *নিউইয়র্ক টাইমসের* ভাষ্যমতে, স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী এই রাজকীয় অনুষ্ঠানে তিনশত পৃষ্ঠার শেষকৃত্য পরিকল্পনার প্রত্যেক মিনিটে কী হবে তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।[১৫] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এর নজির আর নেই। জন এফ. কেনেডির শেষকৃত্য অনুষ্ঠানটি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা, অনুষ্ঠানের পরেই একজন প্রেসিডেন্ট আত্তায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন। এর সঙ্গে তুলনীয় কিছু পাওয়ার জন্য আপনাকে উনিশ শতাব্দীতে বিকশিত জর্জ ওয়াশিংটনের অদ্ভুত রীতিনীতিতে ফিরতে হবে। ওয়াশিংটন একজন চমৎকার মানুষে পরিণত হয়েছিলেন; তিনি উত্তর কোরিয়ার কিম সুং দ্বিতীয়* এর মতো শ্রদ্ধেয় ছিলেন। ওই সময়টা ছিল কয়েকটি ঔপনিবেশকে একত্র করে একটা দেশে রূপান্তরিত করার সময়। গৃহযুদ্ধ অবধি *ইউনাইটেড স্টেইটস* শব্দটি ছিল বহুবচন, একবচন নয়। নব্য সংগঠিত জাতির অগ্রবর্তী হওয়ার জন্য একটি বড় ধরনের প্রচারণা প্রচেষ্টার দরকার ছিল বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর ধাঁচের। কিন্তু ওই সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত রিগ্যানের রীতিনীতির সঙ্গে তুলনীয় কিছুই পাওয়া যায়নি।

প্রশ্ন: এমআইটির নতুন একটি বিল্ডিংয়ে আপনার অফিসের বিপরীত পাশে সেন্টার ফর ল্যার্নিং অ্যান্ড মেমরি বিল্ডিং অবস্থিত। প্রচারণার প্রতিবন্ধকতার হাতিয়ার হিসেবে ইতিহাসের স্মৃতি ও ইতিহাসের জ্ঞান সম্পর্কে কিছু বলুন।

*কিম সুং দ্বিতীয় (১৯১২-১৯৯৪) উত্তর কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

www.pathagar.com

জর্জ অরওয়েলের** বহুপূর্বেই এটা বেশ ভালোভাবেই অনুধাবন করা হয়েছিল যে স্মৃতিকে অবশ্যই সংযম করতে হবে। শুধু স্মৃতি নয়, আপনার চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে অবশ্যই দমন করতে হবে কারণ জনগণ যদি জেনে যায় অভিযানের নামে যা হচ্ছে তা ন্যাক্কারজনক তবে জনগণ কোনও ক্রমেই অভিযানের সম্মতি দেবে না। আর এটাই হচ্ছে প্রচারণার মূল রহস্য অন্যথায় প্রচারণা কাজ করবে না। নিরেট সত্যটি বলেন না কেন? মিথ্যা বলার চেয়ে সত্য বলা সহজ। এতে আপনার ধরা পড়ার সম্ভাবনা নেই। এর জন্য আপনার কোনও প্রচেষ্টারও প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাস্তবতা হলো ক্ষমতাধরেরা কখনও সত্য বলতে সাহস করেন না কারণ যে কোনও ভাবে উদ্দেশ্য সাধন করাটাই শ্রেয়; আর তারা সত্য বলতে চান না কারণ তারা জনগণকে বিশ্বাস করতে পারেন না।

নিউইয়র্ক টাইমস মে'র ২৭ তারিখে হেনরি কিসিঞ্জার ও রিচার্ড নিক্সনের মধ্যে বাক্যবিনিময়বিষয়ক একটি আর্টিকেল প্রকাশ করেছিল যেখানে একটি অন্যতম অবিশ্বাস্য বাক্য ছিল যা আমার জন্য অভূতপূর্ব ছিল। কিসিঞ্জার সে কথাটি প্রকাশ না হওয়ার জন্য আদালতে অনেক কাঠখড় পুড়িয়েছেন কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। প্রকাশিত নথি হতে আমরা পাই যে, বিমান সরবরাহের অজুহাতে কম্বোডিয়ায় অতর্কিত হামলা চালানোর কথা নিক্সন কিসিঞ্জারকে বলেছিলেন। নিক্সন বলেছিলেন 'আমি চাই তারা সবখানে আঘাত করুক' এবং কিসিঞ্জার বলেছিলেন 'কম্বোডিয়ায় ব্যাপক বোমা হামলা, সচল সবকিছুই এর আওতাধীন।' এ বার্তাটি পেন্টাগনে পালনের জন্য পাঠানো হয়েছিল। এটাই ছিল সুস্পষ্টতই গণহত্যা যখন অন্যরা করে কিন্তু এর সত্যতা ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য।

বর্তমানে যুগোশ্লাভিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলসেভিচের বিচার চলছে এবং প্রসিকিউটরা বসনিয়ায় তার নৃশংসতার সরাসরি হুকুমের পক্ষে কোনও কাগজপত্র উপস্থাপন করতে পারছে না বিধায় বিচারকার্য বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। ধরুন তারা মিলসেভিচের এ রকম একটি উদ্ধৃতি 'সবকিছুতে আঘাত কর, সচল সবকিছুতে' পেয়েছিল। বিচার শেষ হয়ে যেতো। মিলসেভিচকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে নির্বাসনে পাঠানো হতো কিন্তু তারা এ ধরনের কোন তথ্য প্রমাণাদি বের করতে পারেনি। নিক্সন-কিসিঞ্জারের ট্রান্সক্রিপ্ট নিয়ে কি কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল? কেউ কি তা লক্ষ করেছিল? বস্তুত, অনেক আলোচনায় আমি এ বিষয়ের অবতারণা করেছি এবং আমার মনে হয়েছে মানুষ তা বুঝতে অক্ষম। আমি যখন বলি মানুষ

** এরিক আর্থার ব্লেয়ারের কলমি ছদ্মনাম জর্জ অরওয়েল। তিনি একাধারে একজন ইংরেজ ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক ও সমালোচক।

www.pathagar.com

তখন তা বোঝে কিন্তু তার পাঁচ মিনিট পর তারা তা ভুলে যায় কারণ তা তাদের কাছে খুবই অগ্রহণযোগ্য। আমরা এ ধরনের মানুষ হতে পারি না যারা প্রকাশ্যে ও জনসম্মুখে গণহত্যার কথা বলে এবং তা চালিয়ে যায়। আর এ কারণেই তা ঘটেনি এবং তা ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা তো দূরের কথা, এটা ইতিহাসে কখনও ঢুকতেই পারেনি।

প্রশ্ন: এ্যাট ওয়্যার উইথ এশিয়া বইয়ের 'অন ওয়্যার ক্রাইমস' প্রবন্ধে আপনি বার্ট্রেন্ড রাসেলের ইন্ট্রোডাক্শন টু দ্য ইন্টারন্যাশনাল ওয়্যার ক্রাইমস ট্রাইবুনাল অন ভিয়েতনাম-এর উদ্ধৃতির উল্লেখ করেছেন। রাসেল বলেছেন 'সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতিই এ রকম যে সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতার অধিকারী দেশের নাগরিকেরা উপনিবেশের অবস্থা সম্পর্কে সবশেষে জানে বা এর অবস্থা সম্পর্কে তাদের কম আগ্রহ থাকে।'

সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতার অধিকারী দেশের নাগরিকেরা সবশেষে উদ্‌বিগ্ন হয় রাসেলের এই মতের সঙ্গে আমি একমত হতে পারি না। আমার ধারণা তারা অবশ্যই উদ্‌বিগ্ন হয় এবং আর এ কারণেই তাদেরকে সবশেষে জানতে দেওয়া হয়। তারা এ বিষয়গুলো জানতে পারে না কারণ ব্যাপক প্রচারকৌশলের মাধ্যমে তাদেরকে এ বিষয়গুলো জানতে দেওয়া বা চাওয়া থেকে দূরে রাখা হয়। এ প্রচারণাটা প্রকাশ্যে কিংবা নীরবেও হতে পারে। আপনার নিজের অপরাধ সম্পর্কে নীরব থাকাটাও এক ধরনের প্রচারণা এবং উভয়প্রকার প্রচারণার কারণই হচ্ছে মানুষ তা পরোয়া করে, আসলেই কী ঘটছে তা যদি তারা জানতে পারে, তারা সেটা ঘটতে দেবে না। আমরা এখন তাই প্রত্যক্ষ করছি। ইরাকের ফালুজার সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর কথাই ধরুন। আপনি এগুলো পত্রিকার বড় বড় শিরোনামে দেখতে পাবেন না। নৌ সেনারা ফালুজা আক্রমণ করে অসংখ্য মানুষ মেরেছিল। যারা আমাদের আক্রমণের শিকার তাদের বিষয়ে আমরা অনুসন্ধান করি না আর এ কারণেই আমরা প্রকৃত সংখ্যা জানতে পারি না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পিছু হটতে হয়েছিল এবং কার্যত যদিও কেউ তা স্বীকার করবে না; তারা পরাজয় মেনে নিয়েছিল। নৌ সেনারা শহরটাকে উলটপালট করে দিয়েছিল, যেমনটা করেছিল সাদ্দাম হোসেনের পূর্বতন সেনাবাহিনী। কেন এ রকম হয়েছিল? এ রকম একটি হামলা যদি বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে হতো তাহলে বি৫২ এবং ব্যাপক স্থল অভিযানের মাধ্যমে জায়গাটা নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে খুব সহজেই এর সমাধান করা হতো। এবার কেন মার্কিন সৈন্যরা তা করলো না? কারণ জনগণ তা মেনে নিতো না। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে সরকারের নির্বাহী ক্ষমতা এতটাই প্রবল ছিল যে, তারা একা যে কোনও ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারত। এটা নিশ্চিতভাবেই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, ইচ্ছেমতো গণহত্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালানো আমাদের

www.pathagar.com

অধিকার। ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃশ্যত কোনও প্রতিবাদ আমরা অনেক দিন ধরে দেখিনি এবং ফালুজায় পরিচালিত অভিযানের মতো অভিযান ক্রমাগত চলতে থাকল। এখন এ রকম আর কিছু হচ্ছে না কারণ জনগণ তা বরদাস্ত করবে না। পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে বিভিন্ন রক্তপিপাসু অভিযান চালাত বর্তমানে তা সম্ভব না হওয়ার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে জনগণ তা মেনে নেবে না।

আমি সরকারের ফাঁস হয়ে যাওয়া নথিপত্র অনেক ঘেঁটেছি। আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা অন্যান্য দেশের গোপনীয় নথিপত্র দেখেন। যদি তারা গোপনীয়তা রক্ষা করত তবে কারা তাদেরকে দূরে রাখছে? অবশ্যই দেশের জনগণ। আপনি যত ব্যাপকভাবেই তা ব্যাখ্য করুন অভ্যন্তরীণ দলিলের ক্ষুদ্র অংশও নিরাপত্তার হুমকি হতে পারে। তাদেরকে প্রথমে যে কাজটি করতে হয় তা হলো ক্ষমতাধরদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে অন্ধকারে রাখা। আর এ কারণেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শ্রেণি, এটা হতে পারে ব্যবসায়ী শ্রেণি, সরকার কিংবা মতবাদ শক্তি তারা জনগণকে ভয় পায় এবং পরোয়া করে অতএব আপনাকে এডওয়ার্ড বার্নেসের ভাষায় সচেতনভাবে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসকে কারসাজির মাধ্যমে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে।

প্রশ্ন: ২০০৪ সালের জুন হচ্ছে মার্কিন ইন্ধনে গুয়েতেমালার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত জ্যাকব আরবেন্‌জের সরকারকে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাতের ৫০তম বর্ষপূর্তি।[১৯] অভ্যুত্থানের পর ডুয়াইট ডি. আইজেন আওয়ার অ্যালেন ডুলেস এবং অন্য শীর্ষ কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন 'আপনাদের সবাইকে সাধুবাদ। আপনারা এ অঞ্চলে সোভিয়েত ঘাঁটি নির্মাণ প্রচেষ্টাকে প্রতিহিত করে দিয়েছেন।' এই অভ্যুত্থানের ওপর স্টিফেন শ্লেজিঙ্গার এবং স্টিফেন কিন্‌জার বিটার ফ্রুট নামে একটি বই লেখেন। এই অভ্যুত্থান সম্পর্কে শ্লেজিঙ্গার তাঁর একটি আর্টিকেলে বলেন 'সিআইএ'র ইতিহাসে এটি কালো অধ্যায় গুলোর একটি।' গুয়েতেমালার অভ্যুত্থান সম্পর্কে কিছু বলুন।

বিটার ফ্রুট একটি ভালো বই। যদিও সিআইএর ইতিহাসে এটি কালো অধ্যায় ছিল না। সিআইএ হোয়াইট হাউসের প্রতিনিধি হিসেবেই তারা কার্যাবলি 'বিশ্বাসযোগ্য অস্বীকৃতির' মাধ্যমে সম্পাদন করেছিল, যা তারা বরাবরই করে আসছে। সব ধরনের অপরাধমূলক ও নৃশংস কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্ব সিআইএ'র ওপর অর্পণ করা হয়েছে কিন্তু সেখানে যদি কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় সেটার দায়ভার এজেন্সির কোনও 'কক্ষচ্যুত' কর্মকর্তার ওপর বর্তায়। কিন্তু এটা হাস্যকর। এমন কোনও ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন যেখানে সিআইএ প্রেসিডেন্টের কর্তৃত্বের বাইরে গিয়ে কাজ করেছে। আরবেন্‌জের উৎখাতে আইজেন আওয়ারের হুকুম ছিল। গুয়েতেমালা সোভিয়েতের একটি ঘাঁটি হওয়ার কারণে আইজেন আওয়ার ভালোভাবেই জানতেন যে পূর্ব ইউরোপের অস্ত্র গ্রহণে গুয়েতেমালাকে চাপ দেওয়া

www.pathagar.com

হচ্ছিল। গুয়েতেমালার গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈরী মনোভাব ছিল। গুয়েতেমালার একজন কবি গণতান্ত্রিক শাসনের এ সংক্ষিপ্ত সময়কে 'অনন্ত স্বৈরশাসনের দেশে বসন্তের ক্ষীণ ছোঁয়া' বলে অভিহিত করেন।

১৯৪৪ সালে জর্জ ওবিকো ক্যাস্টানেডার স্বৈরশাসনের অবসানের পর গুয়েতেমালা সত্যিকার অর্থেই একটি গণতান্ত্রিক সরকার পেয়েছিল যারা তাদের প্রগতিশীল সামাজিক নীতিমালার কারণে বিপুল গণসমর্থন পেয়েছিলেন। প্রথম বারের মতো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কৃষক সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছিল। প্রকৃত গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল যা লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশকে প্রভাবিত করতে পারত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সেটা ছিল জঘন্য অপরাধ। ডুলেস ও আইজেন আওয়ার তাঁদের গোপন বৈঠকে এ ব্যাপারে গভীর উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছিল। তাঁরা চিন্তিত ছিল এ নিয়ে যে গুয়েতমালা হয়ত পার্শ্ববর্তী হন্ডুরাসের বিভিন্ন আন্দোলনে সমর্থন জোগাচ্ছে কিংবা মধ্য আমেরিকার গণতন্ত্রপন্থি নেতা হোসে ফিগোরেসকে সাহায্য করছে যিনি কোস্টারিকায় স্বৈরতন্ত্র উৎখাতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট গুয়েতেমালাকে আক্রমণের হুমকি দেওয়ার ফলে গুয়েতেমালা ইউরোপের সামরিক হস্তক্ষেপ কামনা করে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিহত করে দেয়। শেষ পর্যন্ত গুয়েতেমালা তাদের আঞ্চলিক পরাশক্তির হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষার জন্য চেকোশ্লোভাকিয়ার কাছ থেকে সামরিক সাহায্য গ্রহণ করার মতো কৌশলগত ভুলের আশ্রয় নেয়। চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে গুয়েতেমালায় অস্ত্র যাওয়ার বিষয়টি মার্কিন সরকার আবিষ্কার করেছিল এবং তারা এটাকে তাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করে তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে টিকে থাকবে যদি গুয়েতেমালা চেকোশ্লোভাকিয়া হতে কয়েকটা রাইফেল সংগ্রহ করে? আক্রমণের অজুহাত হিসেবে এটাকে দাঁড় করানো হয়েছিল।

ঘটনাক্রমে, যদিও গুয়েতেমালা সম্পর্কে আমাদের কাছে প্রচুর তথ্য ছিল তা নিতান্তই কম ছিল। এর আংশিক কারণ হচ্ছে রিগ্যানের সমর্থকেরা নথিপত্র যাতে প্রকাশিত হয়ে না যায় সে বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক ছিল আর এসব নথিপত্রের প্রকাশ হলে রিগ্যানের শাসনামল সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যেতো। সাধারণত ত্রিশ বছর পর নথিপত্রের অবমুক্তকরণের জন্য মার্কিন আইনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন দরকার হয়। রিগ্যান প্রশাসন চায়নি যে এসব নথিপত্রের প্রকাশের ফলে গুয়েতেমালায় ১৯৫৪ সালে ও ইরানে ১৯৫৩ সালে কী ঘটেছিল সাধারণ মানুষ তা জেনে যাক। মানুষ সত্য জেনে যাবে এবং তাদের সরকার কী করেছিল জানবে এবং তারা তা মেনে নেবে না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন: খবরের কাগজের রেকর্ডমতে ১৯৫৪ সালে গুয়েতেমালার অভ্যুত্থানে নিউইয়র্ক টাইমসের ভূমিকা ছিল। সিআইএ'র পরিচালক নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতা সিডনি গ্রুসানকে এ ঘটনা থেকে অব্যাহতি দিতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন এবং পত্রিকার প্রকাশক আর্থার হেইজ সুল্‌জবারজার তাতে সম্মতি দিয়েছিলেন।

গুয়েতেমালার অভ্যুত্থানে *নিউইয়র্ক টাইমস* উৎসাহদানকারী এবং ১৯৫৩ সালে ইরান অভ্যুত্থানের প্রশংসাকারী ছিল। এ বিষয় নিয়ে ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানির জনসংযোগ কর্মকর্তা থমাস ম্যাক্ ক্যান *এ্যান আমেরিকান কোম্পানি* নামে একটি চমৎকার বই লিখেন, যেখানে তিনি এ্যাডওয়ার্ড বার্নেসের নেতৃত্বে অভ্যুত্থানে জনগণ ও সংবাদ মাধ্যমকে প্ররোচিত করার আপ্রাণ চেষ্টার বর্ণনা আছে। তারপর তিনি বলেন, 'এটা খুব কঠিন যে নিজের সুবিধার জন্য গণমাধ্যমকে ব্যবহার করা যখন ভুক্তভোগীরা এই অভিজ্ঞতা আস্বাদনে খুবই উদ্‌গ্রীব।'

প্রশ্ন: পাকিস্তানি লেখক ও রাজনৈতিককর্মী একবাল আহমদের টেররিজম: দেয়ারস অ্যান্ড আওয়ারস বইয়ের প্রচ্ছদে রোনাল্ড রিগ্যান হোয়াইট হাউসে আফগানিস্থানের কয়েকজন মুজাহিদিনের সঙ্গে বসা একটি আলোকচিত্র আছে। গণমাধ্যমে এ ছবিটির ব্যাপক প্রচার নেই। রিগ্যান প্রশাসন মুজাহিদিনদের সহায়ক ছিলেন পরবর্তী এসব মুজাহিদিনরাই তালেবান ও আল কায়েদায় রূপ লাভ করে।

রিগ্যান প্রশাসনের সঙ্গে মুজাহিদনদের সম্পর্ক শুধু সহায়তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তারা তাদেরকে সুসংগঠিত করেছিল। তারা আমূল সংস্কারে বিশ্বাসে ইসলামিদের—যারা যারপর নাই সহিংস, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগ্রহপূর্বক আফগানিস্থানে একটি সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা প্রধানত মুজাহিদিনদের অস্ত্র সরবরাহ, প্রশিক্ষণ ও পরিচালনা করলেও সিআইএ, ব্রিটেন ও অন্যান্য ক্ষমতাধরদের সহায়তায় মুজাহিদিনদের তাদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। আপনি এটাকে বৈধ ধরে নিতে পারতেন যদি তা আফাগানিস্থানকে রক্ষার উদ্দেশ্য হতো কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা তা ছিল না। বস্তুত, এটা আফগানিস্থানের যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করেছিল। মস্কো ১৯৮০'র দশকে আফগানিস্থান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নিতে ইচ্ছুক সে সম্পর্কে ধারণা সোভিয়েত নথিপত্র থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু সেটা কোনও ব্যাপার ছিল না। আফগানিস্থানকে রক্ষা নয় বরং রাশিয়ার ক্ষতি সাধনই ছিল মূল লক্ষ্য। মুজাহিদিনেরা রাশিয়ায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়েছিল। এ বাহিনীটা পরবর্তীকালে আল কায়েদায় রূপ নেয়। ঘটনাচক্রে, আফগানিস্থান থেকে রাশিয়ার সৈন্য প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গেই এসব সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় কারণ

www.pathagar.com

মুজাহিদিনদের মতে তারা যা করছিল সেটা হচ্ছে 'নাস্তিকদের' কাছ থেকে মুসলিম ভূখণ্ড রক্ষা করা।

প্রকৃতপক্ষে, ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনে আল কায়েদার নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না। ১৯৯৮ সালে সুদান ও আফগানিস্থানে ক্লিনটনের বোমা হামলাই মূলত আল কায়েদা সৃষ্টির মূল কারণ এবং সেটা বিশ্বের গোয়েন্দা সংস্থাসমূহও এমনকী মুসলিম বিশ্বেরও জানা। ওই বোমা হামলাই মূলত ওসামা বিন লাদেনের মতো সন্ত্রাসী নেতৃত্ব তৈরি, আল কায়েদাপন্থি নেটওয়ার্ক সৃষ্টি ও অর্থায়নে দ্রুত অগ্রগতি এবং লাদেন ও তালেবানদের মধ্যে—যারা পূর্বে লাদেন বিদ্বেষী ছিল—সম্পর্ক জোরদার করে। বিশেষ করে সুদানে বোমা নিক্ষেপ আরব বিশ্বকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। এটা ইতিহাসের অন্য আরেকটি মুহূর্ত যা ঘটেনি কারণ আমরা তা করেছিলাম। আমেরিকা এটা ভালো করে জানত তারা এমন একটা দেশকে বেছে নিয়েছে যেটা আফ্রিকার একটা দরিদ্র দেশকে ওষুধপ্রস্তুতসংক্রান্ত ও পশুরোগবিষয়ক জিনিসের জোগান দিত। অবশ্যই এ হামলার প্রভাব ছিল ভয়াবহ; সেটা কতটা ভয়াবহ ছিল তা আমরা জানি না কারণ আগেই বলেছি আমরা আমাদের অপরাধ নিয়ে অনুসন্ধান কিংবা পরোয়া করি না। কিন্তু জার্মানির একজন রাষ্ট্রদূতের *হার্ভার্ড ইন্টারন্যাশনাল রিভিউ* এবং *বোস্টন গ্লোব* এ প্রকাশিত তথ্যমতে, বোমা নিক্ষেপের ফলে হাজার হাজার লোক সেখানে মারা গিয়েছিল। এখানে, সেটা মাথা ব্যথার বিষয় নয়। কিন্তু আল কায়েদা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ধ্বংসকৃত জোগানের অর্ধেকও ধ্বংস করে দিতো তবে তা মাথা ব্যথার বিষয় হতো যেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড কিংবা ইসরায়েলের কাছে বড় উদ্‌বেগের বিষয় হতো—আমরা তখন বলতাম না যে 'ও, এটা তেমন বড় কিছু নয়' কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন সেটা করেছে তখন সেটা কিছুই না এবং এর পরিণামও তেমন ভয়াবহ ছিল না। যদি কেউ এটা উল্লেখ করার দুঃসাহস দেখায়, তবে সেটা শুধু একটা বৃথা আস্ফালন কেন না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে অবিবেচকের মতো বড় বড় অপরাধ করতে পারে সেই সত্যটা উল্লেখ করার স্পর্ধা কারোরই নেই। ১৯৯১ সালের দিকে অনেক কারণে ওসামা বিন লাদেন আমেরিকা বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব তাকে সাদ্দামের বিরুদ্ধে জিহাদ করা থেকে নিবৃত্ত করেছিল। কিন্তু মূল কারণ ছিল সৌদি আরবে ইসলামের দুটি পবিত্র শহরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি ছিল।

প্রশ্ন: ১৯৯৮ সালের আগস্টে আফগানিস্থান ও সুদানে ক্লিনটনের ক্রুইজ মিসাইল হামলার কয়েক সপ্তাহ পর আমি একবাল আহমদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম এবং তিনি বলেছিলেন 'ওসামা বিন লাদেন ভবিষ্যতে কী হতে যাচ্ছে শুধু তার একটা নিদর্শন..., মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় অগণিত বিষাক্ত বীজ বপন করেছে। সে সুপ্ত বীজগুলো ক্রমাগত বেড়ে উঠছে; কিছু পরিণত হয়েছে আর কিছু

www.pathagar.com

প্রক্রিয়াধীন। কেন সেগুলো বপন করা হয়েছিল তার ফলাফল কী এবং কীভাবে সেগুলো নিধন করতে হবে তার ওপর একটি নিরীক্ষা দরকার। ক্ষেপণাস্ত্র এসবের সমাধান নয়।'

এ মন্তব্যটি উপলব্ধি করার মতো। কীভাবে এসব সুপ্ত বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম হয়েছে তা জানার জন্য অনেক বিশ্লেষণধর্মী সাহিত্য আছে। এ বিষয়ের ওপরে সেরা বই ব্রিটিশ অনুসন্ধানকারী জেসন বার্কের লেখা *আল কায়েদা* বইটি একবাল আহমদ যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন তার যথার্থ প্রমাণ। বার্ক বলেন যে, আল কায়েদা কোনও সংগঠন নয় কিন্তু এটি একই ধরনের আদর্শ দ্বারা স্বাধীনসংস্থাগুলোকে নড়বড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত যাকে একটি 'নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক' বলা চলে। রিচার্ড ক্লার্কের *এগেইনস্ট অল এনিমিজ* বইয়ের মতে, ১৯৯৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা আল কায়েদা কিংবা ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগ দেয়নি। কিন্তু সুদান ও আফগানিস্থানে বোমা হামলার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আল কায়েদা ও ওসামা বিন লাদেনকে প্রতীকী রূপদান করে, যা একবাল ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন। এসব হামলা ও আফগানিস্থানে আক্রমণের পর থেকে আল কায়েদা গোষ্ঠীর আরও বেশি করে সদস্য বৃদ্ধি ও অর্থ সাহায্য বেড়ে যায়। বার্ক যথার্থই বলেছেন 'মার্কিনিদের শক্তি প্রয়োগ বিন লাদেনের বিজয়'। মার্কিনিদের শক্তি প্রয়োগ লাদেনকে তার অঞ্চলে পশ্চিমা বিশ্বের ধর্মযোদ্ধারা মুসলিম বিশ্ব ধ্বংসের চেষ্টা করছে এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হবে। ইরাক যুদ্ধের প্রভাব এ রকমই ছিল।

আজকের সকালে আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বীকার করে যে, 'প্যাটার্নস ইন গ্লোবাল টেররিজম' এর প্রতিবেদনে তাদের দাবি বুশ সন্ত্রাস কমিয়েছিল আসলে তা 'ভুল'। বস্তুত, সন্ত্রাস বেড়েছিল তারা তা স্বীকার করছে। আর সন্ত্রাস বাড়ার আংশিক কারণ হচ্ছে ইরাক যুদ্ধ, যা সম্পূর্ণটাই ছিল ভবিষ্যৎবাণী। প্রকৃতপক্ষে, গোয়েন্দা সংস্থা ও বিশ্লেষকেরা ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে হামলা চালালে সন্ত্রাস বেড়ে যাবে তা খুবই সুস্পষ্ট।

গোয়েন্দা বিশ্ব ও ওয়াশিংটনভিত্তিক রিচার্ড ক্লার্ক, সাবেক কোষাধ্যক্ষ সচিব পল ও' নেইল ও অন্যান্যদের কথিত গুপ্ত তথ্য ফাঁস নিয়ে অস্বাভাবিক কপটতা চলছিল। আর এ কপটতা ছিল এ নিয়ে যে দ্বিতীয় বুশ প্রশাসনের নব্যরক্ষণশীলেরা ইরাক হামলাকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চেয়ে বেশি দরকারি মনে করছিল। এসব গুপ্ত তথ্য ফাঁসের মাধ্যমে সবাই হতবাক হয়ে গিয়েছিল। আপনি বিস্মিত হবেন না কেন? ইরাকে হামলা করলে সন্ত্রাস বেড়ে যাবে তা জানার পরও ইরাকে হামলা করেছিল। এ থেকে তাদের অগ্রাধিকারের বিষয় জানা যায়। অধিকন্তু, তাদের নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রাধিকারের খাত নির্বাচন করা হয়। তারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নিয়ে মাথা ঘামায় না। যে বিষয় নিয়ে তারা মাথা ঘামায়, চ্যালমারস

www.pathagar.com

জনসনের যথার্থমতে, কোনও আশ্রিত মক্কেল রাষ্ট্রের কেন্দ্রে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, যা কিনা পৃথিবীর বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী অঞ্চল। এটাই গুরুত্বপূর্ণ অন্য কিছু নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মূলত ইরাক থেকে কোনও তেল চায় না, তারা পৃথিবীর যে কোনও প্রান্ত থেকে তেল আমদানি করতে পারে, তারা চায় ইরাকের তেল নিয়ন্ত্রণ, যা সম্পূর্ণ আলাদা উদ্দেশ্য। আর তা বোঝা গিয়েছিল ১৯৪০-এর দশকে যে, তেল নিয়ন্ত্রণ একটি প্রধান শক্তি আপনার শত্রুদের শায়েস্তা করার জন্য এবং মার্কিনিদের শক্তি হচ্ছে ইউরোপ ও এশিয়া। পৃথিবীর এসব অঞ্চল যে কোনও সময় স্বাধীনতার স্বাদ পেতে পারে আর তাদের স্বাধীনতা প্রতিহত করার অন্যতম উপায় হচ্ছে দরজা বন্ধ করে দেওয়া।

প্রশ্ন: প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর মার্কিন ভোটারদের 'নিকৃষ্টতর দুই বদমাশ' এর মধ্যে একটিকে নির্বাচিত করার সমস্যা পোহাতে হয়। আপনি বলেছেন যে আসন্ন নির্বাচনে জর্জ বুশ ও জন কেরির পার্থক্য হবে খুবই 'অল্প' যা কিছু লোকের চোখ কপালে তুলেছে। আপনি কি আপনার অবস্থানটা ব্যাখ্যা করবেন?

তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। কেরি ও বুশের বিভিন্ন নির্বাচনি এলাকা, বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকের সঙ্গে চলাফেরা। কেরি নির্বাচিত হলেও আন্তর্জাতিক নীতিতে কোনও বড় ধরনের পরিবর্তন হবে বলে আমি মনে করি না। ক্লিনটনের শাসনামলে যেমন নীতি ছিল তারই পুনরাবৃত্তি হবে। কিন্তু দেশীয় নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আশা করা যেতে পারে। বুশের আশেপাশের লোকজন ধর্মান্ধ। এ বিষয়ে তারা বেশ সোচ্চার। তারা তাদের ধর্মান্ধতার বিষয়টি লুকাচ্ছে না, এ জন্য তাদের দোষ দেওয়া যাবে না। বিগত শতাব্দীর প্রগতিশীল অর্জনগুলো তারা ধ্বংস করে দিতে চায়। তারা কম বেশি ক্রমবর্ধমান আয়কর থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। তারা সীমাবদ্ধ চিকিৎসাব্যবস্থার ধ্বংস চায়। তারা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, বিদ্যালয়, এসবের পিছু লেগেছে। রিগ্যানের মতো ছোটো সরকার তা চায় না। তারা একটা বিশাল অনাহূত প্রবেশমূলক সরকার চায় যেটি তাদের জন্য কাজ করবে। তারা খোলা বাজার নীতির বিরোধী। কেরির লোকেরা জনগণের জন্য যে আলাদা কিছু করবে তা কিন্তু নয় কিন্তু তাদের ভিন্ন বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার বিষয় আছে এবং তারা সীমাবদ্ধতার মধ্য থেকেও জনগণের জন্য কিছু করবে।

অন্য রকম ভিন্নতাও আছে। বুশের নির্বাচনি এলাকার বৃহত্তম অংশ জুড়ে চরমপন্থি মৌলবাদী ধর্মীয় অঞ্চল আছে। অন্য কোনও শিল্প প্রধান দেশে তা দেখা যাবে না। বুশ প্রশাসন তাদের নিয়ন্ত্রণে বা আয়ত্তে রাখার জন্য লাল মাংস ছুঁড়ে মারছে। যদিও তাদেরক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচি হতে দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে তবু তারা মনে মনে ভাবছে বুশ তাদের জন্য কিছু করছে। লাল মাংস ছুঁড়ে কাউকে

www.pathagar.com

কবলে রাখা পৃথিবীর অন্যদের জন্য মঙ্গলকর নয়, কারণ এর অর্থ হচ্ছে সহিংসতা এবং আগ্রাসন; নিজেদের জন্যও ক্ষতিকর কারণ তা নাগরিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করবে। অবশ্য, কেরির এসব নির্বাচনি এলাকা নয়। তারাও এ আসন পেতে আগ্রহী কিন্তু পারছে না। যে কোনওভাবে তাদেরকে শ্রমিক শ্রেণি, নারী, সংখ্যালঘু এবং অন্যদের তাদের কাছে টানতে হবে।

এগুলোও বুশ প্রশাসন হতে খুব বেশি ভিন্ন নয় কিন্তু সাধারণ জনগণের জন্য তারা কিছু করার চেষ্টা করবে। 'বুশ নির্বাচিত হলে আমার কিছু যায় আসে না এ রকম কথা' মূলত সে দেশের দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষকে বলছে। আপনাদের জীবন ধ্বংস হলেও আমার উদ্‌বেগের কিছু নেই, আপনার অসুস্থ মাকে সারিয়ে তোলার জন্য কিছু টাকা আপনার কাছে আছে কি নাই এ নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নাই। আমি পরোয়া করি না কারণ আমার মতে, এ দুজন প্রার্থীর মধ্যে মূলত কোনও পার্থক্য দেখি না'। এটা যে এ রকম বলার মতো, 'আমার দিকে মনোযোগ দেওয়ার কিছু নেই কারণ আমি তোমাদের ব্যাপারে মাথা ঘামাই না'। আপনি যদি একটি জনমুখর আন্দোলন ও একটি রাজনৈতিক বিকল্প প্রতিষ্ঠা করার আশা পোষণ করেন এটা শুধু ভুলই হবে না বরং এটা হবে দুর্ভোগের একটি রেসিপি।

www.pathagar.com

৬

সদ্‌উদ্দেশ্যাবলির মতবাদ

কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেট্‌স (৩০ নভেম্বর ২০০৪)

প্রশ্ন: আপনি 'ডকট্রিন অব গুড ইনটেনশনস বা সদ্‌উদ্দেশ্যাবলির মতবাদ' সম্পর্কে লিখেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিমালা অনেক সময় 'অনিষ্টকারী ব্যক্তি' ও 'মর্মান্তিক ভুল' প্রভৃতি প্রবচন দ্বারা ব্যাহত হয়। তা সত্ত্বেও আমাদের সদ্‌গুণের প্রমাণ অব্যাহত থাকে।

গণমাধ্যম ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে দুটি পরস্পরবিরোধী প্রবণতা দেখা যায়। যাদের একটিকে উইলসনের আদর্শবাদ বলা হয়, যেটি মহৎ উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আর অন্যটি পরিমিত বাস্তববাদ যার মূল কথা হচ্ছে আমাদের মহৎ উদ্দেশ্যের সীমাবদ্ধতাও বুঝতে হবে। অনেক সময় বাস্তব পৃথিবীতে আমাদের মহৎ উদ্দেশ্যাবলির যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। কেবল পন্থা এ দুটিই।

তা শুধু আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই দেখবেন না। ইংল্যান্ডের কথাই ধরুন। লন্ডনের *ফিন্যান্সিয়াল টাইমস* সম্ভবত পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট দৈনিক। *ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের* একজন প্রধান কলামিস্ট ফিলিপ স্টিফেন্স মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করে একটি লেখা ছাপান। তাঁর মতে মূল সমস্যাটা হচ্ছে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি উইলসনের আদর্শবাদ দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবিত। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রতি অতিমাত্রায় আবেগতাড়িত না-হয়ে এর সঙ্গে বরং 'আবেগহীন বাস্তবতা'রও সংযোজন দরকার আছে।

স্টিফেন্স আরও বলেন, নিঃসন্দেহে জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ার গণতন্ত্রের প্রতি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও আস্থাশীল। এ ব্যাপারটা তাদের কাছ থেকেই শুনেছি এবং তাদের কথাই সেটার প্রমাণ। আমাদের অধিকতর বাস্তববাদী হওয়া প্রয়োজন এবং স্বীকার

www.pathagar.com

করতে হবে যে, যদিও বুশ ও ব্লেয়ার তাদের 'সারা বিশ্বে গণতন্ত্র কায়েমের ঐশরিক মিশনে' নিবেদিতপ্রাণ, আমাদের অবশ্যই এটা বোঝা প্রয়োজন ইরাক ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ তাদের পরিকল্পিত ও নির্ধারিত উচ্চতায় পৌঁছতে নাও পারে।

ইরাকে মার্কিন হামলার অজুহাত—ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্র, ইরাকের সঙ্গে আল কায়েদার সম্পর্ক, ইরাকের সঙ্গে ৯/১১ এর সম্পর্ক, সবই ভেস্তে যাওয়ায় বুশকে নতুন কোনও অজুহাতের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়েছিল। তাই তাদেরকে মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 'ঐশরিক মিশন' নামক অজুহাতের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। বুশ যখন তাঁর নতুন পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন তখন *ওয়াশিংটন পোস্টে'র* একজন স্বনামধন্য সম্পাদক ও সংবাদদাতা ডেভিড ইগ্নাটিস অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি ইরাক যুদ্ধকে 'বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আদর্শবাদী যুদ্ধ' বলে অভিহিত করেন। 'গণবিধ্বংসী অস্ত্র কিংবা সন্ত্রাসী আল কায়েদা সম্পর্কিত বিভ্রান্তিকর গুজব নয় বরং এ যুদ্ধের পেছনে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য যুক্তি ছিল এটা একজন স্বৈরশাসকের অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছিল'। ইগ্নাটিসের মতে 'গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের' এ রূপরেখা প্রণীত হয়েছিল, পল উলফোভিৎস নামে 'প্রধান আদর্শবাদী' দ্বারা যিনি ছিলেন বুশ প্রশাসনে গণতন্ত্রকে ঘৃণাকারী ব্যক্তিদের অন্যতম প্রধান একজন। কিন্তু এটা কোনও ব্যাপার না। এর প্রমাণ হচ্ছে যে, ইগ্নাটিস যখন ইরাকের হিলা শহরে যান এবং ইরাকিদের সঙ্গে অ্যালেক্সিস ডি টকোভিল* নিয়ে কথা বলেন তখন উলফোভিৎস সঙ্গে ছিলেন। কাকতালীয়ভাবে হিলা হচ্ছে সেই শহর যেখানে মার্কিনিরা ইরাকিদের ওপর প্রথম সবচেয়ে বড় গণহত্যা চালিয়েছিল; এটাও বাদ দেন। বর্ণালির একদিকে ইগ্নাটিস অন্তপ্রান্তে হচ্ছেন কিছু সমালোচক যারা বুশের এই রূপরেখাকে মহৎ, উৎসাহব্যঞ্জক বলে মনে করলেও আরও বাস্তববাদী হওয়ার তাগিদ দেন এবং তারা মনে করেন ইরাকি সংস্কৃতি আমাদের এই গণতান্ত্রিক রূপরেখা গ্রহণে অক্ষম, সেখানে গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠা আমাদের সাধ্যের বাইরে এই সত্যটা মেনে নিতে হবে। নতুন করে এ নিয়ে বিতর্ক করার কী আছে? কিছুই নেই। বাস্তবিকপক্ষে এর বিপরীত বাস্তব তথ্যপূর্ণ কোনও ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত বিরল। যেমন, ফরাসিদের 'সভ্য সমাজ বিনির্মাণের মিশন', মুসোলিনির ইথিওপিয়ানদের সভ্যকরণের মহান দায়িত্ব। চেঙ্গিস খানের নথিপত্র ঘাটলেও হয়ত তার লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করার পেছনে কোন 'মহৎ উদ্দেশ্যের' সন্ধান পাওয়া যেত। দেখেন এর ব্যতিক্রম আপনি ইতিহাসে কোথাও খুঁজে পাবেন না।

---

* অ্যালেক্সিস ডি টকোভিল (১৮০৬-১৮৫৯) একজন ফরাসি রাজনীতি বিশেষজ্ঞ ও ইতিহাসবিদ ছিলেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন: ১৯৪১ সালে তেহরানে যোশেফ স্ট্যালিনের[**] সঙ্গে উইনস্টন চার্চিলের কথোপকথনের একটি উদ্ধৃতি আপনি ডেটারিং ডেমোক্রেসি বইয়ে দিয়েছেন। চার্চিল বলেন যে 'পৃথিবীর শাসনভার এমন সব জাতির ওপর ন্যস্ত করা উচিত যারা জাতি হিসেবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাদের যা আছে এর বাইরে বেশি কিছু তারা চায় না। পৃথিবীর শাসনভার যদি ক্ষুধার্তদের হাতে থাকে তবে সেখানে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। আমাদের কারওরই এর চেয়ে বেশি কিছু চাওয়ার যুক্তিকতা নেই; যারা নিজেদের মতো করে চলে এবং যাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই তাদের দ্বারাই শুধু শান্তি অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব। আমাদের ক্ষমতাই আমাদেরকে অন্যদের কাছ থেকে আলাদা করেছে। আমরা যেন তাদের বাসস্থানে বিত্তবানদের মতো শান্তিতে বাস করছি।'

চার্চিল হচ্ছেন সেই ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিদের একজন যারা তাদের মহৎ উদ্দেশ্যগুলো অতি উৎসাহের সঙ্গে প্রচারেই সীমাবদ্ধ থাকেন না মাঝে মাঝে সত্যও বলে ফেলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষণকাল পূর্বে চার্চিল বলেছিলেন যে, ব্রিটেনকে তার সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে হলে তার সামরিক ব্যয় অবশ্যই বাড়াতে হবে। তিনি বলেন 'অভিজ্ঞতার স্বল্পমজুদ ও নিষ্কলুষতার ভাণ্ডারসর্বস্ব নব্য কোনও আগন্তুক আমরা নই। সব মিলিয়ে পৃথিবীর বিশাল বিত্ত-বৈভব ও ব্যবসায়ের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণকারী আমরা। এই ভূখণ্ডের যা চেয়েছি সবই পেয়েছি এবং জোরপূর্বক অর্জিত ও শক্তিপ্রয়োগে রক্ষিত পৃথিবীর বিশাল বিষয়সম্পত্তিতে আমাদের দাবি অন্যদের চেয়ে বেশি যৌক্তিক।' এগুলো ছিল ১৯১৪ সালে চার্চিলের সংসদে দেওয়া ভাষণের অংশবিশেষ, যা তাঁর জীবনীকার ক্লাইভ পন্টিং পরবর্তীকালে উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। চার্চিল তাঁর এই বক্তব্য প্রায় ২০ বছর পরে আপত্তিকর অংশ পরিহার করে প্রকাশ করেছিলেন।

প্রশ্ন: প্যানথিওন সম্প্রতি একে প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত এট ওয়্যার উইথ এশিয়া বইয়ের মূল প্রচ্ছেদে মার্কিন সৈন্যের একটি উল্লেখযোগ্য সাদাকালো ছবি আছে। একজন সৈনিক অস্থিচর্মসার, অর্ধউলঙ্গ একজন ভিয়েতনামি বন্দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন: ইরাকে লিন্ডে ইংল্যান্ড[*] যত দ্রুত ধাবমান ছিলেন তার চেয়েও বেশি দ্রুত অগ্রসরমান।

একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে লিন্ডে ইংল্যান্ডের মতো বিশাল পেশিবহুল সৈনিক তিনি নন কিন্তু অন্যান্য দিক থেকে একই রকম। প্রকৃতপক্ষে আপনি যদি ম্যাসাসুসেট্‌স

[**] যোশেফ স্ট্যালিন (১৮৭৮-১৯৫৩) সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির আমৃত প্রধান নেতা।

[*] লিন্ডে ইংল্যান্ড একজন সাবেক মার্কিন সেনা সদস্য। তিনি ২০০৫ সালে আরও দশ জন সামরিক কর্মকর্তার সঙ্গে সেনা আদালতে ইরাক যুদ্ধের সময় বাগদাদের আবু গরিব কারাগারে বন্দিদের ওপর নির্যাতন, অত্যাচার করার কারণে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

রকমের। ইতিহাসের সবচেয়ে কুৎসিত সময়ের দিকে তাকান একই জিনিস দেখবেন। অসহায়ত্বের শিকার লোকদের ওপর অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার অপব্যবহার একটি সর্বজনীন প্রতিচ্ছবি। মূলধারার ব্যক্তিদের মধ্যে এশিয়ান স্কলারশিপের ডিন ও যুদ্ধবিরোধী পণ্ডিত জন কিং ফেয়ারব্যাংক এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন যে, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনামে হামলা অন্যায় ছিল। এতে পরোপকারের কোনও ইচ্ছা ছিল না।' হার্ভার্ডে যারা চীনা ভাষা বা চীনা সংস্কৃতি পড়েছেন তারা জানেন যে, বদান্যতার অজুহাতে ভিয়েতনামে হামলার ফল শুভ হয়নি। *নিউইয়র্ক টাইমসের* এ্যান্থনি লিউয়িস ভিয়েতনাম যুদ্ধকে 'এক সাংঘাতিক অন্যায় বলে অভিহিত করেন যা ভালো করার নামে ক্ষতি করেছে।' এ কথাটি সবাইকে নাড়িয়ে ছিল।

প্রশ্ন: জন এফ. বার্নসের নিউইয়র্ক টাইমসের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'শ্যাডো অব ভিয়েতনাম ফলস ওভার ইরাক রিভার রেইডস' গল্পে লেখেন 'ভিয়েতনাম যুদ্ধের ব্যাপারে ইরাকে অবস্থানরত মার্কিন সৈন্যদের কাছ থেকে সব সময়ই এড়িয়ে যাওয়া হতো। ৩০ বছর পূর্বে ভিয়েতনাম থেকে সর্বশেষ আমরিকান কমবেট ইউনিট যখন প্রত্যাহার করা হয় তখন তাদের অনেকেরই জন্ম হয়নি। যাদের কাছে আমেরিকার জন্য একটা যুদ্ধে হেরে যাওয়া একটি অশুভ লক্ষণ বলে যারা বিবেচনা করত; তারা আশঙ্কা করছিল যে ইরাক যুদ্ধেও তারা হেরে যাবে।'

প্রথমত, ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হেরেছিল এ মতের সঙ্গে যে অল্প কয়জন দ্বিমত পোষণ করেছিলেন আমি তাদের মধ্যে একজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রকৃত অর্থে বিজয়ী হয়নি কিন্তু তার সর্বাধিক উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বিশাল ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের ভিয়েতনামের মতো অরক্ষিত শত্রুর বিরুদ্ধে হেরে যাওয়ার কোনও কারণই নেই। এটা হতে পারে না।

১৯৪০-এর দশকের শেষ দিকে কেনেডি যখন পুরোদমে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন তখন প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সম্পদবহুল থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার মতো প্রতিবেশী দেশের কাছে স্বাধীন ভিয়েতনাম দৃষ্টান্ত হয়ে যাবে। যদিও ১৯৬০-এর দশকের মধ্যভাগে দক্ষিণ ভিয়েতনাম পুরোপরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যেটি ছিল মার্কিন হামলার প্রধান লক্ষ্য। ভিয়েতনাম যে কখনও একটি আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে সে সম্ভাবনাগুলো প্রায় পুরোপুরি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ১৯৬৭ সালে স্বনামধন্য সামরিক ইতিহাসবেত্তা ও ভিয়েতনামি বিশেষজ্ঞ বার্নার্ড ফল বলেন ভিয়েতনাম একটি সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক সত্ত্বা হিসেবে চিরতরে 'বিলুপ্ত' হয়ে যাওয়ার সকল উপক্রম ছিল।

সাধারণত আমি টেলিভিশনে অনুষ্ঠান উপভোগ করি না কিন্তু কয়েক মাস আগে আমি যখন একটি হোটেলে ছিলাম তখন 'ভিয়েতনাম অবসেশন' নামে সিএনএন-এর একটি অনুষ্ঠান দেখেছিলাম। চিন্তাবিদেরা অনুষ্ঠানে শুধু কীভাবে মার্কিন

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট হামলা করেছিলেন এ বিষয়ে আলোচনা নিয়ে মগ্ন ছিলেন কিন্তু প্রকৃত ঘটনা, ভিয়েতনামে কী ঘটেছিল তা নিয়ে কেউ কথা বলেননি। সেখানে প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছিল তা ক কেউ কোনও দিন বলেছে? কেনেডির ভিয়েতনামে বোমা হামলা, রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার এবং জনগণকে বাস্তুহারা করার সাত বছর পর কিংবা ভিয়েতনামের অস্তিত্ব বিলুপ্তির আশঙ্কাসম্পর্কিত বার্নার্ড ফলের ভবিষ্যদ্‌বাণীর দুই বছর পর জন কেরি ভিয়েতনামে কী করছিল সেটা কি কেউ কখনও জিজ্ঞেস করেছে? কেউ সে আলোচনায় যায়নি কারণ এটা দেখাতে হবে যে, আমরা (আমেরিকানরা) পরোপকারী, আমরা একটা ভুল করে ফেলেছি, যুদ্ধে হেরেছি কারণ আমাদের সর্বাধিক উদ্দেশ্য সফল হয়নি। কোনও শিক্ষিত ব্যক্তির এ ধরনের ধারণার বাইরে যাওয়ার সুযোগ ছিল না।

ভিয়েতনাম যুদ্ধকে যদি পরিহার করি তবে ভিয়েতনাম একটি আসক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। বর্তমানে *নিউইয়র্ক টাইমস* তার প্রথম পৃষ্ঠায় মার্কিন যুদ্ধাপরাধের ছবি ও এর কারণ প্রকাশ করছে।

প্রশ্ন: আপনি কি নিউইয়র্ক টাইমসের ৪ নভেম্বর ২০০৪ সংখ্যার উল্লেখ করছেন; যেখানে মার্কিন সৈন্যদের ফালুজায় একটি হাসপাতাল দখলের সংবাদ ছিল?

অবশ্যই। ফালুজায় হাসপাতাল দখল ছিল একটি ভয়ানক যুদ্ধাপরাধ। তারা তার একটা কারণ দাঁড় করিয়েছিল। কারণটি হলো এ হাসপাতালটি 'মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে প্রচারণার কেন্দ্রবিন্দু ছিল' এবং এটি 'বেসামরিক লোকদের প্রাণহানির বিষয়টি অতিরঞ্জিতভাবে জনসমক্ষে পেশ করেছিল।' প্রথমত, বেসামরিক লোকদের প্রাণহানির সংখ্যা অতিরঞ্জিত ছিল তা আমরা কীভাবে জানি? আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি। দ্বিতীয়ত, অতিরঞ্জিত প্রাণহানির বিষয়টির প্রকাশ অযৌক্তিক ছিল এর ফলে হাসপাতাল দখলের ধারণা। জেনেভা কনভেনশনও এর চেয়ে বেশি সুস্পষ্ট হতো না। জেনেভা কনভেনশনে এটা সুস্পষ্ট যে, 'চিকিৎসা ও ধর্মীয় সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে সম্মান করতে হবে এবং তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে...। মেডিক্যাল ইউনিট ও পরিবহণ ব্যবস্থাকে সকল সময়ই সম্মান করতে হবে ও সুরক্ষা দিতে হবে এবং এসবের উপর হামলা করা যাবে না।' ফালুজার হাসপাতালে হামলাকালে রোগীদের তাদের বিছানা হতে লাথি মেরে বের করে দেওয়া হয়েছিল এবং ডাক্তার ও রোগীদের বলপূর্বক মেঝেতে শুইয়ে রেখে হাতকড়া পরানো হয়েছিল। এটা জেনেভা কনভেনশনের গুরুতর লঙ্ঘন। এসব কাজের কারণে প্রকৃত অর্থেই মার্কিন আইনে রাজনৈতিক নেতৃত্বদানকারীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত। ১৯৯৬ সালে রিপাবলিকান কংগ্রেস কর্তৃক পাস হওয়া যুদ্ধাপরাধ আইন অনুযায়ী তারা সবাই মৃত্যুদণ্ডের উপযোগী।

www.pathagar.com

আপনার কি মনে আছে, ১৯৯৯ সালে চেচ্‌নিয়ার গ্রজ্‌নিতে রাশিয়ার আক্রমণের কথা? গ্রজ্‌নি ও ফালুজার আয়তন ও জনসংখ্যা প্রায় সমান, তিনশত হাজার। তারা বোমা মেরে গ্রজ্‌নিকে উড়িয়ে দিয়েছিল। রাশিয়ার গ্রজ্‌নি হামলা ঠিকই একটি গুরুতর যুদ্ধাপরাধ কিন্তু আমরা যখন এমন কাজ করি তখন তা স্বাধীনতা প্রদানের জন্য করি। এমবেডেড সাংবাদিকেরা নৌ সেনাদের দুর্ভোগের কথা বলছেন যারা খুবই উত্তেজিত এবং প্রতিনিয়তই মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। রাশিয়া কিংবা নাৎসি সাংবাদিকেরা এর চেয়েও কি বেশি নিকৃষ্ট ছিল?

প্রশ্ন: স্বনামধন্য ব্রিটিশ চিকিৎসা সাময়িকী ল্যান্‌সেট ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের পরে সেখানে গবেষণা চালিয়ে আঁতকে ওঠার মতো মৃতের সংখ্যা আবিষ্কার করে যা মূলধারার সংবাদ মাধ্যমে আসেনি।

ল্যান্‌সেট একটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষণশীল গবেষণা চালিয়েছিল এবং তাদের ভাষ্য ছিল যুদ্ধের ফলে ইরাকে সম্ভবত 'বাড়তি মৃতের সংখ্যা' ছিল প্রায় একশত হাজার। তাদের গবেষণায় ফালুজায় সহিংস মৃতের প্রকৃত সংখ্যার কথা উঠে আসেনি, আর এই মৃতের সংখ্যা অন্য সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যেতো; গবেষণাধীন এলাকার মধ্যে কুর্দি অঞ্চলও ছিল যেখানে আসলেই কোনও যুদ্ধ হয়নি বললেই চলে। আর এ কারণেই তা জাতীয় মৃতের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছিল। মার্কিন গণমাধ্যমে এ তথ্যের উল্লেখ ছিল কিন্তু তার অধিকাংশই অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। যদিও এই গবেষণায় এপিডেমিওলজিকেল পদ্ধতির ব্যবহার ছিল। ব্রিটেনে এই পরিসংখ্যান কিছুটা হলেও মানুষকে প্রতিবাদমুখর করে তুলেছিল যার ফলে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়ে নির্বোধের মতো মন্তব্য করেছিল। টনি ব্লেয়ারের মুখপাত্র বলেছিলেন এই পরিসংখ্যানের আসলেই কোনও ভিত্তি নেই 'কারণ গবেষণার ফলাফলটা ছিল মনগড়া।' তাছাড়া ইরাকের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ইঙ্গ-মার্কিন সরকারের নিয়ন্ত্রিত মন্ত্রণালয়, মৃতের সংখ্যা আরও কম উল্লেখ করে। ইংল্যান্ড অন্তত এ বিষয় নিয়ে কথা বলেছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাতে কিছু যায় আসে না।

এ কি নতুন কিছু? ভিয়েতনামে কত *মিলিয়ন* লোক মারা গিয়েছিল তার প্রকৃত চিত্র আমাদের জানা নেই। অফিসের হিসেব মতে, প্রায় দুই মিলিয়ন কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা চার মিলিয়ন। আমার জানা মতে, ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রাণহানির সংখ্যা খতিয়ে দেখার জন্য মার্কিন জনগণ একটি জনমত জরিপের পক্ষে সমর্থন দিয়েছিল। গবেষণার ফলও ছিল অফিসের হিসাবের ৫ শতাংশ। এটা জার্মানির নাগরিকদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কতজন ইহুদি মারা গিয়েছিল, তাদের উত্তর ছিল তিনশত হাজার এ কাহিনির মতোই।

গেরিলারা যাতে করে কোনও প্রাকৃতিক সাহায্য না পায় সে জন্য কেনেডি ১৯৬২ সালে ক্যানসার সৃষ্টিকারী ডিঅক্সিনের দ্বারা খাদ্যশস্য ও গাছপালা ধ্বংসের মাধ্যমে

www.pathagar.com

কত লোককে যে রাসায়নিক অস্ত্রের শিকার বানিয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। আমেরিকার সৈন্যদের ওপর এজেন্ট অরেঞ্জের* প্রভাব বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়েছিল। প্রথম দিকে পেন্টাগন মার্কিন সৈন্যদের ওপর এজেন্ট অরেঞ্জের ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কিন্তু এখন তারা গবেষণার ফলাফল মেনে নিয়েছে। কিন্তু ভিয়েতনামি নাগরিকেরা যে এর ভুক্তভোগী তাদের কী হবে? কানাডার হার্টফিল্ড কন্‌সালটেন্টস ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তারা এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছেন, ডিঅক্সিন ক্যানসার সৃষ্টি ছাড়াও আরও কিছু মারাত্মক সমস্যা যেমন হাত পা ও মগজবিহীন শিশুদের জন্মদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহারের ফলে ভিয়েতনামে কত লোক মারা গিয়েছিল তার প্রকৃত সংখ্যা জানা কঠিন তবে তা প্রায় অর্ধ মিলিয়ন বা এক মিলিয়ন হবে। ভিয়েতনামে ডিঅক্সিনের ক্ষতিকর প্রভাব দেখা দিয়েছিল কারণ এজেন্ট অরেঞ্জ শুধু দক্ষিণে ব্যবহৃত হয়েছিল। হ্যানয়ের হাসপাতাল বিকলাঙ্গ ভ্রূণে পরিপূর্ণ ছিল না; তবে সায়গনের হাসপাতালগুলো ভ্রূণে পরিপূর্ণ ছিল। বস্তুত, বারবারা ক্রসেটি *নিউইয়র্ক টাইমসে* এক দশক আগে একটি আর্টিকেলে লেখেন 'ভিয়েতনাম একটি চমৎকার গবেষণার স্থান... যেটি একটি বিশাল নিয়ন্ত্রণ গোষ্ঠীর জোগান দেয়' যেখানে উত্তরের লোকদের ওপর ডিঅক্সিন ছিটানো হয় না।[২২] গবেষণা করলে কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় জানা যেতো যে, উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে বিকলাঙ্গ ও ক্যানসারের হারের যে কত পার্থক্য! যে প্রশ্নটি চলে আসে তা হলো—আমাদের এসব কৃত অপরাধ থেকে শিক্ষণীয় কিছু আছে কি? এর বাইরে কিছু না।

আপনি যদি জাপানি সাহিত্যের দিকে তাকান, দেখবেন শত শত হাজার হাজার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই, মণ মণ ফুটনোটে তারা নানকিং হত্যাযজ্ঞের কথা অস্বীকার করে। তাদের দাবি শুধু কয়েক শত হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছিল। আর যেহেতু জাপানিরা পরাজিত হয়েছিল তাই এ ব্যাখ্যা সন্দেহাতীত নয়। এটা এক ধরনের এক পক্ষীয় ব্যাখ্যা যা মানুষ প্রত্যাখ্যান করতে পারে এবং জাপানিরা এর জন্য নিন্দিত হয়েছিল।

***প্রশ্ন:** এমন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে যে, ফালুজা থেকে বেসামরিক লোকেরা পলায়নের চেষ্টা করছে, মার্কিন বাহিনীর পশ্চাদপসরণ হচ্ছে এবং ইরাকের রেড ক্রিসেন্টের গাড়িবহর বন্দি ও আহত ইরাকিদের চিকিৎসা সেবা প্রদান হতে ফিরে আসছে।*

*ভিয়েতনাম যুদ্ধের অংশ হিসেবে মার্কিন সেনাবাহিনী ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত উদ্ভিদনাশক ব্যবহার করেছিল। এটাকে এজেন্ট অরেঞ্জ বলে।

www.pathagar.com

পুরুষ ছাড়া অন্যান্য বেসামরিক লোকদের ফালুজা থেকে পালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সামরিক বাহিনীতে যোগদানের বয়সিদের মোটামুটিভাবে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর এমনটাই ১৯৯৫ সালে শেব্রিনিকায় ঘটেছিল। একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকিদের বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছিল, বের হবার সুযোগ দেয়নি। পুরুষ ছাড়া শুধু নারী ও শিশুদের পলায়নের ব্যবস্থা ছিল। ধারণা করা হয় পুরুষদের মেরে ফেলা হয়েছিল। আর এ-ই হচ্ছে গণহত্যা যদি তা সার্বিয়া করে আর আমরা যখন করি তখন তা স্বাধীনতা প্রদানের নিমিত্তে করি।

প্রশ্ন: সম্প্রতি নিউইয়র্ক টাইমসে মাইকেল জেনফস্কি 'রাইট এক্সপার্টস সি পসিবিলিটি অব এ ওয়্যার ক্রাইম' *নামে একটি আর্টিকেলে বলেন 'মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা বলেন আমেরিকার সৈন্যরা হয়ত পলাতক বেসামরিক লোকদের ফালুজায় ফিরিয়ে এনে যুদ্ধাপরাধ করেছে। জেনেভা কনভেনশনের কয়েকটি অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে বিশেষজ্ঞরা বলেন, উদ্‌বাস্তু বেসামরিক লোকদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য যুদ্ধসম্পর্কিত স্বীকৃত আইনে সামরিক শক্তির প্রয়োজনের কথা বলা আছে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের প্রত্যাবর্তন কনভেনশন পরিপন্থি'। জেনফস্কি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্রের উদ্ধৃতি টেনে বলেন, 'আমাদের সামরিক বাহিনী আকস্মিক বাছ বিচারহীনভাবে কোনও ব্যক্তি বা বেসামরিক লোকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে না। যুদ্ধে অংশগ্রহণের নিয়মকানুনগুলো গভীর অনুসন্ধানকৃত ও পরীক্ষিত এবং আমাদের বাহিনী তা সুচারুভাবে অনুসরণ করে।'*

খুব মজার ব্যাপার হলো এই যে, কেবল যে যুদ্ধাপরাধ নিয়ে গণমাধ্যম কথা বলছে তা হলো একজন নৌ সেনার যুদ্ধে প্রায় পরাজয়ের প্রান্তে এসে একজন আহত ইরাকিকে হত্যা করে ফেলা। কীভাবে আমেরিকানরা এত নিচে নামতে পারে? হ্যাঁ, সে যা করেছিল তা অবশ্যই অপরাধ, তবে তা অতিক্ষুদ্র ফুটনোটের ন্যায়। এমনকী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে এ রকম ছোটোখাটো অপরাধের উল্লেখ করা হবে না। মাই লাই এর ঘটনার ক্ষেত্রে যা হয়েছিল তার মতোই প্রকৃত অপরাধ দমনের জন্য আমরা তা উড়িয়ে দিই। মাই লাই হত্যাযজ্ঞ* ভিয়েতনাম যুদ্ধের শুধু একটি ফুটনোট হিসেবে উল্লেখ ছিল। আসলে এটা ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অপারেশন—অপারেশন হুইলার—যা আমাদের মতোই টাই, জ্যাকেট পরিহিত ব্যক্তিদের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অফিসে বসে বি৫২ দ্বারা গ্রামে হামলার অংশ।
এটি ছিল অসংখ্য অপারেশনের একটি যেখানে কত লোক নিহত হয়েছিল তার সংখ্যা কে জানে। কিন্তু একটি বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু অশিক্ষিত, নিঃস্ব মার্কিন সৈন্য যারা ভয়ে কয়েক শত লোক মেরেছিল তা ছিল অপরাধ। আমাদের চেয়ে তাদের

* ১৯৬৮ সালের ১৬ মার্চ দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন সেনাবাহিনী এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। এটাই মাইলাই হত্যাযজ্ঞ নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

ভিন্নতা-ই যুদ্ধাপরাধের বিচারের মানদণ্ড। নিঃস্ব, অশিক্ষিত মানুষের অবশ্যই যুদ্ধের ভয় আছে। তারা যদি কোনও অপরাধ করে তবে তা ভয়ানক মনে করা হয়। যদি আমাদের মতো শিক্ষিত, বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ নিরাপদে বসে মারাত্মক অপরাধ করে—বিশেষ করে মারাত্মক অপরাধেরও আদেশ দেয়—তা কোনও অপরাধই না। পক্ষান্তরে, নুরেমবার্গ সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে কাজ করেছিল। যেসব সৈন্য ঘটনাস্থলে ছিল তাদের বিচার হয়নি; বিচার হয়েছিল বেসামরিক আদেশপ্রদানকারীদের।

প্রশ্ন: টলেডো ব্লেইড টাইগার ফোর্সকে নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য পুলিৎজার পুরস্কারজয়ী গবেষণা পেশ করেছিল যেটির সৃষ্টি হয়েছিল ১০১তম বিমান বাহিনীর অংশহিসেবে আর এই টাইগার ফোর্স ১৯৬৭ সালে ভিয়েতনামের মূল পার্বত্য এলাকায় একের পর এক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। এটি মর্মান্তিক স্বাক্ষ্য বহন করে।

যা হোক, এটা লক্ষ্যচ্যুত হচ্ছে। হ্যাঁ, এসব সৈন্য নৃশংসতা চালিয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৭ সালে বার্নার্ড ফল তাঁর প্রকাশিত একটি আর্টিকেলের শেষে বলেন, 'একটি সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক সত্তা হিসেবে ভিয়েতনাম বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে... কারণ এমন সর্ববৃহৎ সামরিক অস্ত্রের ব্যবহার এ ভূখণ্ডে হয়েছে যা অকল্পনীয়।' অপরাধের তুলনা করুন। হ্যাঁ, টাইগার ফোর্স যা করেছে তা অবশ্যই নৃশংস।
কিন্তু এ ব্যক্তিদের কী হবে যারা হার্ভার্ড ও এমআইটি থেকে এসব আক্রমণের পরিকল্পনা ও এ দেশকে বিভিন্ন পন্থায় ধ্বংস করার কর্মসূচি হাতে নিয়েছিল? এসবের কোনও তুলনা নেই। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয় নিয়ে *এট ওয়্যার উইথ এশিয়া* বইয়ে আমি After Pinkville নামে একটি লেখা লিখেছিলাম যে নামটি মানুষ প্রথম মাই লাই এর জন্য ব্যবহার করেছিল। মূলত আমাকে *দ্য নিউইয়র্ক রিভিউ অব বুক্স* এর জন্য প্রবন্ধটি লিখতে বলা হয়েছিল—যা আগে থেকেই আমি লিখছিলাম—এবং আমি এই শর্তে সম্মতি দিয়েছিলাম যে, আমি কদাচিৎ মাই লাই এর উল্লেখ করবো। এ প্রবন্ধটি ওয়াশিংটন থেকে ভিয়েতনামে ঘটানো অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট অপরাধবিষয়ক। ওয়াশিংটনের পরিকল্পনাকারীরা প্রকৃত যুদ্ধাপরাধী; যুদ্ধক্ষেত্রের সৈন্যরা নয়। ওয়াশিংটনে বেসামরিকদের থেকে শুরু হয় চেইন অব কমান্ড। এমন লোকেরাই নুরেমবার্গ ও টোকিও ট্রায়ালে অভিযুক্ত হয়েছিল। আর আমরা যদি নুনতম সত্যবাদীও হই তবে তারাই অভিযুক্ত হবে যারা আমাদের এসব জনহিতকর ও সদয় উদ্দেশ্যের ধারক ও বাহক এবং যারা তাদের অপরাধ লুকানোর চেষ্টা করছে।

প্রশ্ন: ১৯৬৯ সালের এপ্রিলে উইলিয়াম এফ. বাক্‌লের ফায়ারিং লাইন অনুষ্ঠানের একটি রেকর্ডিং সম্প্রতি আমি শুনছিলাম। ভিয়েতনাম সম্পর্কে বলতে গিয়ে আপনি বলেছিলেন 'আমাদের ও অন্যান্য সমাজের সবচেয়ে আতঙ্কের দিক হচ্ছে

www.pathagar.com

ভিয়েতনামে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর প্রতি সুস্থ, বিবেকবান ও যৌক্তিক মানুষগুলোর নির্লিপ্ততার প্রকাশ হঠাৎ করে আবির্ভূত হওয়া হিটলার, লেমেই কিংবা অন্যান্যদের চেয়েও বেশি আতঙ্ককের। এরূপ উদাসীনতা ও অদৃঢ়তার জন্যই এসব লোক এ রকম নৃশংস কাজ করতে পেরেছিল।'

এসবের অধিকাংশই আপনি শিক্ষিত মানুষের মধ্যে পাবেন। সাধারণ মানুষ এসব ধ্যান-ধারণা থেকে বেশ অন্য ধাঁচের।

প্রশ্ন: আপনি কেন শিক্ষিত শ্রেণির ওপর এত দায়ভার চাপাচ্ছেন?

কারণ দায়দায়িত্ব সুযোগ-সুবিধা ভোগের সঙ্গে সম্পর্কিত। আপনি যত বেশি সুবিধাভোগী হবেন তত বেশি দায়িত্ব আপনার। জার্মানির নাৎসিদের কথাই ধরুন, যারা ইতিহাসে সবচেয়ে নিন্দিত। কিছু সহায়সম্বলহীন মানুষকে প্রাচ্যের দিকে নৃশংসতার জন্য পাঠালেন—এখানে তাদের কোনও বেছে নেওয়ার সুযোগ নেই। সে যদি আপত্তি করত তবে তাকে মেরে ফেলা হতো। কিন্তু মার্টিন হাইডেগারের বেছে নেওয়ার সুযোগ ছিল। তিনি নাৎসিদের সমর্থনবিষয়ক বিভিন্ন বই ও আর্টিকেল না লিখলেও পারতেন।

এমআইটির মত জায়গায় যারা অবস্থান করেন তাদের অবশ্যই পছন্দ করার সুযোগ আছে। তারা বিশেষ সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত, তারা শিক্ষিত, তাদের প্রশিক্ষণ আছে। এ জন্য তারা দায়িত্ববান হবেন। সপ্তাহে ৫০ ঘণ্টা পরিশ্রম করে মুখে অন্ন জোগানোর জন্য যারা দিন রাত পরিশ্রম করে রাতে ঘরে ফিরে তাদের বেছে নেওয়ার সুযোগ নিতান্তই কম। প্রায়োগিক দিক থেকে, তাদেরও কিছু পছন্দের বিষয় আছে তবে তার পছন্দের বাস্তব রূপদান করা কষ্টসাধ্য, আর তাই তাদের দায়িত্ব কম। বিশেষ সুবিধাভোগী, প্রশিক্ষিত ও শিক্ষিত ব্যক্তিরাই সরকার কিংবা ব্যবসায় বা মতবাদবিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের নীতিনির্ধারক, তাই তাদের দায়িত্ব বেশি অন্যান্য সুযোগসুবিধা বঞ্চিতদের থেকে।

প্রশ্ন: আপনি স্বেচ্ছা সেনাবাহিনীর পক্ষে নন কেন?

১৯৬০-এর দশকের দিকে আমি ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী একজন সক্রিয় সংগঠক ছিলাম। ভিয়েতনামিদের হঠাৎ আক্রমণের কারণে দীর্ঘ কারাবরণের বিচার বাতিলের ফলে আমাকে সাজা ভোগ করতে হয়নি কিন্তু আমি আমার অবস্থানে দৃঢ় ছিলাম এবং থাকবো। যদি সেনাবাহিনীর দরকার হয় তবে তা হবে নাগরিক সেনা মার্সিনারি আর্মি নয়। ব্যবসায়ী মানসিকতার সেনাবাহিনীর অনেক প্রকারভেদ আছে। এর একটা নমুনা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ফরেন লিজন* বা গোর্খা যারা সাম্রাজ্যবাদী

* ফ্রেঞ্চ ফরেন লিজন হলো ১৮৩১ সালে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত এক ধরনের অনন্য সামরিক বাহিনীর এক শাখা যেখানে বিদেশি জাতীয়তাবাদীরা ফরাসি সেনাবাহিনীতে সেবা দিতে ইচ্ছুক।

www.pathagar.com

মানসিকতায় গড়ে তোলা বাহিনী। আরেকটি হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবী সেনাবাহিনী, যারা সুবিধাবঞ্চিতদের হয়ে কাজ করে। বাতিকগ্রস্ত লোক ছাড়া কেউই স্বেচ্ছাসেবী হতে চাইবে না কিন্তু লিন্ডে ইংল্যান্ড স্বেচ্ছায় এসেছিলেন কারণ তার অন্যথা করার সুযোগ ছিল না। আর সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য যদি মার্সিনারি আর্মি গড়ে তোলা হয় সেটাও নাগরিক সেনার চেয়ে ভয়ংকর হবে।

প্রশ্ন: কিন্তু ভিয়েতনামে তো নাগরিক সেনারা ছিল?

ভিয়েতনামের ইতিহাস দেখুন। মার্কিন সেনাপতি এক মস্তবড় ভুল করেছিল। নাগরিক সেনাদের দ্বারা তিনি একটি বর্বর ঔপনিবেশিক যুদ্ধ করাতে চেয়েছিলেন এবং তা অল্প সময়ের জন্য উপযোগী ছিল কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদের জন্য তা কাজ করেনি। ঠিক ওই সময়ের দিকে সৈন্যরা আদেশ অমান্য করা, কর্মকর্তাদের হত্যা করা ও মাদক সেবনে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। আর এ কারণেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাদেরকে সরাতে চেয়েছিল।

পেন্টাগনের শীর্ষ সামরিক বিশ্লেষকেরা ওই সময় সেনাবাহিনী সরিয়ে ফেলার বা সেনাবাহিনী না রাখার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। ভিতর দিক থেকে সেনাবাহিনী ভেঙে পড়ছিল।

নাগরিক সেনাদের সঙ্গে নাগরিক সংস্কৃতি সম্পর্কযুক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে সকল দিক থেকে এক ধরনের অবাধ্য সংস্কৃতি বা বিদ্রোহসুলভ সংস্কৃতি এবং সভ্যকরণের সংস্কৃতির প্রভাব সেনাবাহিনীকে তলিয়ে দিতে সাহায্য করছিল। এটা অবশ্যই একটি ভালো বিষয়। আর এ কারণেই কোনও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই নাগরিক সেনাদের দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ করাতে পারে না। যদি ভারতে ব্রিটিশ, পশ্চিম আফ্রিকায় ফরাসি কিংবা এ্যাঙ্গোলায় দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে তাকান দেখবেন তারা মার্সিনারি সেনাদের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিল যার ফলে তারা সফল হয়েছিল। মার্সিনারি সেনারা প্রশিক্ষিত হত্যাকারী কিন্তু যেসব মানুষ বেসামরিক সমাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত তারা আর যাই-ই হোক দক্ষ হত্যাকারী হতে পারে না।

প্রশ্ন: যুদ্ধ সম্পর্কে শিক্ষিত শ্রেণির অভিমত কীভাবে সাধারণ মানুষের চেয়ে ভিন্ন ছিল?

১৯৬৯ সালের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৭০ শতাংশ মানুষ এ যুদ্ধটাকে 'মূলত অন্যায় ও অনৈতিক' কিন্তু কোনও 'ভুল' নয় বলে মত দিয়েছিলেন। এবং ওই বছরের শেষ দিকে এ্যান্থনি লিউয়িসের মতো মানুষও এ যুদ্ধটাকে ভয়ে ভয়ে ভুল বলে কানাঘুষা করছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণ ও অভিজাত শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গির

www.pathagar.com

এই ভিন্নতা সুদূর অতীত থেকে অতি সাম্প্রতিক জরিপগুলোতেও পরিলক্ষিত হচ্ছে।

২০০৪ সালের নভেম্বরের নির্বাচনের ঠিক পূর্বে দেশের স্বনামধন্য নির্বাচনি সংস্থা শিকাগো কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস এবং ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ডের আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও দৃষ্টিভঙ্গিবিষয়ক কর্মসূচি কর্তৃক পরিচালিত মতামত যাচাই করা হয়েছিল এবং জরিপ এতটাই বিস্ময়কর ছিল যে তা কোনও গণমাধ্যম প্রকাশ করতে পারেনি। এই জরিপে দেখা যায় যে, জনমতের অধিকাংশই আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কর্তৃত্ব মেনে নেয় এবং আন্তর্জাতিক সংকট নিরসনে জাতিসংঘের অগ্রগণ্য ভূমিকার ওপর নির্ভর করে কিয়েটো প্রটোকল চুক্তি স্বাক্ষরের পক্ষে মত দিয়েছিল। নিবৃত্তিমূলক যুদ্ধ যেটা কিনা আগ্রাসনের অধিকার হিসেবে বিবেচ্য হচ্ছে সেটার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা পূর্বের মতোই বহাল রাখার পক্ষে অধিকাংশই মত দেন। অন্যথায়, জনসাধারণ নিবৃত্তিমূলক যুদ্ধ বিষয়ে দ্বিপক্ষীয় জনমতের ঘোরবিরোধী। দুদলই এ মতের পক্ষে। প্রভাবিত জনমতের পুরোটাই এর পক্ষে সায় দেয়। আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে যে এর জন্য আপনাকে কাঠখড় পোড়াতে হয় না। কিন্তু অধিকাংশ জনমতই এর বিপক্ষে এবং জাতিসংঘ সনদের সমর্থন সাপেক্ষে যে কোনও ধরনের বল প্রয়োগের পক্ষে তাদের অবস্থান। অধিকাংশ মানুষ জাতিসংঘ সনদের নামই শুনেনি কিন্তু তাদের অভিমতে জাতিসংঘ সনদের প্রতিধ্বনি শোনা যায় যে, আপনি কেবল তখনই শক্তি প্রয়োগ করতে পারবেন যখন আপনি হামলার শিকার হন কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনও আসন্ন হুমকির সম্মুখীন হয়; ঠিক ওই সময় শক্তি প্রয়োগ করতে পারেন যখন আটলান্টিক মহাসাগরের ওপরে থেকে আপনাকে হামলার জন্য বিমান উড়ছে বলে আপনি নিশ্চিত হন।

ইরাক যুদ্ধের ক্ষেত্রেও জরিপের ফলাফল ছিল খুবই মজার। প্রায় ৭৫ শতাংশ লোক মনে করেন ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র কিংবা আল কায়েদার সঙ্গে যোগসাজশ না-থেকে থাকে তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক হামলা উচিত হয়নি। যদিও মোটামুটিভাবে ৫০ শতাংশ লোক মনে করে আমাদের ইরাক আক্রমণ সমীচীন ছিল। কিন্তু যুদ্ধ পরবর্তী জরিপে দেখা যায় যে, ইরাকে কোনও গণবিধ্বংসী অস্ত্র কিংবা আল কায়েদার সঙ্গে কোনওরূপ যোগসাজশ ছিল না। এই মতপার্থক্যের কী কারণ থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

নিঃসন্দেহে, প্রচারকৌশল মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার পরও মানুষ তা বিশ্বাস করে। সরকার ও গণমাধ্যমের প্রচারকৌশল এতটাই প্রবল ছিল যে, এখনও জনসংখ্যার অর্ধেক বিশ্বাস করে যে, ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র ছিল বা তারা এসব অস্ত্রের উন্নয়ন সাধনে সচেষ্ট ছিল। অধিকাংশ লোক এখনও বিশ্বাস করে যে, আল

www.pathagar.com

কায়েদা ও ৯/১১ এর সঙ্গে ইরাক সম্পৃক্ত ছিল। অতএব, তারা যুদ্ধের জন্য সমর্থন দেয় যদিও তারা যুদ্ধবিরোধী যতক্ষণ না আসন্ন হুমকির সম্মুখীন হয়।

প্রকৃতপক্ষে, লিন্ডে ইংল্যান্ডের মতো ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখবেন অধিকাংশই—লিন্ডে ইংল্যান্ড তিনি নিজেও আবু গারিবের একজন নির্যাতনকারী সেনা—বলেন, ৯/১১ ঘটনার জন্য তারা প্রতিশোধ নিচ্ছে। ইরাকিরা যা করেছিল তার প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে। আমরা কেন এর প্রতি উত্তর দেব না? আপনার কিছু বোধগম্যতা থাকলেও মেনে নেবেন যে, এসবের পেছনে আসলেই কোনও যুক্তি নেই কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রলোভনের মাধ্যমে গড়ে তোলা mercenary সেনাদের এসব জানার কথা নয়। তাদের কাজ মাথার বদলে মাথা। 'এসব অশিক্ষিত নোংরা লোকদের দিকে তাকাও' তারা কত ভয়ংকর তা নিয়ে বলার আসলেই আমরা কেউ না। আমরা আমাদের নিয়ে বলতে পারি। আমরা এমন ধরনের মানুষ যারা এসব ব্যাপারে বিশ্বাস করানোর জন্য আমাদের নীরবতা বা আমাদের উদাসীনতা বা কৌশলে পরিহার বা সরাসরি নির্দেশনা দ্বারা প্ররোচনা দিয়ে থাকি।

ঘটনাক্রমে, দেশের অধিকাংশ মানুষ শতকরা ৮০ শতাংশ লোক স্বাস্থ্যসেবা খাতে অধিকতর মনোযোগ দেওয়ার পক্ষে; প্রায় ৭০ শতাংশ লোক শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি সহায়তার পক্ষে। উভয়পক্ষকেই নিরুৎসাহিত করা হয়। বিশেষভাবে স্বাস্থ্যসেবার চিত্র চমৎকার ছিল! কী ধরনের স্বাস্থ্যসেবা মানুষ আশা করে এ নিয়ে জনমত যাচাইকারীরা কদাচিৎ প্রশ্ন করেছিল, আর যখনই প্রশ্ন করেছিল তখন অধিকাংশ মানুষ সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার পক্ষে মত দেন। *নিউইয়র্ক টাইমস* ৩১ অক্টোবরের নির্বাচনের আগে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে একটি প্রতিবেদন ছেপেছিল। এতে বলা হয়েছিল যে, স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে কেরি কোনও সরকারি কর্মসূচির উল্লেখ করেনি কারণ এতে যৎসামান্য রাজনৈতিক সমর্থন ছিল সম্ভবত তিন-চতুর্থাংশ লোকের রাজনৈতিক সমর্থন ছিল। আর এর ফলে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, যদি জাতীয় স্বাস্থ্যসেবার কথা কখনও উল্লেখ করা হতো, এটাকে 'রাজনৈতিকভাবে অসম্ভব' বলা হতো। এতে রাজনৈতিক সমর্থন ছিল না; কেবল অধিকাংশ মানুষের মত ছিল। তা থেকে বোঝা যায় আসলে কী ঘটছে। 'রাজনৈতিক সমর্থন' বলতে বিমাশিল্প, ওয়াল স্ট্রিট, স্বাস্থ্যসেবার রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থা, ওষুধশিল্পের সমর্থন বোঝায়। আর এটাকেই রাজনৈতিক সমর্থন বলে। বস্তুত, ৯৮ শতাংশ মানুষও যদি সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার পক্ষে মত পোষণ করত এটাও রাজনৈতিক সমর্থন পেত না।

এসব জরিপ মূলত এটাই প্রকাশ করে যে, উভয় দলের অবস্থানই জনমতের স্রোতের বিপরীতে আর এ কারণেই এসব জরিপের ফলাফল কখনওই প্রকাশিত হয় না। সত্যি বলতে আমি শিকাগো কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস পরিচালিত

www.pathagar.com

জরিপের ওপর একমাত্র নির্ভরযোগ্য একটি প্রতিবেদন *নিউজউইকে* দেখেছিলাম। আপনি যদি এ রকম প্রশ্ন কাউকে করেন 'দেশের জনমত কোন দিকে?' আমি নিশ্চিত অধিকাংশ মানুষ বলবে যে, 'আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে জনমতের ওপর বিশ্বাস করছি এবং আমি উন্মাদ' কেন না মূলধারার আলোচনা বা দলীয় আদর্শে কিংবা গণমাধ্যমে জনগণ কখনওই তাদের মতামতের প্রাধান্য পায় না।

www.pathagar.com

৭

বুদ্ধিজীবীদের আত্মরক্ষা

কেমব্রিজ, ম্যাসাসুসেট্‌স (৩ ডিসেম্বর ২০০৪)

প্রশ্ন: আপনার গণমাধ্যমবিষয়ক অধিকাংশ বিশ্লেষণকে আপনি এক কথায় পুরোপুরি-ই করণিক কাজ বলে অভিহিত করেন।

নিগূঢ় সত্য হচ্ছে এই যে, পাণ্ডিত্যের বিরাট অংশই করণিক কাজ। মূলত, অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক কাজেই পুঙ্খানুপুঙ্খতা ও নিয়মানুবর্তিতার দরকার হয়। আমি বলছি না যে এটা সহজ—আপনাকে জানতে হবে আপনি কী খুঁজছেন ইত্যাদি—এটা খুব বেশি বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ নয়। অনুসন্ধানে বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ থাকে, কিন্তু মনুষ্যসম্পর্কিত বিষয়ে সচরাচর এসব চ্যালেঞ্জ থাকে না। এখানে আপনাকে কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ও আত্মসমালোচক হতে হবে, যে কেউ এ কাজটা করতে পারে যদি সে চায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আজকে সকালে গাড়ি চালানোর সময় বিবিসি শুনছিলাম, যেটি রেডিওর একমাত্র অনুষ্ঠান যা আমি সহ্য করতে পারি এবং প্রতিবেদক ইরাকের পুলিশ স্টেশনে বোমা হামলার উল্লেখ করেছিল। এ বলে তিনি তার বক্তব্য শুরু করেন যে, ইরাকে মার্কিন দখলদারিত্বের অবসান ততদিন পর্যন্ত হবে না যতদিন না পর্যন্ত ইরাকি পুলিশ সেখানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। কথাটি খেয়াল করুন। ধরুন, ফ্রান্সে নাৎসিরা যদি বলত, 'সেখানে দখলদারিত্বের অবসান হবে না যতক্ষণ না ভিশী বাহিনী দেশটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হবে'। তখন কি আমরা সেটাকে উদ্ভট কিছু বলে ধরে নিতাম না? দখলদারিত্বের অবসান এই মুহূর্তে হতে পারে। ইরাক দখলের অবসান হওয়া উচিত কিনা সেটা নির্ধারণ করবে ইরাকের মানুষ। ফ্রান্সের দখলদারিত্বের বেলায় জার্মানির যেমন ইচ্ছার কোনওরূপ সংযোগ ছিল না ঠিক তেমনিভাবে ইরাক দখলদারিত্বের প্রশ্নেও ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাওয়ার কিছু থাকার কথা

www.pathagar.com

না। যদি ফ্রান্সের পুলিশ যারা কিনা জার্মান তত্ত্বাবধানে ফ্রান্স পরিচালনার জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত ছিল, তাদের জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তবে তা কি এটাই নির্দেশ করে যে, জার্মানির সেনাবাহিনী ফ্রান্স ত্যাগ করতে পারবে না? এটাকে অন্যভাবেও দেখা যায়, যেটাকে আমি বৈধ মনে করি কিন্তু বৈধতা ও অবৈধতার ব্যাপার ছাড়াও এটা একটা দৃষ্টিভঙ্গি যেটা বিবেচনা করাও যাবে না। আমাদেরকে অবশ্যই দখলদার সেনাবাহিনীর দৃষ্টিকোণটা মাথায় রাখতে হবে, যাদের শাসন প্রক্রিয়াকে আমরা নিঃসংকোচে মেনে নিই। এ ব্যাপারে ইরাকে খুব বেশি জরিপ না হলেও অল্প যা কয়েকটা হয়েছে তাতে অধিকাংশ ইরাকিই চায় যে, দখলদারি সেনারা ইরাক ত্যাগ করুক। ধরে নিই এটি সত্য। আমরা কি এখনও বিশ্বাস করি যে, ইরাকে দখলদারিত্বের অবসান ততদিন পর্যন্ত হবে না যতদিন পর্যন্ত ইরাকি পুলিশ তাদের দেশের নিয়ন্ত্রণভার নিতে পারছে না যেমনটি বিবিসি কোনওরূপ জরিপ ছাড়াই ধারণা করেছিল? এ কথাটি আপনি তখনই বিশ্বাস করবেন আপনি যদি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের প্রদত্ত মতবাদে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকেন। এটা এ রকমই একট সুস্পষ্ট ধারণা যে এটার বৈধতা নিয়ে আপনি প্রশ্নও করতে পারবেন না। এ ব্যাপারগুলোই আমাকে ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহিত করে।

প্রশ্ন: যে কোনও দেশকে আক্রমণ করা বা দখল করা, তাদের পছন্দনীয় সরকার ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে। আপনি কি এ ধরনের আত্মীকৃত ধারণাগুলো খোঁজা ও এসবের অন্তর্নিহিত অর্থ বের করার কথা বলছেন?

হ্যাঁ। এটা শিক্ষিত সমাজের কাছে স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত সুখ্যাত অভিমতসমূহ মনোযোগ দিয়ে গবেষণা করতে পারি তবে দেখবো যে, ঘটনাক্রমে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এটা সত্য নয়। তাদের অধিকাংশের মত হচ্ছে যদি ইরাকিরা চায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক ত্যাগ করা উচিত। অধিকাংশ মানুষই মনে করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয় বরং আন্তর্জাতিক সংকটে জাতিসংঘের অগ্রগণ্য ভূমিকা থাকা উচিত এবং ইরাক পুনর্নির্মাণে তাদেরই প্রধান ভূমিকা থাকা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, স্বতন্ত্রভাবে গণমাধ্যম নিয়ে নয় বরং বুদ্ধিজীবীদের সংস্কৃতি নিয়ে আমার ব্যক্তিগত আগ্রহ। বুদ্ধিজীবী সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করার সবচেয়ে সহজ পন্থা হচ্ছে গণমাধ্যম। অভিজাত গণমাধ্যমগুলো— বিবিসি, *নিউইয়র্ক টাইমস*, *ওয়াশিংটন পোস্ট* ইত্যাদি হচ্ছে দৈনন্দিন অভিজাত বুদ্ধিজীবী সংস্কৃতির অভিব্যক্তির প্রকাশ এবং বুদ্ধিজীবীদের মনীষা জানার সহজতর উপায়। আপনিও তা করতে পারেন তবে এর জন্য কঠোর গবেষণার প্রয়োজন। গণমাধ্যমে সহজেই কী স্বীকার করা হয়েছে, কী স্বীকার বা বলা হয়নি, কিসে

www.pathagar.com

জোর দেওয়া হয়েছে, কিসে জোর দেওয়া হয়নি এ সম্পর্কে সুশৃঙ্খল পক্ষপাত দেখতে পাবেন।

আজকের সকালের *নিউইয়র্ক টাইমসে* প্রেসিডেন্ট'স কাউন্সিল অব ইকোনমিক অ্যাডভাইজারস এর চেয়ারম্যান গ্রেগরী ম্যানকিউ'র একটি আর্টিকেলের দৃষ্টিকোণ খেয়াল করুন। ম্যানকিউ হচ্ছেন হার্ভার্ডের অর্থনীতিবিভাগের একজন সুখ্যাত অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট ও দক্ষ অর্থনীতিবিদ এবং তিনি অর্থনীতি বিষয়ে একটি প্রধান পাঠ্যপুস্তকের লেখক। তিনি পেশাগত শীর্ষ অবস্থান থেকে সতর্ক করছেন যে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুযোগ সুবিধা কমাতে হবে কারণ মার্কিন সরকার এ ব্যয়ভার বহনে অপারগ হবে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রতিবেদন তুলে ধরে বলা হয় যে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিটি ২০৪২ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে পতিত হবে 'যদি না প্রচলিত আইনের পরিবর্তন করা না হয়।' এ কর্মসূচির আমূল পরিবর্তনের জন্য এটাকে বরং ব্যক্তিগত মালিকানায় হস্তান্তর করতে হবে।

অন্যভাবেও এ অবস্থার বর্ণনা করা যেত—সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংকটাপন্ন নয় এবং চলমান কর্মসূচি আগামী প্রায় ৩০ বছর কাজ করবে; সরকারের অন্যান্য হিসাবমতে তা ত্রিশ বছরের বাইরে আরও ২০ বছর ফলপ্রসূ হবে। সামজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি একটি দীর্ঘ মেয়াদি টেকনিক্যাল সমস্যা পোহাচ্ছে যার সহজ সমাধান সম্ভব।

ধরে নিই যে, চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নিয়ে একটি অর্থনৈতিক সমস্যা হবে। এর জন্য আমরা কী করতে পারি? এর কিছু সহজ সমাধান আছে যা আমরা কদাচিৎ আলোচনা করি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হতে প্রাপ্ত Payroll tax অত্যন্ত পশ্চাদ্‌গামী। ৯০,০০০ হাজার ডলারের উপরে যে আয় হয় তা করমুক্ত, যার ফলে সম্পদশালী ও বিত্তবানেরা করপ্রদান থেকে অব্যাহতি পাচ্ছে। এটা কি প্রকৃতির নিয়ম যে, বিত্তবানদের একটা ছোটো অংশ কর প্রদান থেকে অব্যাহতি পাবে? আপনি যদি এ সমস্যার মূলোৎপাটন করতেন তবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নিয়ে আগামী বছরগুলোতে অর্থনৈতিক সমস্যার কথা বলতে পারতেন না।

যারা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি 'সংকটে' এ নিয়ে বেশ সোচ্চার তারা আরও বলেন যে, কর্মজীবী মানুষের সঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত লোকদের অনুপাত ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে তার মানে হচ্ছে এই কর্মজীবী লোকদের আরও বেশি হারে অবসরপ্রাপ্তদের দায়িত্বভার নিতে হবে। এটা সত্য হতে পারে কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক। আমাদেরকে যে বিষয়টা খেয়াল করতে হবে তা হচ্ছে সামগ্রিক নির্ভরশীলতার অনুপাত; কর্মজীবী লোকদের সঙ্গে মোট জনসংখ্যার অনুপাত, কেবল অবসরপ্রাপ্তদের নয়।

www.pathagar.com

বিখ্যাত বেবি বুমারদের* কথাই ধরুন। আমরা কীভাবে তাদের অবসরকালীন পারিতোষিকের ব্যবস্থা করবো? নবজাতক থেকে বিশ বছর পর্যন্ত তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব কে নিয়েছিল? বয়স্ক মাতার দায়িত্বভার আপনাকে যে রূপ বহন করতে হয় ঠিক তেমনই তাদের দায়িত্বভার আপনাকে নিতে হয়েছিল। ১৯৬০-এর দশকের দিকে যদি ফিরে তাকান যখন এই প্রজন্মটা বয়োঃপ্রাপ্ত হচ্ছিল সেই সময়টাতে মূলত শিশুদের শিক্ষা ও অন্যান্য কর্মসূচির অর্থায়ন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেটা এমন একটা সময় ছিল যখন বর্তমান সরকারের আয়ের তুলনায় তৎকালীন সরকারের আয় নগণ্য ছিল। বেবি বুমাররা যখন শিশু ছিল তখন যদি আপনি তাদের ভরণপোষণ করতে পারেন তবে ষাটোর্ধ্ব বেবি বুমারদের ভরণপোষণ করতে পারবেন না কেন? এটা কোনও বড় সমস্যা নয়। সমস্যাটা সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা শুধু অর্থনৈতিক প্রাধান্যের বিষয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯৬০-এর দশকের তুলনায় বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু অধিকতর সম্পদশালী রাষ্ট্র, তাই এ লোকদের দেখভালো করা সহজ হওয়ার কথা।

তাই এ আর্টিকেল সম্পর্কে যুক্তিযুক্ত প্রতিবেদনটি এ রকম হওয়া উচিত ছিল যে, হার্ভার্ডের স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বিষয়ে একটি বৈপ্লবিক আদর্শের ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন যেটা কি না তাঁর ব্যক্তিগত পক্ষপাতদুষ্টতা কিংবা অন্য যে কোনও ধরনের চাপেরই বহিঃপ্রকাশ, যা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে না আর এ কর্মসূচির যদিও কোনও সমস্যা থেকে থাকে তবে বিভিন্ন উপায়ে তার মোকাবিলা সম্ভব। একজন বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিক হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন, 'সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ধ্বংসের পেছনে যুক্তিটি কী'? যুক্তিটি অত্যন্ত পরিষ্কার। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির 'সংকট' নিরসনে মূল 'সমাধান' হলো বেসরকারি খাতে অর্থ বিনিয়োগ করা। এর ফলে স্বল্প প্রশাসনিক ব্যয়সংবলিত দক্ষ সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে অধিক প্রশাসনিক ব্যয়সংবলিত ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হওয়া এবং এ ব্যয়ভার মূলত ওয়াল স্ট্রিট ফার্ম এবং বিত্তশালীদের পকেটে যাওয়া।

তাদের কাছে উদ্‌বিগ্ন হওয়ার আরও বিষয় হচ্ছে 'সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিটি যে নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে তা ধ্বংসাত্মক এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল এ ধারণা মানুষের মাথা থেকে মুছে ফেলতে হবে। এ ধারণার ওপর ভিত্তি করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গড়ে উঠেছে যে, আমরা একে

*দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর শিশুর জন্মবৃদ্ধির হারকে সিলভিয়া এফ. পর্টার ৪ মে ১৯৫১ সালে *নিউইয়র্ক পোস্টের* একটি কলামে প্রথম 'বুম' বলে অভিহিত করেন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত সময়ে শিশুর জন্মকে 'বেবি বুম' বলা হয়।

www.pathagar.com

অন্যের প্রতি যত্নবান এবং বয়স্ক বা শিশু যাই হোক যারা নিজেরা নিজেদের যত্ন নিতে পারে না তাদের প্রতি যত্নবান হওয়া আমাদের একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। শিশুদের শিক্ষা, দিবাপরিচর্যার নিশ্চয়তা এবং শিশুদের যারা দেখভালো করে— এমনকী মায়েদেরকেও, আর্থিক সহায়তাদানের নিশ্চয়তা আমাদের এক ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতা। আর এটাই হচ্ছে এক ধরনের সাম্প্রদায়িক দায়বদ্ধতা। এমনকী সম্প্রদায়সমূহ এ থেকে সামগ্রিকভাবে উপকৃত হয়। 'একটা শিশুর বিদ্যালয়ে যাওয়া থেকে হয়ত একজন মানুষ ব্যক্তিগতভাবে লাভবান নাও হতে পারেন' কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমাজ এ থেকে লাভবান হয়। বয়স্কদের পরিচর্যার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু এ ধরনের ধারণা মানুষের মাথা থেকে মুছে দিতে হবে। মানুষকে অনুভূতিহীন পিশাচে রূপান্তরের ওপর প্রবল জোর দেওয়া হচ্ছে; আর অনুভূতিহীন পিশাচ হচ্ছে তারা যারা শুধু নিজেদের বিষয়ে যত্নবান, অন্যদের বিষয়ে উদাসীন এবং তাদেরকে সহজেই শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে হস্তক্ষেপের পেছনে এটাই যুক্তি। এটা এক ধরনের বাধ্যবাধকতারই প্রতিফলন যা মতবাদ ব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি।

জনমুখী ও সুসংগঠিত সামাজিক আন্দোলন যেমন শ্রমিক আন্দোলনসহ অন্যান্য আন্দোলনের ফলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সৃষ্টি হয়েছিল যার ভিত্তি ছিল সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা। যদি এ্যাডাম স্মিথের কথাই ধরি যিনি আমাদের শ্রদ্ধাভাজন কিন্তু সর্বাধিক পঠিত নন; তাঁর ধারণামতে সহানুভূতি হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধের মূল ভিত্তি এবং সমাজ সেভাবেই নির্মিত হওয়া উচিত যাতে সহানুভূতির প্রতি মানুষের সহজাত ও পারস্পরিক সহযোগিতার প্রবৃত্তির উন্মেষ ঘটে।

বাজারব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর প্রধান যুক্তি হচ্ছে এগুলো পরিপূর্ণ স্বাধীনতার শর্তাধীনে নিশ্চিত সাম্যের দিকে ধাবিত হবে। নব্যউদারনীতির বিপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে *দ্য ওয়েলথ অব নেশনস* বইয়ে 'অদৃশ্য শক্তি' নামক স্মিথের বিখ্যাত উক্তিটি কেবল একবারই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর কথা হচ্ছে ইংরেজ উৎপাদনকারী ও বিনিয়োগকারীরা যদি ইংল্যান্ডে উৎপাদন ও বিনিয়োগ না-করে বিদেশ হতে আমদানি করত এবং বিদেশে বিনিয়োগ করত তাহলে সেটা ইংল্যান্ডের জন্য ক্ষতিকর হতো।

অন্যভাবে বলতে গেলে, তারা যদি এ্যাডাম স্মিথের নীতি অনুসরণ করত তা-ও ইংল্যান্ডের জন্য ইতিবাচক হতো না। যা হোক, তিনি বলেন দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই কারণ 'সমান মুনাফা বা প্রায় সমান মুনাফা হলে প্রত্যেক পাইকারি ব্যবসায়ী স্বাভাবিকভাবেই বিদেশে বাণিজ্যের চেয়ে দেশে ব্যবসায় করতে পছন্দ করে'। যার ফলে ব্রিটিশ পুঁজিবাদীরা ব্যক্তিগতভাবে দেশজ উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার বাড়াবে ও দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। তাই যেন 'কোনও এক অদৃশ্য শক্তি দ্বারা এর

www.pathagar.com

সমাপ্তি রচিত করা যেটা কোনওভাবেই তার উদ্দেশ্য ছিল না' যা দ্বারা নব্যউদারনীতির হুমকি পরিহার করা যাবে। অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডোও একই যুক্তি দেখান। স্মিথ ও রিকার্ডো উভয়েই বুঝতে পেরেছিলেন তাদের কারোর তত্ত্বই কাজ করবে না যদি সেখানে মুক্ত পুঁজির উত্থান ও বিনিয়োগ থাকে।

এক সময় একাত্মতাবোধের নীতিকে অবধারিত বলে ধরা হতো। এটি জনমুখী আন্দোলনগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। আপনারা একে অন্যের জন্য কাজ করছেন আর এ কারণেই 'সংহতি চিরকাল' শ্রমজীবীদের স্লোগান এবং ১৯৩০ এর দশক থেকে সুবিধাভোগী ও বিত্তবানেরা এ ধরনের নীতির অবসানের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। আপনাকে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান একাত্মতাবোধ ও পারস্পরিক সম্পর্ক ধ্বংস করে দিতে হবে, মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে তারা একজন অন্যজনকে নিয়ে ভাবতে না পারে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিরোধিতার পেছনে এটাই মূলত কারণ।

প্রশ্ন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে 'গণতন্ত্র বয়ে আনছে' এ ধরনের ধারণাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

ভাবার কোনও অবকাশ নাই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক ইরাক চায়। ইরাক কি ধরনের নীতিমালা অনুসরণ করবে এগুলোর দিকে একটু নজর দেন। প্রথমত, ইরাকের জনগণের অধিকাংশ শিয়া মতাবলম্বী, তারা ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করবে। সৌদি আরবের যে অঞ্চলে তেলক্ষেত্রগুলো অবস্থিত সেখানকার অধিকাংশ মানুষই শিয়া। শিয়া অধ্যুষিত স্বাধীন ইরাক সৌদি আরবের শিয়াপ্রধান অঞ্চলগুলোর সঙ্গে প্রতিক্রিয়ায় জড়াবে, যার মানে হচ্ছে পৃথিবীর শক্তি সম্পদের মূল নিয়ন্ত্রণকারী বা প্রভাববিস্তারকারী হবে শিয়া সরকার। আপনি কি মনে করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা মেনে নেবে? এটা অবান্তর।

দ্বিতীয়ত, আরব বিশ্বে স্বাধীন ইরাক তাদের ঐতিহাসিক জায়গাগুলোকে প্রধানশক্তি ভেবে পুনরুদ্ধার করতে চাইবে। তার মানে কী দাঁড়ায়? ইরাক পুনরায় অস্ত্রে সজ্জিত হবে এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্রের উন্নয়ন সাধনের চেষ্টা করবে, প্রথমে প্রতিবন্ধক হিসেবে আর পরে প্রধান আঞ্চলিক শক্তি ইসরায়েলকে ঘায়েল করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি ইরাকের পাশে বসে এ ধরনের কাজের সম্মতি দিবে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ব্রিটেন এ ধরনের হামলার সমর্থন তো দূরের কথা তা কল্পনা করতেও দেবে না। মার্কিন ও ব্রিটিশ পরিকল্পনাকারীরা কখনওই একটি গণতান্ত্রিক ইরাক ভাবতে পারে না। তা অকল্পনীয়।

প্রশ্ন: আপনার বিভিন্ন লেখা ও বক্তব্যে নিউইয়র্ক টাইমস, বিবিসিসহ অন্যান্য মূলধারার গণমাধ্যমের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন। আপনার মতো সমালোচকেরা হয়ত বলেন, 'একদিকে, তিনি বলছেন যে, বিদ্যমান ক্ষমতাধর ও অভিজাত

www.pathagar.com

সম্প্রদায়ের পক্ষে গণমাধ্যমের অবস্থান। অন্যদিকে, তিনি এসব গণমাধ্যম থেকে প্রকৃত ঘটনার উদ্‌ঘাটন করছেন'।

আমি সচরাচরই এগুলোর ব্যবহার করে থাকি। আমি যদি শুধু একটি দৈনিক সংবাদপত্র পড়তাম তবে সেটি হতো *নিউইয়র্ক টাইমস*। অন্যান্য সংবাদপত্রের তুলনায় *নিউইয়র্ক টাইমস* সংবাদবহুল এবং এর কিছু দক্ষ প্রতিবেদকও আছে। কিন্তু তাতেও খুব একটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি। প্রধান প্রধান গণমাধ্যমগুলো অবশ্যই তথ্য উপস্থাপন করে এবং বিভিন্ন কারণে তাদেরকে তা করতে হয়। এর একটি কারণ হচ্ছে পরিচালনা পর্ষদের প্রয়োজনেই তাদেরকে তা করতে হয়। তাদের পরিচালনা পর্ষদ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং মতবাদ প্রবক্তা—শিক্ষিত শ্রেণি, রাজনৈতিক শ্রেণি, যারা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার হর্তাকর্তা তাদের নিয়ে গঠিত। এসব লোকের পৃথিবীর বাস্তব চিত্র দরকার। তারা পৃথিবীর মালিক, তারা এটাকে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করে, এটার জন্য তাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তাই তারা পৃথিবীর বিষয়ে বেশি ওয়াকিবহাল। আর এ কারণে আমার মতে, ব্যবসায়ী সংবাদপত্র জাতীয় সংবাদপত্রের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। *ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল* বা *ফিন্যান্সিয়াল টাইমসে* আপনি প্রায়ই দুর্নীতির মুখোশ উন্মোচন বিষয়ে সংবাদ দেখতে পান; শুধু ডাকাতি নয় বরং যে সব উপায়ে মানুষের মৌলিক প্রয়োজনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা যায় সেসব নিয়েও সংবাদ প্রকাশ করে। তথাকথিত সংস্কারমুক্ত সংবাদপত্রের তুলনায় *ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল* এ এসব সংবাদ বেশি থাকার কথা কারণ এসব পত্রিকার পরিচালনা পর্ষদের পৃথিবীর বাস্তব চিত্রের প্রয়োজন। পাঠকদের ঠিকভাবে প্রকৃত ঘটনা জানাবার জন্য সংবাদ এমনভাবে পরিবেশন করা হয় যাতে করে কোন বিশেষ মত সমর্থিত হয় আর মূল ঘটনা এখানেই নিহিত।

তাছাড়া, সাংবাদিকদের পেশাগত নৈতিকতা আছে। স্বাভাবিকভাবে সৎ, আন্তরিক পেশাজীবীরা সঠিকভাবে তার দায়িত্ব পালন করে। এসবের কিছুই এ বাস্তবতা এড়াতে পারে না যে, তাদের অধিকাংশই অনিচ্ছা সত্ত্বেও পৃথিবীকে একটি বিশেষ প্রিজমের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করে যা ঘটনাক্রমে কেন্দ্রীভূত শক্তিরই সমর্থক।

***প্রশ্ন:** আমাদের একটি অন্যতম বড়ো কাঙ্ক্ষিত বিষয় এই যে, আমাদের গণমাধ্যম স্বাধীন। এখানে গণমাধ্যম কতটুকু স্বাধীন?*

আমি যতটুকু জানি, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনন্য ও অঙ্গীকারবদ্ধ। আমার মতে, মার্কিন সরকার অন্য যে কোনও দেশের তুলনায় সংবাদমাধ্যম নিয়ন্ত্রণে কম আগ্রহী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইংল্যান্ড সরকার বিবিসির অফিসে হামলা চালিয়ে তার দলিলপত্র নিয়ে নিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটা করে না। *নিউইয়র্ক টাইমসের* কার্যালয়ে মার্কিন সরকার পুলিশ

www.pathagar.com

পাঠায় না। গত বছর একজন প্রতিবেদকের ইরাকবিষয়ক সম্পূর্ণ বানোয়াট সরকারি দলিলের কঠোর সমালোচনা করার ফলে ইংল্যান্ড সরকার বিবিসিতে তদন্ত চালিয়েছিল। প্রতিবেদক ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিষয়টি 'খুব তথ্য নির্ভর নয়' বলেছিলেন। সারাদেশে হইচই শুরু হয়ে যায়। পরবর্তীকালে সরকার কর্তৃক পরিচালিত, হাটন প্রতিবেদনে বিবিসিকে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল এবং এ নিয়ে জনসাধারণ প্রতিবাদেও ফেটে পড়ে। কিন্তু যে বিষয়ে জনগণের প্রতিবাদী হওয়া উচিত ছিল সে বিষয়ে তারা প্রতিবাদী হয়নি। বিবিসিতে তদন্ত হওয়ার ফলে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ হওয়া উচিত ছিল। গণমাধ্যম কী ধরনের সংবাদ পরিবেশন করবে, সরকার যা চায় সে ধরনের না সংবাদ স্বাধীনভাবে পরিবেশিত হবে এ নিয়ে বলার সরকারের কি অধিকার আছে? এ থেকে পরিষ্কার যে, ইংল্যান্ড সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রতি খুব বেশি অঙ্গীকারবদ্ধ নয়।

প্রশ্ন: যদিও বিবিসি রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং তাদের রাষ্ট্রের দেওয়া একটি লাইসেন্স আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও রেডিওর এয়ারওয়েভ্সের লাইসেন্স প্রয়োজন হয় কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সরকারের ইচ্ছানুযায়ী তারা কাজ করছে কিনা এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় তদন্ত চালাবে, এ অধিকার তাদের দেওয়া হয়নি। সম্প্রচারের পরিসর জনগণ ঠিক করবে। কিন্তু সরকার কঠোর হস্তে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করে না এর অর্থ এই নয় যে, সংবাদমাধ্যম সংবাদ প্রকাশে স্বাধীন, এর মানে হচ্ছে গণমাধ্যম চাইলে স্বাধীন হতে পারে—যদিও গণমাধ্যম তা নাও চাইতে পারে। জোরালো চাপের মুখে প্রায় বাধ্য হয়েই গণমাধ্যম আর কিছুই চাউক স্বাধীনতা চায় না। সবসত্ত্বেও মূলধারার গণমাধ্যম কর্পোরেট সেক্টরেরই অংশ যা অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং গণমাধ্যম তাদের আয়ের জন্য কর্পোরেট বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর। এটা রাষ্ট্র কর্তৃক সরাসরি নিয়ন্ত্রণ নয় কিন্তু এ ধরনের কর্পোরেট ব্যবস্থাপনার সঙ্গে রাষ্ট্র নিবিড়ভাবে জড়িত।

প্রশ্ন: নেসেসারি ইলুশনস বইয়ে আপনি বলেছেন যে, গণতান্ত্রিক সমাজে 'বুদ্ধিজীবীর আত্মরক্ষা বিষয়ে একটি কোর্স করা উচিত যাতে বুদ্ধিজীবীরা তাদেরকে অপরের দ্বারা ব্যবহার মুক্ত হওয়া এবং কর্তৃত্বমুক্ত থাকতে পারে।' জনগণের কী করা উচিত এ ব্যাপারে কিছু উদাহরণ দিবেন কি?

বুদ্ধিবৃত্তিক আত্মরক্ষা হচ্ছে কেবল স্পষ্টত প্রতীয়মান প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য নিজেকে প্রশিক্ষিত করা। মাঝে মাঝে প্রশ্নের জবাব তৎক্ষণাৎ পাওয়া যাবে। আবার মাঝেমধ্যে খুঁজে বের করতে হবে। আপনি যখন যে কোনও বিষয়ে

www.pathagar.com

শতভাগ সম্মতি দেখেন, তা যাই-ই হোক, আপনি তৎক্ষণাৎ সন্দেহপ্রবণ হবেন। কোনও কিছুই নিশ্চিত নয়, এমনকী নিউক্লিয়াস পদার্থবিদ্যাও। সুতরাং যদি সকল ভাষ্যকার বলেন যে, প্রেসিডেন্টের লক্ষ্য হচ্ছে সার্বভৌম ইরাকের অন্ধকারাচ্ছন্ন নাগরিকদের জন্য গণতন্ত্র বয়ে আনা এবং শুধু এসব মহৎ ও অনুপ্রেরণাদানকারী উদ্দেশ্যের সফলতা নিয়ে ভিন্ন মত থাকে, পাঁচ মিনিট চিন্তার পর বলবেন যে, এটা যুক্তিসংগতভাবে সত্য হতে পারে না এবং যদি শিক্ষিতদের শতভাগও কোনও কিছুকে অবধারিত ধরে, তাও সত্য না হতে পারে, এসব থেকে মতবাদবিষয়ক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আপনি কি ধারণা পান? এটা হতে আপনি অনেক কিছু শিখতে পারেন।

এসব কিছু বোঝার জন্য আপনাকে ডেভিড হিউমের কাছে যেতে হবে না। তিনি যথার্থই পর্যবেক্ষণ করলেন যে, '*শক্তিশালীরা* সকল সময়ই শাসিতদের পক্ষে; শাসকদের মতামত দেওয়া ছাড়া আর অন্য কিছু দিয়ে সমর্থন করার কিছু নেই। অতএব, সরকার কেবল মতামতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ বিশ্বাস জঘন্য স্বৈরাচারী ও সামরিক সরকার থেকে শুরু করে অত্যন্ত স্বাধীন ও জনপ্রিয় ব্যবস্থা পর্যন্ত বিস্তৃত।' অন্যকথায়, যে কোনও রাষ্ট্রে তা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই হোক কিংবা টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্রই হোক শাসকেরা সম্মতির ওপর ভরসা করে। শাসক শ্রেণির এটা নিশ্চিত করতে হয় যে, তারা যাদেরকে শাসন করে তারা যাতে তারাই যে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী তা বুঝতে দিতে চায় না। এটাই সরকারের মূলনীতি। শাসিতদের নিয়ন্ত্রণের প্রায় সব ধরনের উপায়ই সরকারের থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন বা লাঠি দ্বারা আঘাত কিংবা নির্যাতন কক্ষে রেখে অত্যাচার করি না; আমাদের অন্য পন্থা আছে। আবার, এসব উপায় বের করার জন্য বিশেষ কোনও জ্ঞানের প্রয়োজন নেই এবং এসব কিছুই বুদ্ধিজীবীর আত্মরক্ষার অংশ।

আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, *ওয়াশিংটন পোস্ট* এর *KidsPost* নামে একটি অংশ আছে; এটা শিশুদের দৈনন্দিন খবরের জন্য। ইয়াসির আরাফাতের* মৃত্যুর ঠিক পরে কেউ একজন আমাকে *KidsPost* এর একটি ছেঁড়া অংশবিশেষ পাঠায়। এটা সহজ ভাষায় দুর্বোধ্য শব্দে রচিত মূল আর্টিকেলে যা বলেছে তা বলছে কিন্তু এটা যা যোগ করেছে দুর্বোধ্য আর্টিকেল তা জানত যে, তারা তা

* ইয়াসির আরাফাত (১৯২৯-২০০৪) এক জন দুর্দান্ত ফিলিস্তিনি নেতা, যিনি পিএলও এর চেয়ারম্যান এবং পিএন এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

www.pathagar.com

একজন বিতর্কিত লোক, তাঁর নিজের দেশের লোক তাকে স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রতীক বলে সম্মান করে। ফিলিস্তিনিদের বাসভূমি প্রতিষ্ঠার জন্য ভূখণ্ডের প্রয়োজন যা আসলে ইসরায়েলরই অংশ।

ইসরায়েলি জনগণের ওপর তিনি বার বার হামলা চালিয়েছিলেন যার ফলে মানুষ তাকে ঘৃণা করে।' এর মানে কী দাঁড়ায়? এর মানে হচ্ছে ওয়াশিংটন পোস্ট শিশুদের শিখাচ্ছে যে, দখলকৃত ভূখণ্ড ইসরায়েলেরই অংশ। এমনকী মার্কিন সরকারও তা বলেনি। ইসরায়েলও বলেনি। কিন্তু শিশুদের মগজে ঢোকানো হচ্ছে যে, ইসরায়েলের অবৈধ সামরিক হস্তক্ষেপ নিয়ে কোনও প্রশ্নই আসে না, কারণ যে ভূখণ্ডটি তারা দখল করেছে তা ইসরায়েলেরই অংশ। বুদ্ধিজীবীদের উচিত ছিল *ওয়াশিংটন পোস্টে*'র শিশুদের এমন পক্ষপাতমূলক বিশ্বাস সৃষ্টিকারী সংবাদ পরিবেশনের জন্য প্রতিবাদ করা। *KidsPost* পড়ি না, তাই আমার জানা নেই এ ধরনের সংবাদ কি প্রতিনিয়তই চলে; চললেও আমি আশ্চার্য হবো না।

প্রশ্ন: কী কারণে একজন নির্বাক দর্শক অঙ্গীকারবদ্ধ নাগরিকে রূপ নেয়?

আমাদের ইতিহাসের একটি সাম্প্রতিক ঘটনা যেমন নারী আন্দোলনের কথাই ধরুন। আপনি যদি আমার দাদিকে সে কি নির্যাতনের শিকার হয়েছিল কি না জিজ্ঞাসা করেন তিনি তা বুঝতে পারবেন না; তিনি হতভম্ব হবেন। আপনি যদি আমার মাকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি জানতেন যে তিনি নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, তা নিয়ে তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারেননি। তিনি আমার বাবা ও আমাকে রান্নাঘরে খাবার অনুমতি দিতেন না কারণ এসব আমাদের কাজ ছিল না; আমাদের পড়াশোনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার কথা; বাকি কাজ তিনি করতেন। এখন যদি আপনি আমার মেয়েদের তারা নির্যাতনের শিকার কি না জিজ্ঞাসা করেন তারা কোনও আলোচনা করবে না। তারা আপনাকে লাথি মেরে বাড়ি থেকে বের করে দেবে।

এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন যা সম্প্রতি ঘটছে; যা চিন্তাধারা ও সামাজিক চর্চায় একটি নাটকীয় পরিবর্তন। আজকে এমআইটির হলগুলো দেখলাম। চল্লিশ বছর আগে শুধু সুন্দর পোশাকে পরিপাটি পুরুষকে দেখতেন যারা বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন ইত্যাদি। আজকে হলগুলো দেখেন দেখবেন তাদের অর্ধেক নারী, এক তৃতীয়াংশ অপ্রাপ্তঃবয়স্করা, মানুষ খাপছাড়া পোশাক পরিহিত। এসব কম গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন না এবং এসব পরিবর্তন সমাজে ঘটে চলছে।

প্রশ্ন: আধিপত্যপরম্পরা কি ভেঙে পড়ছে?

অবশ্যই। যেহেতু নারীরা আমার দাদি কিংবা মায়ের মতো বাঁচতে চায় না, তাই আধিপত্যপরম্পরা ভাঙছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে, আমি ম্যাসাসুসেট্সের যে শহরে থাকি সেটি মধ্যবিত্তের শহর, আইনজীবী, ডাক্তারসহ

www.pathagar.com

বিভিন্ন পেশাজীবীরা এখানে বাস করে। সেখানে সম্প্রতি দেখি যে, পুলিশ বিভাগের একটি বিশেষ শাখা শুধু ৯/১১-এর মাধ্যমে পারিবারিক সহিংসতা বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ করে। ত্রিশ এমনকী বিশ বছর আগে এ ধরনের কিছু কী ছিল? তা অকল্পনীয় ছিল। যদি কেউ তাদের স্ত্রীকে মারপিট করত তাতে অন্যদের কিছু যায় আসে না। এটা কি আধিপত্যপরম্পরার একটি পরিবর্তন না? অবশ্যই। তাছাড়া, সমাজের বিস্তৃত পরিবর্তনের এটি কেবল একটি নমুনা।

পরিবর্তন কীভাবে ঘটছে? শুধু নিজেকে জিজ্ঞেস করুন কিভাবে আমার দাদি থেকে মা তারপর মেয়ে পর্যন্ত এসব পরিবর্তন হচ্ছে? এ পরিবর্তন দয়ালু কোনও শাসকের আইন প্রণয়নের মাধ্যমে হয়নি। বামপন্থি সক্রিয় কর্মীদের বিভিন্ন আন্দোলনের ফলে আজকের এ পরিবর্তন। ১৯৬০-এর দশকের বিরোধীশক্তির আন্দোলনের রূপরেখার দিকে তাকান। রূপরেখার প্রতিরোধকারীরা সাহসিকতাপূর্ণ কিছু করেছিল। এটা আঠারো বছর বয়সের কোনও শিশুর দ্বারা সম্ভব নয় কারণ সে কখনওই চাইবে না যে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ঝুঁকি নিতে বা জেলে জীবন কাটাতে বা আজীবন পরবাসে থাকতে। এর জন্য বিরাট সাহস ও সংকল্পের প্রয়োজন।

দেখুন, ১৯৬০-এর দশকের যুব আন্দোলন শেষ পর্যন্ত, বিস্তৃত সংস্কৃতির মতো, যৌনবৈষম্যবাদী আন্দোলনে রূপ নেয়। আপনি হয়ত 'গার্লস ডোন্ট সে নো টু বয়েজ হু ঔন্ট গো' এই স্লোগানটি মনে করে দেখেন যেগুলো সে সময় পোস্টারে ছিল। তরুণীদের যারা ওই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল, তারা বুঝতে পেরেছিল যে, নারীদের সকল প্রকার অফিসিয়াল কর্মকাণ্ড সম্পাদন সত্ত্বেও পুরুষদের সদম্ভে তাদের সাহসিকতার প্রকাশের ব্যাপারটি অসংগতিপূর্ণ। তারা তরুণদেরকে তাদের নির্যাতনকারী হিসেবে ভাবতে শুরু করল। আধুনিক নারী আন্দোলনের সূত্রপাত এ থেকেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, মানুষ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের গঠনতন্ত্র কী সেটা অনুধাবন করল এবং এ বিষয়ে কিছু করার জন্য বদ্ধপরিকর হলো। ইতিহাসের সকল পরিবর্তন এভাবেই ঘটছে। কীভাবে সেটা ঘটে তা আমি বলতে পারবো না কিন্তু আমাদের সবারই সেটা করার ক্ষমতা আছে।

প্রশ্ন: আপনার মা কখনও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কি না সেটা আপনি কীভাবে জানবেন? তিনি কি সে রকম কিছু কখনও বলেছেন?

যথেষ্ট স্পষ্টভাবেই বুঝতে পেরেছি। তিনি সাত জন জীবিত সন্তানের একটি দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছিলেন। অনেক বেশি সন্তান সে সময় বাঁচত না। প্রথম ছয় জন জীবিত সন্তানের সবাই ছিল মেয়ে, সপ্তম সন্তান ছিল ছেলে। ছয় মেয়ে সন্তান নয় বরং একমাত্র ছেলেটি কলেজে গিয়েছিল। আমার মা একজন চৌকস মহিলা ছিলেন কিন্তু তিনি কোনও কলেজের নয় বরং একটি সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষা

www.pathagar.com

লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। তার চারপাশে অসংখ্য পিএইচ.ডিধারী লোক ছিল; তাদের মধ্যে আমার বাবার বন্ধুরাও ছিলেন। তিনি তাদের বিষয়ে খুব বিরক্ত ছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে, তিনি তাদের চেয়ে অনেক বেশি চৌকস। সত্যি বলতে ছোটোবেলায় আমাদের বাসায় যখন কোনও অনুষ্ঠান হতো আমি প্রায় দেখতাম পুরুষরা বসার ঘরে এবং মহিলার ডাইনিং টেবিলের চারপাশে বসে তাদের নিজেদের গল্পগুজবে মেতে থাকত। ছোটো হিসেবে আমি মহিলাদের দলে যোগ দিতাম কারণ তারা প্রাণবন্ত, মজার, বুদ্ধিদীপ্ত ও রাজনৈতিক অনেক বিষয় নিয়ে আলাপ করতেন। সকল পিএইচ.ডিধারী, বড় বড় অধ্যাপক ও পণ্ডিতেরা অধিকাংশ সময় অর্থহীন আলাপচারিতায় মগ্ন থাকতেন। আমার মা এসব জানতেন এবং ক্ষুব্ধ হতেন কিন্তু এ বিষয়ে কিছু করা যেতো তিনি তা ভাবেননি।

প্রশ্ন: প্রতিবাদ আন্দোলন সম্পর্কে আমি মানুষকে বলতে শুনি 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ খুব বেশি আরামপ্রিয়। তাদের জন্য এটা খুব সাধারণ ব্যাপার। অবস্থার চরম অবনতি হলেই তারপর তারা প্রতিবাদ করে'।

আমার মতে এ কথা সত্য নয়। মাঝে মাঝে কঠোর আন্দোলন নির্যাতিত মানুষের দ্বারা এবং কোনও কোনও সময় সুবিধাভোগী অংশ তার সূচনা করে। আমরা শুধু প্রতিরোধ আন্দোলনেরই কথা বলছি। যারা এ আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল তারা সুবিধাভোগী কলেজের শিক্ষার্থী, তাদের অধিকাংশই অভিজাত কলেজের। এসব সুবিধাভোগী অংশের ভিতরে আন্দোলনের এক অগ্নি স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে এবং এসব শিক্ষার্থী দেশের পরিবর্তনে বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছিল। তারা বিত্তবান ও ক্ষমতাধরদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ওই সময়ের সংবাদপত্রগুলো ঘাটলে আপনি দেখবেন যে সেই সময়ে সংঘটিত অন্তর্বাস পোড়ানোসহ অন্যান্য ভয়ংকর ঘটনা সম্পর্কে তাদের উন্মত্ত আর্তচিৎকার এই যে, এসব ঘটনা সভ্যতার ভিতকে নড়বড় করে দিচ্ছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেশ সভ্যতার দিকে ধাবিত হচ্ছিল।

নাগরিক আন্দোলনের শীর্ষে থাকা এসএনসিসি (দ্য স্টুডেন্ট ননভায়লেন্ট কো-অর্ডিনেটিং কমিটি) এর শীর্ষ লোকদের দিকে তাকান; তারা শুধু মাঝেমধ্যে বিক্ষোভ প্রদর্শনে আসতেন না তারা প্রতিনিয়তই লাঞ্চ কাউন্টারে খেতেন, নাগরিক বাসে চলাফেরা করতেন, প্রহারেরও সম্মুখীন হতেন এবং কিছু সময় মারাও যেতেন। এসএনসিসি'র অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা স্পেলম্যানের মতো অভিজাত কলেজের শিক্ষার্থী ছিল যেখানে হাওয়ার্ড জিনের মতো লোক পড়াত এবং ছাত্রদের আন্দোলনে সহযোগিতা করার জন্য হাওয়ার্ড জিনকে কলেজ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। স্পেলম্যান একটি অভিজাত কৃষ্ণাঙ্গ কলেজ। এ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের সবাই না তবে অধিকাংশই সুবিধাভোগী অংশের এবং অন্য সব আন্দোলনের ক্ষেত্রে একই কথা সত্য। এটা হচ্ছে সুবিধাভোগী ও

www.pathagar.com

নির্যাতিতদের সংমিশ্রিত সচেতনার ফল। আবার, নারী আন্দোলনের কথাই ধরি। সচেতনতা সৃষ্টিকারী নারী গোষ্ঠীদের মাধ্যমে এ আন্দোলনের সূত্রপাত; তারা একে অন্যকে বলছিল 'জীবন এভাবে চলতে পারে না'। এ ধরনের কথা যে কোনও আন্দোলনের নগণ্য অংশ নয় বরং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দিক। অন্যদিকে, অত্যাচারিতরা বুঝতে শুরু করল যে, নির্যাতন বা অত্যাচার কেবল অপ্রীতিকরই নয় বরং অন্যায়ও বটে। এটা সহজ কথা নয়। প্রতিষ্ঠিত আচার-অনুষ্ঠান এবং রীতিনীতিসমূহ সচরাচরই অবধারিত বলে ধরা হয়, কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় না।

আপনি যে কোনও পক্ষেরই হোন না কেন ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার কিছু নেই। আপনার প্রদেয় স্বীকৃতির ফলে যে কোনও ব্যক্তি আহ্লাদিত হতে পারে। যারা সংগঠনকে ধরে রেখেছে তারা বড় গলায় বলতে পারে 'দেখুন, সংগঠন ধরে রাখার বিষয়ে আমাদের কোনও ভুল আছে'। এ ধরনের স্বীকৃতিই সভ্যতার সূচনা করে। যদি *নিউইয়র্ক টাইমস*ও তার শিক্ষিত পাঠকের ভয়ংকর যুদ্ধাপরাধ ঘটানোর বিষয়ে শুভবুদ্ধির উদয় হতো যা এ সংবাদপত্রটি তার প্রথম পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছে তখনই শিক্ষিত শ্রেণির মানুষের সভ্যতার যাত্রা শুরু হতো।

প্রশ্ন: *১৯৬৯ সালে ফায়ারিং লাইন অনুষ্ঠানে উইলিয়াম এফ. বাকলের সঙ্গে আপনি অপরাধ নিয়ে কথা বলেছেন। ভিয়েতনাম সম্পর্কে আপনি বলেছেন 'শুধু দোষারোপ ও নিন্দা করতে আমি আগ্রহী নই। এ পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য ও আমরা এখানে কী করছি এ দু'য়ের মধ্যে উপলব্ধির মাধ্যমেই বিচক্ষণতার শুরু। আমার মতে, আমরা যখন তা উপলব্ধি করতে পারবো তখনই আমাদের অগণিত অপরাধবোধ জন্মাবে। প্রত্যেকেরই এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক থাকা উচিত যাতে অপরাধের দোষ স্বীকার কাজের সম্ভাবনাকে পরাভূত করতে না পারে।'*

আমার ধারণা এ ধরনের অভিজ্ঞতা আমাদের সবারই আছে। 'আমি ভয়ানক কিছু করেছিলাম, তার জন্য অনুতপ্ত হচ্ছি। এ নিয়ে আমি আর কিছু করতে যাচ্ছি না। আমি আমার দোষ স্বীকার করছি'। এসব আপনি বললেন। যা সবাই বলে। আপনার দোষ স্বীকারই কিন্তু অপরাধের শেষ নয়। আপনার কৃত ভুলের পরিণতি আছে। ভুলের পরিণতি নিয়ে আপনি কী করছেন? দোষ স্বীকার হয়ত আপনাকে কাজ থেকে নিবৃত্ত করবে। আপনি 'আমি কত মহৎ খেয়াল করুন। আমি আমার দোষ স্বীকার করেছি এবং এখন আমি দায়ভার মুক্ত' এ বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেন।

এ ধরনের চিন্তা-চেতনা সকল সময়ই দেখা যায়। ইরাকের বিষয়টি খেয়াল করুন। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্য দেশকে জোরপূর্বক অপরাধের দায় স্বীকার করতে বাধ্য করছে। আর এটাই তাদের জন্য ঠিক কাজ। ইরাকের ঘটনাটিকে 'কদর্য বা ঘৃণ্য ঋণ' মনে করে প্রত্যেককে ইরাকের ঘটনা থেকে মুক্তি দেওয়া উচিত। 'কদর্য ঋণ'

www.pathagar.com

হচ্ছে এ ধরনের ঋণ যা কোনও জোরপূর্বক ব্যবস্থার মাধ্যমে চাপিয়ে দেওয়া হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়, যদি দুর্নীতিগ্রস্ত জেনারেলরা কিছু সমাজকে পরিচালিত করতে গিয়ে ব্যাপক ঋণের শিকার হন, তাহলে তার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব কি সে দেশের মানুষের? অবশ্যই না। আর এটাই হচ্ছে কদর্য ঋণ যার বিহিত হওয়া উচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিউবা বিজয়ের সময় কদর্য ঋণ ধারণাটির সূত্রপাত—যাকে ইতিহাসবিদেরা কিউবার স্বাধীনতা বলে অভিহিত করেন যার অর্থ হচ্ছে কিউবাকে দখল করার মাধ্যমে তাদেরকে স্বাধীন হওয়া থেকে বঞ্চিত করা। কিউবা দখলের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্পেনের কাছে কিউবা দখলের দায় স্বীকার করেনি এবং তা কদর্য ঋণ যা কিউবা দমননীতির শাসনের ফলে নিজেরা ডেকে এনেছে। ফিলিপাইনের ক্ষেত্রে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। অবশ্যই, মূল কারণ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দখলকৃত রাষ্ট্রের ঋণের দায়ভার থেকে অব্যাহতি দেওয়া। ইরাকে এ রকমটিই ঘটেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাককে দখল করেছে এবং তারা ঋণের দায়স্বীকার করতে চায় না।

বাস্তবতা হলো ইরাককে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, রাশিয়াসহ আরও অন্য রাষ্ট্রের যারা সাদ্দাম হোসেনকে সমর্থন দিয়েছিল তাদের সবারই ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। ১৯২০-এর দশক থেকে, ব্রিটেনের ইরাক সৃষ্টির পর থেকে, এসব রাষ্ট্র ইরাককে দীর্ঘ সময় ধরে নির্যাতন করে আসছে। ১৯৬৩ সালে জন এফ. কেনেডির সামরিক অভ্যুত্থানের বাহ্যত স্পন্সরের কারণে সাদ্দামের বাথ পার্টি ক্ষমতায় আসে। সে সময় থেকে, ইরাক বিষয়ে মার্কিন দলিলপত্রে বীভৎস চিত্র পাওয়া যায়। যেসব রাষ্ট্র সন্ত্রাসের স্পন্সর করে তাদের একটি তালিকা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রাখে। শুধু একবার ১৯৮২ সালে ইরাককে সন্ত্রাসীদের তালিকা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল কারণ রিগ্যান প্রশাসনের হর্তাকর্তারা বুশের নিয়ন্ত্রণাধীনে সাদ্দাম হোসেনকে অস্ত্রশস্ত্র ও 'কংগ্রেসের নিরীক্ষা ব্যতিরেখে' সহায়তা করতে চেয়েছিল। তাই হঠাৎ করে ইরাক সন্ত্রাসের সহযোগী রাষ্ট্র থেকে অব্যাহতি পাওয়ার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি ও বাণিজ্য রপ্তানী, গণবিধ্বংসী অস্ত্রের উন্নয়নসহ আরও চমৎকার সব জিনিস সরবরাহের পথ সুগম হয়।

সাদ্দাম হোসেনের কুর্দি, ইরান এমনকী ইরাকিদের বিরুদ্ধে নৃশংসতার—যা আমরা এখন নিন্দা করি—পরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের পর হঠাৎ যখন শিয়া বিদ্রোহ শুরু হয়, প্রথম বুশ সাদ্দাম হোসেনকে দমনের জন্য সমর্থন দেন। *নিউইয়র্ক টাইমসের* থমাস ফ্রিডম্যান এখন লেখেন তিনি কীভাবে ইরাকে গণকবর আবিষ্কার করে আতঙ্কিত হলেন এবং তার স্বীকার করা উচিত যে তা তিনি আগেই জানতেন এবং মার্কিন সরকার দুষ্কর্মের সহযোগী ছিল। তারপর থেকে আরও দশ বছরেরও বেশি সময় মার্কিনিরা

www.pathagar.com

সাদ্দামকে সমর্থন দিয়ে আসছিল এবং ওই সময়ের মধ্যে অন্য যে কোনও সময়ের চেয়ে তিনি বেশি লোক হত্যা করেছিলেন এবং সমাজটাকে বিধ্বস্ত করেছিলেন। এবং তারপরের হামলায় শত হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে।

এ সকল কিছুর হিসাব করলে ইরাককে ব্যাপক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। শুধু আমাদের সুবিধার জন্য কদর্য ঋণ থেকে অব্যাহতি। ক্ষতিপূরণ দেবো না। হাইতির মতো গরিব দেশের যেটি কিনা বিলম্বির দ্বারপ্রান্তে তার ক্ষেত্রেও একই বিষয়ের অবতারণা ঘটে। এর জন্য দায়ী কে? দুটি প্রধান দুষ্কৃতিকারী রাষ্ট্র ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর জন্য দায়ী। শত বছরের নির্যাতনের বিশাল ক্ষতিপূরণের দায় তাদেরক নিতে হবে। যদি কোথাও কাউকে পাওয়া যেতো যারা 'আমরা দুঃখিত, আমরা তা করেছি' এ কথাটি বলত তাহলেও সান্ত্বনা পাওয়া যেতো। আর তা যদি শুধু দোষকে প্রশমিত করে তবে তা আরেকটি অপরাধ। ন্যূনতম সভ্য হওয়ার জন্যও আমাদের স্বীকার করা উচিত ছিল 'আমরা ভয়ংকর সব অপরাধ করেছি এবং লাভবান হয়েছি। ফ্রান্সের সম্পদের সিংহভাগই হাইতিতে কৃত অপরাধের মাধ্যমে অর্জন এবং মার্কিনিরাও লাভবান হয়েছিল। তাই আমরা হাইতির জনগণকে ক্ষতিপূরণ দিতে যাচ্ছি'। আর তখনই আপনি সভ্যতার যাত্রা দেখতে পারতেন।

প্রশ্ন: অন্যায় শাসনের দিকে ফিরে তাকাই। ধরুন আপনার আমার প্রতি করা অন্যায়ের আমি প্রত্যক্ষদর্শী। এটা কি কষ্টতর কিছু নয় যে, সাম্রাজ্যবাদ অনেক দূরে ঘটছে বিধায় তা উপলব্ধি করা আমার জন্য কষ্টসাধ্য এবং যার ফলে এ সম্পর্কে আমি বেশি কিছু জানি না?

শুধু তা-ই নয়, যুক্তিটি তার বিপরীত হওয়ার কারণে মানুষ মনে করছে তারাই নির্যাতনের শিকার। যেসব সৈন্য ইরাকে নৃশংসতা চালিয়েছিল তারা জেনেছিল ইরাকিরাও তাদের ক্ষেত্রে একই কাজ করেছিল। তাই আমরাও তাদের বিরুদ্ধে তা-ই করছি। ইরাকিরা আমাদের বিরুদ্ধে কী করেছিল? ৯/১১। আসলে ৯/১১ ঘটনার সঙ্গে ইরাকিরা সম্পৃক্ত ছিল না কিন্তু এখনও ধারণা করা হচ্ছে যে আমরা এখনও হুমকির মুখে; তারা আমাদেরকে আক্রমণ করছে। আর এ ধরনের বিপরীত ঘটনা অনবরতই ঘটে চলছে।

রোনাল্ড রিগ্যান ও তাঁর চমকপ্রদ 'ওয়েলফেয়ার কুইন্স' পরিভাষাটির কথা ধরুন। আমরা দরিদ্র লোকেরা, রিগ্যানের মতো, নির্যাতিত হচ্ছি ওদের মতো বিত্তবান কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের দ্বারা যারা গাড়ি চালিয়ে ক্যাডিল্যাক্সে যায় তাদের কল্যাণ পরীক্ষার জন্য। আমরা নির্যাতিত হচ্ছি। আর প্রকৃত কথা হচ্ছে এ ধরনের নির্যাতন মার্কিন ইতিহাসে অহরহ ঘটছে। সাহিত্যিক ব্রুস ফ্রাঙ্কলিনের একটি বইয়ে এ ধরনের লেখা জনপ্রিয় আমেরিকান সাহিত্যে, ঔপনিবেশিকদের সময় পর্যন্ত

www.pathagar.com

বিস্তৃত, স্থান লাভ করছে। শুধু আমরাই বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে। দানবিক শত্রুর দ্বারা আমরা হামলার শিকার হয়ে পর্যবসিত হচ্ছি, তারপর কিছু বীরপুরুষ বা বিস্ময়কর অস্ত্রের ব্যবহারে শেষ রক্ষা হচ্ছে। কিন্তু ফ্রাঙ্কলিনের মতে, এমন ধরনের ব্যক্তিদের দ্বারা আমরা প্রতিনিয়তই হামলার শিকার হই যারা সকল সময়ই আমাদের পায়ে পিস্ট হচ্ছে বা হওয়ার মতো। তাদের ঘাড়ে আমাদের পা রাখা তারপরও কি বলা যায় তারা আমাদেরকে ধ্বংস করতে যাচ্ছে।

প্রশ্ন: মার্কিন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে 'নির্দয় অসভ্য ইন্ডিয়ানদের' মতো নেটিভ আমেরিকানদের বর্ণনা করা হয়েছে।

ঠিক তাই। 'নির্দয় অসভ্য ইন্ডিয়ানরা' আমাদের নির্মূল করতে চাচ্ছে। তারপর এলো কৃষ্ণাঙ্গরা, পরে চীনা অভিবাসীরা। জ্যাক লন্ডন নামের একজন প্রগতিশীল লেখক ও শীর্ষ সমাজতান্ত্রিক তার লেখা গল্পে আক্ষরিক অর্থেই তিনি চীনের সকল মানুষকে ব্যাকটেরিয়াঘটিত যুদ্ধের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল কারণ কেবল এ উপায়েই আমরা আমাদের রক্ষা করতে পারবো। তারা এসব লোককে আমাদের দেশে পাঠাচ্ছে যাদের কিছু সংখ্যক রেলপথ নির্মাণ শ্রমিক, কুলি, পোশাক ধৌতকারী ধোপা কিন্তু এর সবকিছুই হচ্ছে আমাদের সমাজকে কলুষিত করার পরিকল্পনার একটি অংশ। তারা সংখ্যায় অগণিত যারা আমাদেরকে ধ্বংস করতে যাচ্ছে তাই আমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে। চীনা জাতিকে ব্যাকটেরিয়াঘটিত যুদ্ধের মাধ্যমে সর্বাংশে নির্মূল করাই হচ্ছে তার একমাত্র পন্থা। অথবা লিন্ডন জনসনের কথাই ধরুন। তার সম্পর্কে আপনি যা-ই ভাবুন, তিনি একজন লোকরঞ্জনবাদী ছিলেন। তিনি জর্জ বুশের মতো কোনও মেকি টেক্সাসিয় ছিলেন না, একজন প্রকৃত টেক্সাসিয় ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন 'সর্বোত্তম বিমান বাহিনী ছাড়া আমেরিকা একটি নিথর ও হাতপা বাঁধা দানবস্বরূপ; যে কোনও ধরনের নগণ্য শক্তির সহজ শিকার ও এর মোকাবিলায় অক্ষম।' ভিয়েতনামে মার্কিন সৈন্যদের উদ্দেশে দেওয়া একটি শীর্ষ বক্তব্যে তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেন, 'পৃথিবীর তিন বিলিয়ন মানুষের মধ্যে আমরা হচ্ছি মাত্র দুইশত মিলিয়ন। পৃথিবী ও আমেরিকার জনসংখ্যার অনুপাত ১৫:১। তারা যদি আন্তরিকভাবে চায় তবে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে গণধোলাই দিয়ে, আমাদের সবই নিয়ে নিতে পারে। তারা যা চায় আমাদের তা আছে।' এটা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের পৌনঃপুনিক ধ্রুববাক্য। কারও ঘাড়ে জ্যাকবুট রেখে বলছেন তারা আপনাকে ধ্বংস করতে চাচ্ছে।

যে কোনও ধরনের নির্যাতনের ক্ষেত্রেই এটা সত্য এবং তা মনস্তাত্ত্বিকভাবে বোধগম্য। আপনি কাউকে ধ্বংস করতে চাইলে এর পেছনে যুক্তি দেখাতে হবে, আর যুক্তিটি এমন হবে না যে, আপনি একজন খুনি, বিরাটকায় রাক্ষস। এই

www.pathagar.com

যুক্তিটি আত্মরক্ষার জন্য হবে। তাদের হাত থেকে আমি নিজেকে রক্ষা করছি। দেখুন তারা আমার কি ক্ষতি করছে। নির্যাতন মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিপরীত রূপ নেয় যেখানে নির্যাতনকারী ভিকটিম হয়ে নিজেকে রক্ষা করে।

প্রশ্ন: এখন পর্যন্ত আমরা বিশ বছর যাবৎ সাক্ষাৎকার নিচ্ছি। আপনার কি কখনও গ্রিক লোককাহিনীর রাজা সিসিফাসের মতো বড় বড় পাথর পাহাড়ে গড়াইয়ে তুলছেন ও আবার টেনে নামাচ্ছেন এ ধরনের মনে হয়েছে?

প্রকৃতপক্ষে তা নয়। এ ধরনের অনুভব যে, জীবনের জন্য কোনও কিছু কষ্টকর তা আমাদেরকে সাংঘাতিকভাবে খ্যাপিয়ে তুলে এই একটি বিষয়ে আমরা সবাই খুব বেশি সুবিধাভোগী ও স্বাধীন। যে কোনও ধরনের দমননীতি বা কটূক্তির মুখোমুখি হই না কেন, অন্য জায়গায় মানুষ কী ধরনের সমস্যা পোহায় তার সঙ্গে তুলনীয় নয়। এটা এক ধরনের বিলাসিতা যা আমরা আমাদের জন্য মেনে নিই না। কিন্তু এ ধরনের স্বগতোক্তিরও পরিবর্তন হচ্ছে। সুতরাং আপনার পাথরকে পাহাড়ে তোলার পাশাপাশি অগ্রগতিও সাধিত হচ্ছে।

প্রশ্ন: মাঝে মাঝে আপনি ক্যাসেন্দ্রার মতো অনবরত সতর্কবাণী দিচ্ছেন। আপনার সাম্প্রতিক হেজিমনি অর সারভাইভাল বইটি শুরু ও শেষ হয়েছে ভয়াবহ হুঁশিয়ারি দিয়ে।*

আমার ধারণা সতর্কবাণীগুলো বাস্তব। সম্ভবত পৃথিবীর এক স্বনামধন্য জীববিজ্ঞানী আর্নেস্ট মেয়ারের উদ্ধৃতি দিয়ে সূচনা ও বিংশ শতাব্দীর সুখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রেন্ড রাসেলের উদ্ধৃতি দিয়ে *হেজিমনি অর সারভাইভাল* বইটি আমি সমাপ্ত করি এবং তাদের দিঙ্‌নির্দেশনাগুলো ঠিক। অন্যদেরকেও আপনি যুক্ত করতে পারেন। আমেরিকান একাডেমি অব আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেসের সুবিখ্যাত সাময়িকী *Dadalus* এ সম্প্রতি দুজন অত্যন্ত সম্মানিত মূলধারার কৌশলগত বিশ্লেষক জন স্টেইনব্রুনার ও ন্যান্সি গ্যালেগার সামরিক বাহিনীর রূপান্তর বিষয়ে যার মধ্যে মহাশূন্য সামরিকীকরণও অন্তর্ভুক্ত আছে, একটি আর্টিকেল লেখেন। মহাশূন্য সামরিকীকরণের অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথিবীকে পূর্ব সতর্কতা ছাড়া যে কোনও মুহূর্তে ধ্বংস করার উপায়। এর প্রতিকারের জন্য স্টেইন ব্রুনার ও গ্যালেগার কী উপায় বের করেছেন? তারা আশা করেন যে, চীনের নেতৃত্বে শান্তিকামী রাষ্ট্রসমূহের একাঙ্গীভূত সমঝোতার দ্বারা মার্কিন সামরিকীকরণ ও আগ্রাসনের সমুচিত পালটা জবাব দেবে। এটাই ভবিষ্যতের জন্য একমাত্র আশার আলো। এ ধরনের যুক্তি মার্কিন গণতন্ত্রের জন্য নৈরাশ্য না ঘৃণার—ঠিক শব্দটি আমি জানি না—কী বলি।

*ক্যাসেন্দ্রা ছিলেন ট্রয়ের রাজা প্রায়াম ও রানি হেকিউবার মেয়ে।

www.pathagar.com

অভ্যন্তরীণভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পরিবর্তন করা যাবে না আর তাই আশা করি চীন আমাদেরকে উদ্ধার করবে। প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রে এ ধরনের চিন্তা-চেতনা নজিরবিহীন শোনায়। *হেজিমনি অর সারভাইভাল* বইয়ে আমি যা লিখেছি তা তুলনামূলকভাবে বেশ কোমল।

www.pathagar.com

৮

গণতন্ত্র ও শিক্ষা

লেক্সিংটন, ম্যাসাসুসেট্স (৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫)

প্রশ্ন: আপনার বিকাশমান বছরগুলোর ওপর বিংশ শতাব্দীর একজন শীর্ষ চিন্তাবিদ জন ডিউয়ির বিরাট প্রভাব আছে। আপনার পিতা-মাতা আপনাকে জন ডিউয়ির ফিলাডেলফিয়ার বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন।

আমি ফিলাডেলফিয়ায় যেখানে বাস করতাম আমার বাবা সেখানকার ইহুদি বিদ্যালয় ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন এবং এটা ডিউয়ির আদর্শমতে চলত, যার অর্থ হচ্ছে এ বিদ্যালয় ব্যক্তির স্বতন্ত্র সৃজনশীলতা, যৌথ কর্মকাণ্ড, উদ্দীপনাদায়ক উদ্যোগের ওপর গুরুত্ব দিতো। আমি সেখানে অধ্যাপনাও করেছিলাম। আমি যে বিদ্যালয়ে পড়তাম সেখানে নিয়মিত বিষয়সমূহ পড়ানো হতো; শিশুদের বিষয়ে ও তাদেরকে অঙ্গীকার, সৃজনশীল শিক্ষায় উদ্‌বুদ্ধ করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হতো। তাদের মধ্যে কোনও প্রতিযোগিতা ছিল না। প্রাথমিক বিদ্যালয় ছেড়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি যে তথাকথিত ভালো ছাত্র তা জানতামই না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রত্যেককেই মেধাক্রম অনুযায়ী ছিল তাই আপনি আপনার অবস্থান জানতে পারতেন। এ ধরনের বিষয়ের আগে সম্মুখীন হইনি।

প্রশ্ন: কী আপনার পিতা-মাতাকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল আপনাকে এ বিদ্যালয়ে পাঠাতে?

এর একটি কারণ ছিল যে তারা কাজে ব্যস্ত থাকত আর তাই আমাকে সারাদিন বিদ্যালয়ে থাকতে হতো। আর আমিও এর বাইরে কোথাও পড়তে চাইনি। আঠারো মাস বয়স থেকে অষ্টম গ্রেড পর্যন্ত সেখানে পড়েছি।

প্রশ্ন: আপনার বাবা সম্পর্কে কিছু বলুন। তাঁর সঙ্গে আপনার কী ধরনের সম্পর্ক ছিল? যথারীতি তিনি শুধু আপনার প্রথম শিক্ষকই ছিলেন না, প্রথম চাকরিদাতাও ছিলেন।

www.pathagar.com

তিনি একজন ইহুদি পণ্ডিত ছিলেন। আমাদের সম্পর্ক বেশ চমৎকার ছিল। আমরা একসঙ্গে প্রচুর সময় কাটাতে পারিনি কারণ দিনে বিদ্যালয়ে থাকতাম বা বন্ধুদের নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতাম কিন্তু যতটুকু সময় কাটিয়েছি তা গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ ছিল। শুক্রবার রাতে একসঙ্গে সনাতন ও আধুনিক হিব্রু সাহিত্য পড়তাম যেহেতু আমার পিতা-মাতা শিক্ষক ছিলেন তাই গ্রীষ্মকালীন অবসরে দীর্ঘ ছুটিতে তাদের সঙ্গে যেতাম। আমার বাবা দিনে কাজ করত কিন্তু শেষ বিকালে বাসায় ফিরত তারপর আমরা সবাই সাঁতার কাটতে যেতাম। আমার বয়স যখন এগারো বা বারো সে সময় থেকে আমার পিতার পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজে আমার আগ্রহ জন্মে। আমার যতদূর মনে হয় ওই সময় আমার বাবা ইহুদি বৈয়াকরণ ডেভিড কিমহির ওপর পিএইচ.ডি গবেষণার প্রায় শেষ প্রান্তে ছিলেন। আমি তার আর্টিকেলও পড়েছি; তা নিয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলতাম।

প্রশ্ন: আপনি কি মনে করেন এ ধরনের একটি জটিল ভাষার ওপর পাণ্ডিত্য দেখানোর ক্ষেত্রে আপনাকে ওইসব বিষয় সাহায্য করেছিল?

তা বলা কঠিন। তবে তা আমাকে সেমেটিক ভাষাবিজ্ঞান যা আমি কলেজে পড়েছিলাম তা সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলেছিল। আর সম্ভবত এর পরোক্ষ প্রভাবের কারণে আমি ভাষাবিজ্ঞানে মনোযোগী হয়েছিলাম কিন্তু এর কোনও আলামত দেখাতে পারছি না।

প্রশ্ন: প্রোপাগ্যান্ডা অ্যান্ড দ্য পাবলিক মাইন্ড বইয়ে আপনি বলেছেন যে, 'আমার বুদ্ধিভিত্তিক অর্জন প্রতিহত হয়েছিল যখন আমি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম, খানিকটা কৃষ্ণ গহ্বরে ডুবে গিয়েছিলাম।'

তা অনেকটা ঠিক। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পদার্পন এক ধরনের ধাক্কার মতো ছিল। আমি একটি ধ্রুপদী, কঠোর ও সুশৃঙ্খল, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়তাম। এখানে আমার বন্ধুবান্ধব ছাড়া অন্য সকল কিছুই অপছন্দ করতাম। আমি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে স্মরণ করতে পারি কিন্তু মাধ্যমিক পর্যায়টা খুব একটা মনে নেই। আমি তা স্মরণ করতে চেষ্টাও করছি না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পর ফিলাডেলফিয়ার ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার স্থানীয় কলেজে গিয়েছিলাম। বাসায় থাকা, কাজ করা ও বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা ছাড়া আর কিছু করার চিন্তা কখনওই ছিল না। পাঠ্যবিষয়গুলো মজার ও চমকপ্রদ দেখাচ্ছিল; এক বছরের মধ্যে এ ধরনের ধারণা থেকে সরে এসেছিলাম। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিরক্তিকর সবকিছুই এখানে ঘটছিল এবং প্রকৃতপক্ষে এখান থেকে সরে যাওয়ার খুব কাছাকাছি ছিলাম।

www.pathagar.com

প্রশ্ন: কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনি ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া এর ভাষাবিজ্ঞানের শিক্ষক জেলিগ হ্যারিসের সঙ্গে একমত।

আমার বয়স যখন প্রায় সতেরো বছর তখন রাজনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে পরিচয়। সে সময় আমি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলাম এবং তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে না আসার চিন্তাভাবনা করছিলাম। ওইসব সময়ে খুব একটা পড়াশোনা করিনি, সবচেয়ে বেশি মনোযোগী ছিলাম হ্যান্ডবল নিয়ে। ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বিশেষ করে দ্বিজাতীয়তাবাদী, রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলনে খুব বেশি জড়িত ছিলাম এবং দেখা গেল হ্যারিস সে আন্দোলনের একজন পথিকৃৎ। তিনি মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন একজন বুদ্ধিজীবী যার অন্যান্য আগ্রহের বিষয় হচ্ছে নৈরাশ্যবাদী চিন্তাভাবনা, বাম বলশেভিকবিরোধী মত ইত্যাদি—যা আমি আমার মধ্যে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছিলাম।

অতীত পর্যালোচনা করলে আমার মনে হয় হ্যারিস আমাকে কলেজে ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল। তিনি সে কথা বলেননি কিন্তু তাঁর কিছু স্নাতক পর্যায়ের বিষয়ে ভর্তির জন্য পরামর্শ দিয়েছিল যা আমি করেছিলাম। সেখানে বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিতেরা ছিলেন—কেউ গণিতে, কেউ দর্শনে এবং অন্যরা আরও বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোবিহীন নিজের পছন্দমতো বিষয় নিয়ে পড়াশোনার এক চমৎকার জায়গা এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়টি যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ থাকার কারণে তা সম্ভব ছিল।

প্রশ্ন: আপনি কি কখনও এক টুকরো কাগজ মানে একটি স্নাতক ডিগ্রি পেয়েছিলেন?

সকল প্রয়োজনীয় শর্তপূরণ ব্যতীত আনুষ্ঠানিকভাবে আমি সকল ডিগ্রি পেয়েছিলাম। ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ তেমন সুগঠিত ছিল না। হ্যারিসই মূলত এটি পরিচালনা করত। ভাষাবিজ্ঞান বিভাগটি খুব বেশি প্রশংসনীয় জায়গা ছিল না বিধায় খুব বেশি শর্তও তত্ত্বাবধানের সম্মুখীন হইনি বলে একদিকে এটা আমাকে সহযোগিতা করেছিল। আপনার যা ইচ্ছা কমপক্ষে আমার ইচ্ছা অনুযায়ী প্রায় সবকিছুই করতে পারতাম।

প্রশ্ন: ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে আপনি শিক্ষকতা করছেন। আপনার হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী আছে। আপনি তাদের মধ্যে কী ধরনের গুণ বা বৈশিষ্ট্য প্রত্যাশা করেন?

মনের স্বাধীনতা, প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা, কাজের প্রতি নিষ্ঠা, ঝুঁকি নিতে আগ্রহী এবং প্রশ্ন উত্থাপন ও নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচনে ইচ্ছুক। এমন গুণের অসংখ্য লোক আছে কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এসব গুণ নিরুৎসাহিত করার প্রবণতা দেখা যায়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন: আপনাকে সবাই খুব শ্রদ্ধা করে এবং আপনি একজন অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব, এমনকী কখনও ঘটেছে যে আপনার জোরালো উক্তি বা মন্তব্য চ্যালেঞ্জ করতে তারা কি অনিচ্ছুক?

মাঝে মাঝে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এশিয়ায় গতানুগতিক শিক্ষিতদের ক্ষেত্রে কখনও কখনও এটা সত্য। কিন্তু এমআইটির মতো বিরল বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের মূলত গবেষণা করার জন্য উৎসাহিত করা হয় যাতে করে তারা ঝুঁকি গ্রহণ ও প্রশ্ন করতে পারে।

প্রশ্ন: ভাষাবিজ্ঞানে উৎকর্ষ লাভের সঙ্গে সঙ্গে আপনি রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে পড়েন। এ নিয়ে আপনার পিতা-মাতার অভিমত কী ছিল? তারা কি চিন্তিত ছিল এই নিয়ে যে আপনি কোনও সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে পারেন?

আমি রাজনীতিতে সব সময়ই সক্রিয় ছিলাম কিন্তু ১৯৬০-এর দশকে তাদের চিন্তিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল কেননা সে সময় আমি বার বার আটক হয়েছি ও জেল খেটেছি। যখন ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের সমস্যাটা প্রকট হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষ করে ১৯৬৭ এর পর, এবং এ নিয়ে অসংখ্য কাদা ছোড়াছুড়ি, ঘৃণা, অপবাদ, অভিযুক্তকরণ চলছিল তখনও তারা আমার মতামতের সমর্থন দিয়েছেন যদিও তাদের জন্য তা কষ্টকর ছিল। তারা একটি ইহুদি মহল্লায় বসবাস করতেন এবং এ ধরনের উন্মত্ত অপবাদ ও ব্যক্তিগত আক্রমণের কারণে তারা বিপর্যস্ত ছিলেন। ইহুদি গণমাধ্যমে আমার বাবা কিছু অভিযোগ ও নিন্দার বিষয়ে লিখিত প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। এ কাজটা তাদের জন্য সহজ ছিল না। আমি সম্ভবত অবচেতন মনে তারা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন সহজ উপায় অবলম্বন করে তাদেরকে চিন্তামুক্ত রেখেছিলাম।

প্রশ্ন: বিজ্ঞানের কঠিন বিষয়ে আপনি প্রশিক্ষিত ছিলেন যেখানে প্রায়োগিক জ্ঞানের গুরুত্ব সর্বাধিক পক্ষান্তরে, আদর্শবাদের জন্য কোনও প্রকার সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

আদর্শবাদের প্রতি সত্যিকার আসক্তি সবসময়ই সাক্ষ্য প্রমাণ পরিহার করে চলে। কিন্তু আমার বিজ্ঞানের কঠিন বিষয়ে তেমন জ্ঞান ছিল না। কঠিন বিজ্ঞানের কিছু ক্ষেত্রে আমার সামান্য শিক্ষাদীক্ষা আছে—এমনকী আমি গণিত নিয়েও কিছুদিন কাজ করেছিলাম—যা আমি অতিরঞ্জিত করে বলতে চাই না। আমি আগেই বলেছি যে, ভাষাবিজ্ঞানসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রকৃতপক্ষে আমার কোনও প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা ছিল না। আমি মূলত স্বশিক্ষিত। মানুষ বিজ্ঞান নিয়ে যেভাবে পড়াশোনা করে ঠিক একইভাবে ইতিহাস, সমাজ, অর্থনীতি না পড়ার আমি কোনও নির্দিষ্ট কারণ দেখিনা। অভিজ্ঞতা-নিরীক্ষা-লব্ধ সাক্ষ্যপ্রমাণ খুবই

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ। আপনি তাতে পরিপূর্ণ কিন্তু কোনটি গুরত্বপূর্ণ তা বের করার চেষ্টা করতে হবে। নিঃসন্দেহে আপনি কিছু বিশ্বাস ও নীতি নিয়ে সাক্ষ্যপ্রমাণের দ্বারস্থ হন, যেসব বিশ্বাস ও নীতির সমালোচনার দ্বার সকল সময়ই উন্মুক্ত রাখা উচিত। ইতিহাস এবং পদার্থবিদ্যার সমস্যা ভিন্ন কিন্তু এসব সমস্যা সমাধানের পন্থা একই রকম হওয়া উচিত।

প্রশ্ন: মাঝে মাঝে আপনাকে একজন পুঁজিবাদবিরোধী নৈরাজ্যবাদী এমনকী আপনি নিজে নিজেকে প্রাচীন রীতির একজন রক্ষণশীল হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। নিজের সম্পর্কে এসব তক্‌মাগুলোকে আপনি কীভাবে দেখেন?

এসব তক্‌মা আমি ব্যবহার করি না কিন্তু আমার চিন্তাধারা পুঁজিবাদবিরোধী নৈরাজ্যবাদের ঐতিহ্যে মণ্ডিত। আমার মতে পুঁজিবাদবিরোধী নৈরাজ্যবাদ মানব সমাজের সর্বজনীন সমস্যাসমূহকে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করে। আপনি অবশ্যই নৈরাজ্যবাদী মতবাদকে গ্রহণ করে তা যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করতে পারেন না। কিন্তু শ্রমজীবী-নিয়ন্ত্রিত শিল্প কারখানার শ্রমিকেরা এবং সম্প্রদায়ের ফলপ্রসূ নিয়ন্ত্রণকারীরা আমার কাছে মনে হয় আমাদের সমাজের মতো এমন জটিল সমাজের বোধগম্য ভিত্তি। সংগীত ও সাহিত্যে আমার রুচি এবং ধ্রুপদী উদার মতবাদের প্রতি বিশ্বাসের ফলে আমাকে প্রাচীন রীতির রক্ষণশীল বলা হয়ে থাকে। যে ভাষায় এসব ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তা বর্তমান আধুনিক বিশ্বে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমার মতে প্রত্যেকেরই আলোকিত আদর্শ যেমন যৌক্তিকতা, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, বাক্ স্বাধীনতা ও সত্যানুসন্ধানের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি থাকা উচিত এবং আধুনিক সমাজে এসব আদর্শের পূর্ণতা দান, পরিবর্তন সাধন এবং খাপ খাওয়ানোর জন্য চেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন: সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে যে, আলোকিত ধারণাসমূহ বিশেষ করে শিক্ষাব্যবস্থা হুমকির মুখে, যেখানে প্রতিরক্ষামূলক সেক্সের পরিবর্তে সংযম শেখানো, ঈশ্বরের পৃথিবী সৃষ্টির কোনও কারণ নেই এবং বিবর্তন তত্ত্ব ভুল তার ওকালতি করা, পাঠ্যপুস্তকসমূহ নিরীক্ষার শিকার হচ্ছে। আপনি কি এ ধরনের প্রবণতায় উদ্‌বিগ্ন?

এটি মার্কিন সংস্কৃতির একটি উদ্‌বেগপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। চরমপন্থি ধর্মীয় বিশ্বাস ও অযৌক্তিক অঙ্গীকার অন্যান্য যে কোন শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশি দেখা যায়। শিক্ষা বিস্তার পরিহার কিংবা শিক্ষা না দেওয়ার ভণিতা এ ধরনের ধারণা শিল্পোন্নত বিশ্বে অনন্য এবং এর পরিসংখ্যানও আঁতকে ওঠার মতো। মোটামুটিভাবে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ মনে করে কয়েক হাজার বছর আগে পৃথিবীর সৃষ্টি। পৃথিবীর জনসংখ্যার বিশাল অংশ, মোট জনসংখ্যার চার ভাগের এক ভাগ মনে করে তাদের পুনর্জন্মের অধিকার আছে। জনসংখ্যার একটি

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য অংশ 'পরমানন্দে উল্লাসিত হওয়ায়' বিশ্বাস করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অলৌকিক ঘটনা, শয়তানের অস্তিত্ব ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে।

এ ধরনের বিশ্বাস আমেরিকার ইতিহাসে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এসব ধ্যান-ধারণা সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে নজিরবিহীন প্রভাব ফেলছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জিমি কার্টারের পূর্বে কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ধর্মান্ধের ভান ধরতে দেখা যায়নি কিন্তু তারপর থেকে প্রত্যেক প্রেসিডেন্টকেই এ ভান ধরতে দেখা যায়। ১৯৭০-এর দশকের পর থেকে এ ধরনের অন্ধ বিশ্বাসের ভান সত্যিকার অর্থেই গণতন্ত্রের ধ্বংস সাধনের চেষ্টা করছে। কার্টার সম্ভবত, অসাবধানতাবশত, এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, আপনি এক বিশাল নির্বাচকমণ্ডলীকে সমবেত করতে পারেন নিজেকে একজন খাঁটি বা ভণ্ড বাইবেলপ্রেমী, নিষ্ঠাবান খ্রিষ্টান হিসেবে উপস্থাপন করে। ওই সময় পর্যন্ত ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের ব্যক্তিগত পর্যায়ে ছিল। তখন সচেতনভাবে জনসংযোগ শিল্প নির্বাচনি ব্যবস্থার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে, যেটি কিনা এখন প্রার্থীদেরকে পণ্যের ন্যায় বিক্রি করে এবং ঈশ্বরের ভয়ে ভীত, ধর্মের প্রতি গভীর আস্থা ও বর্তমান বিশ্বের হুমকির হাত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে যাচ্ছে এ ধরনের কোনও প্রতিচ্ছবিই হচ্ছে এমন একজন যাকে আপনি বিক্রি করতে পারবেন।

প্রশ্ন: আমি বেতারে কাজ করি এবং আমরা অ্যালেন গিনসবার্গের বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত কবিতা 'Howl' সম্প্রচার করতে পারছি না কারণ তাতে একটি নিষিদ্ধ শব্দ আছে। ব্রুস ককবার্নের 'Call It Democracy' আইএমএফকে তোষামোদ করেনি বিধায় সম্প্রচার করা যাচ্ছে না কিংবা বব ডিলানের 'Hurricane' নামক গানটি বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা রুবিন 'হ্যারিকেন' কার্টারের অন্যায় কারাবরণ নিয়ে লেখা যাতে একটি নিষিদ্ধ শব্দ থাকার কারণে সম্প্রচার করতে পারছি না।

বেতার, বিশ্ববিদ্যালয় সব জায়গায় বাক্ স্বাধীনতার ওপর আক্রমণ চলছে। বর্তমানে এক ডজনেরও বেশি আইনসভা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা কী বলে এবং 'ছাত্রদের যাতে উন্মাদিত' করতে না-পারে সে ব্যাপারে আইন প্রণয়নের চিন্তা-ভাবনা করছে, আমার ধারণা এ ধরনের কিছু আইন পাসও হবে। আইন উত্থাপনকারীদের একজন ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, 'শতকরা ৮০ ভাগ বা তার বেশি সংখ্যক [অধ্যাপকেরা] গণতন্ত্রের পক্ষপাতী, উদারনৈতিক বা সমাজতন্ত্রী কিংবা কার্ডবহনকারী কমিউনিস্ট।' এটি প্রাচীন রীতিরই একটি অংশ যা যেসব প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণভাবে ক্রয় বা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না সেসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাইট উইংপন্থি এবং এসব প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে কর্পোরেট সেক্টরের নিয়ন্ত্রণাধীন নয় যা তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি জীবন্ত ও গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য হচ্ছে শিক্ষার

www.pathagar.com

স্বাধীনতায় কালিমালেপন অনুচিত। শিক্ষার স্বাধীনতা হামলার শিকার হচ্ছে তা রক্ষা ও প্রতিরোধও করা হচ্ছে। ১৯৫০-এর দশকের শুরুতে এর বেশ কিছু বিপরীত চিত্রও দেখা যায় যা সবশেষে বসে আনা হয়েছিল; এমনকী অতীত আচরণের জন্য এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অপরাধ স্বীকার ও কিছু বিষয়ে প্রত্যাহার করতে দেখেছি। কিন্তু শিক্ষার স্বাধীনতা প্রতিনিয়তই হামলার শিকার। মাত্রাতিরিক্ত কর্তৃত্ব নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষার ওপর হামলা বেড়ে চলছে। যে কোনও কিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তাকে নিরুদ্ধ বা শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে হবে।

প্রশ্ন: এখন পারমাণবিক অস্ত্র সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবল ঘোষণা দিয়েছিল যে, তারা নতুন প্রজন্মের পারমাণবিক অস্ত্রের উন্নয়ন ঘটাচ্ছে।

পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তাররোধ (এনপিটি) চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের সরল বিশ্বাসে পারমাণবিক অস্ত্র বিলোপ সাধনে উদ্যোগী হওয়ার দায় আছে। যার ফলে অন্য দেশগুলো পারমাণবিক অস্ত্রের উন্নয়ন ঘটাতে রাজি হয়নি। এনপিটি চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সকল রাষ্ট্র চুক্তিভঙ্গ করেছে, কিন্তু সম্প্রতি বুশ প্রশাসন শুধু চুক্তি ভঙ্গই করেনি, এর সীমাও অতিক্রম করেছে। এসব কর্মকাণ্ডকে বেদনানাশক ফ্যাশনে বর্ণনা করা হচ্ছে—অস্ত্রের নিশ্চিত নিরাপত্তার জন্য আমরা কেবল অস্ত্রের উন্নয়ন ঘটাতে যাচ্ছি, কিন্তু বাস্তবে আমরা সম্ভবত পুনরায় পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা ও আরও ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের উন্নয়নের দিকে যাচ্ছি। শুধু পারমাণবিক শক্তি সমৃদ্ধ দেশ নয় বরং পারমাণবিক অস্ত্রবিহীন দেশকে যে কোন মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্রের মাধ্যমে আঘাত করার অফিসিয়াল অধিকার সংরক্ষণ অত্যন্ত দুঃখজনক ও ভয়াবহ। আমরা প্রতিনিয়তই শুনেছি যে, পারমাণবিক অস্ত্রবিহীন রাষ্ট্রগুলোও পারমাণবিক অস্ত্রে রূপান্তরের দিকে যেতে পারে এটা আমরা আসলেই চাই না। কিন্তু পারমাণবিক শক্তিসমৃদ্ধ রাষ্ট্রের চুক্তিভঙ্গ করা তার চেয়েও ভয়াবহ। এসব রাষ্ট্র পৃথিবীকে ধ্বংসের কয়েক গুণ কাছাকাছি নিয়ে এসেছে এবং তারা তা আবারও করতে চায়।

প্রশ্ন: ২০০৫ সাল হচ্ছে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের ষাটতম বার্ষিকী। ওই আক্রমণের সময় আপনার বয়স ছিল ষোলো। ওই আক্রমণ আপনার ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলেছিল?

ফিলাডেলফিয়ার কাছাকাছি পোকোনোসে আমি যেখানে বাস করতাম সেখানে ওই সময় আমি ইহুদিভাষী গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পের একজন কনিষ্ঠ উপদেষ্টা ছিলাম। আমরা শুধু সংবাদটি পেয়েছিলাম, এ ঘটনাটি আমাকে দু'ভাবে আঘাত করেছিল। প্রথমত, সংবাদটি পেয়ে দ্বিতীয়ত, এ কারণে যে, আমি ব্যাপকভাবে ভেঙে পড়ে

www.pathagar.com

বনের ভিতরে কয়েক ঘণ্টা নিজে এ বিষয়ে চিন্তা করেছিলাম তা কেউই খেয়াল করেনি।

প্রশ্ন: এটা কি সম্ভবত এ কারণেই যে কেউই এটা দ্বারা কী বোঝায় সে সম্পর্কে কোনও ধারণা দিতে পারেনি? এটা কি আরেকটা বড় ধরনের বোমা নিক্ষেপের ঘটনা?

আমি তা মনে করি না। এটা অপরিচিত কোনও ঘটনা নয়। এটা কি বিস্ময়কর যে, গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পের শিশুরা পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় কর্ণপাত করেনি? এ ঘটনার কয়েক মাস আগে ফিরে যাই। ১৯৪৫ সালের মার্চে টোকিওতে বিমান হামলা হয়েছিল, মিত্রশক্তি এ শহরটি লক্ষ করেছিল কারণ তারা জানত শহরটি মূলত কাঠের তৈরি। কেউ জানে না কত লোক মারা গিয়েছিল। হয়ত একশত হাজার লোক পুড়ে ছারখার হয়েছিল। আপনি কি এ ধরনের আলোচনা মনে রাখেন? প্রকৃতপক্ষে, বোমা বিস্ফোরণের পঞ্চাশতম বার্ষিকীও কদাচিৎ উল্লেখ ছিল।

প্রশ্ন: যদি আপনি বহু বছরের শিক্ষকতা এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের দিকে তাকান তবে আপনি কী করার চেষ্টা করছেন বলে প্রতীয়মান হয়?

আমার শিক্ষকতা এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য ভিন্ন। শিক্ষকতা ও গবেষণা অবিচ্ছেদ্য এ ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনের প্রকৃতি সম্পর্কে জানা। আমি মূলত ভাষার প্রতি আগ্রহী, কিন্তু ভাষা হচ্ছে জ্ঞানের ঘরে প্রবেশের জানালা, চিন্তা, ব্যাখ্যা ও পরিকল্পনার বাহন। আমার নিজের কিছু বিশেষ আগ্রহের বিষয় আছে। তাদের একটি হচ্ছে জীবতাত্ত্বিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো, এখন পর্যন্ত যা নিয়ে গবেষণা চালানো কঠিন,—শারীরবৃত্তীয় নিয়মকানুন, গাণিতিক নিয়মনীতি ইত্যাদি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দ্বারা কী নির্ণয় করা যেতে পারে—জীবতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বলতে চিন্তা ও পরিকল্পনা পদ্ধতি ও ভাষাকে বুঝিয়েছি। এখন পর্যন্ত এ প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন শুরু করেছি। গত কয়েক বছর ধরে এ কাজটি আমার জন্য বেশ উত্তেজনাপূর্ণ। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথা বলতে গেলে এসব কাজ প্রাথমিক পর্যায়ের। মানুষের কষ্ট দুর্ভোগের সীমা নাই, যা দূর করা সম্ভব। নির্যাতনের অবসান হওয়া উচিত। সকল সময়ই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চলছে। স্বাধীনতাকামী প্রজাতিরা বিলুপ্তির মুখে। এসব সমস্যা ও এর সমাধানে মানুষ কেন খুব বেশি আশার আলো দেখছে না, মানুষের উচিত এসব বিষয়ে ভাবা ও মানুষের এসব বিষয়ে আগ্রহ জাগিয়ে তোলা।

www.pathagar.com

৯

অন্য পৃথিবী সম্ভব

কেমব্রিজ, ম্যাসাসুসেট্স (৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৫)

প্রশ্ন: এদেশে ধর্মীয় মৌলবাদের উত্থান নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আপনার মতে এর জন্য কি দায়ী ?

আদতে এটা কোনও উত্থান নয়। ধর্মীয় মৌলবাদ এদেশে দীর্ঘ সময় ধরে তীব্রতর চলে আসছে। বস্তুত, *ধার্মিক* শব্দটির ব্যবহার আমি ঘৃণা করি। এ শব্দটি পছন্দ না করার আংশিক কারণ হলো আপনি যুক্তি দেখাতে পারেন যে, সংগঠিত ধর্ম হলো ধর্ম অধর্মাচরণ। এটা পরমেশ্বর সম্পর্কে অদ্ভুত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। যদি একজন ঈশ্বর থাকত, সে তা পছন্দ করত না। কিন্তু কিছু সময়ের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা যাক। জন্ম থেকে এ দেশ একটি ধর্মীয় দেশ। নিউ ইংল্যান্ডে যারা বসতি স্থাপন করেছিল তারা চরমপন্থি ধর্মীয় মৌলবাদী ছিলেন, তারা নিজেদেরকে যুদ্ধ দেবতা, যাকে তারা এ্যামাইকাইটসের ভূমি নির্মলকরণের সময় পূজা করেছিল—আদর্শমতেই তারা নিজেদেরকে ইসরায়েলের সন্তান মনে করত। আপনি পিগট হত্যাযজ্ঞের* মতো বর্ণনা পড়ে থাকবেন এবং সেগুলো বাইবেলের গণহত্যাবিষয়ক অধ্যায়গুলোর মতোই মনে হয় যেগুলোকে বসতি স্থাপনকারীরা উদারভাবে উদ্ধৃত করত। বাইবেলের ছদ্মাবরণ থেকে উৎসারিত ধর্মীয় মৌলবাদ পশ্চিমাদের ভূমি সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করেছিল। পেপিজমের প্রতি ভিন্নমতাবলম্বীদের ধ্বংসকরণের নাম করেই স্পেনের বিভিন্ন এলাকা দখল করা হয়েছিল।

---

*কানেকটিকাটের উপজাতীয় একটি গ্রাম হলো পিগট যেখানে ১৬৩৪ ও ১৬৩৮ সালে ইংরেজ ক্যাপটেন জন ম্যাসন অতর্কিত হামলা চালিয়ে সাত'শর অধিক নিরীহ লোককে হত্যা করেছিলেন আর এটা ইতিহাসে পিগট হত্যাযজ্ঞ নামে খ্যাত।

www.pathagar.com

সাধারণত, চরমপন্থি ধর্মীয় বিশ্বাস এবং শিল্পায়নের পারস্পরিক বিপরীত সম্পর্ক থাকে—আধুনিকায়নের ব্যাপ্তি যত বেশি চরমপন্থি ধর্মীয় বিশ্বাসের অঙ্গীকার তত কম। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিপরীত সম্পর্কটা নেই। এ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি অনুন্নত সমাজের ন্যায়। পঞ্চাশ বছর আগে গ্রামে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় রেডিও শুনছিলাম, আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না আমি কী শুনছিলাম। ধর্ম প্রচারকদের প্রলাপ, চিৎকার, চেঁচামেচি—এ রকম চিত্র আপনি অন্য কোথাও চিন্তাও করতে পারবেন না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যে পরিবর্তন এসেছে আমার মনে হয় না সেটা ধর্মীয় অঙ্গীকারের মাত্রার জন্য সেটা সম্ভব হয়েছে তার চেয়ে বরং সেটা ধর্মকে যে প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক ও জনজীবনে নিয়া আসা হয়েছে সেটার জন্য। কার্টার থেকে শুরু করে প্রত্যেক প্রেসিডেন্টকেই কীভাবে 'ধার্মিক' হতে হয়েছিল সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি কিন্তু এ প্রক্রিয়াটি আপনি সর্বক্ষেত্রেই দেখতে পারেন। বিবর্তনের শিক্ষা পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় স্বাভাবিক হলেও এখানে মারাত্মকভাবে কষ্টসাধ্য ব্যাপার এবং তা দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসছে। আমার মনে আছে ১৯৪০-এর দশকে আমার স্ত্রী যখন কলেজে ছিলেন, তিনি সে সময় সমাজবিজ্ঞানের একটি কোর্স পড়াচ্ছিলেন এবং আমার মনে পড়ে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, প্রশিক্ষক তাকে বলেছিলেন, 'পরবর্তী ক্লাস হবে বিবর্তনের ওপর। আপনাকে এটা বিশ্বাস করতে হবে না কিন্তু কিছু মানুষ এটা নিয়ে কী ভাবে তা আপনার জানা উচিত'। আমার মনে হয় না এ ধরনের কোনও ঘটনা অন্য কোনও শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে ঘটে। এটা দূরের কোনও জায়গা ছিল না এটা ছিল পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। তাই আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মীয় মৌলবাদের কারণ নিয়ে যুক্তিতর্ক করতে পারি কিন্তু তা আমেরিকান অনেক ব্যতিক্রমবাদের একটি অনস্বীকার্য দিক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি ভিতু রাষ্ট্র যা আমরা আগে আলোচনা করেছি তা একটি সম্ভবপর কারণ হতে পারে। এখানে অস্বাভাবিক রকমের নিরাপত্তাহীনতার ধারণা কাজ করে যা ধর্মীয় মৌলবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর যে কোনও দেশের চেয়ে শক্তিশালী ও নিরাপদ রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও খুব নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক জন লিউয়িস গেডিস সম্প্রতি বুশের জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল বিষয়ে একটি সহানুভূতিপূর্ণ বিবরণ দেন। তাতে তিনি মার্কিন ইতিহাসের খুব পূর্বের বিশেষ করে জন কুইন্‌সি এ্যাডাম্‌স যিনি উপমহাদেশ দখলের বিশাল কৌশলের নকশা পরিকল্পনা করেছিলেন তা থেকে শুরু করেন । এন্ড্রু জ্যাকসনের প্রথম সেমিনল যুদ্ধের** মাধ্যমে ফ্লোরিডা দখলের

** ফ্লোরিডায় বসতি স্থাপনকারী নেটিভ আমেরিকান ও আফ্রো-আমেরিকানদের সঙ্গে ১৮১৬ থেকে ১৮১৯ সালে মার্কিন সেনাবাহিনীর যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ইতিহাসে তা প্রথম সেমিনল যুদ্ধ নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

যথার্থতা নির্ণয় নিয়ে এডাম্সের লেখা একটি বিখ্যাত চিঠিকে কেন্দ্র করে যুক্তি আবর্তিত হয়।

গেডিস এ্যাডাম্সের যুক্তির উল্লেখ করেন যে, আমেরিকার নিরাপত্তার স্বার্থে ফ্লোরিডা আক্রমণ করা দরকার ছিল কারণ ওই অঞ্চলটি এক 'ব্যর্থ অঞ্চল' ছিল— তিনিই প্রথম এ পরিভাষাটি ব্যবহার করেন, এমন এক ধরনের শক্তি শূন্যতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হুমকি ছিল। কিন্তু আপনি যদি প্রকৃত ইতিহাস খোঁজেন, খুব মজা পাবেন। গেডিস নিশ্চিতভাবেই জানতেন যে তিনি যেসব পাণ্ডিত্যপূর্ণ বইয়ের উল্লেখ করেছেন তা থেকে বোঝা যায় যে এন্ড্রু জ্যাকসনের ফ্লোরিডা হামলার সঙ্গে নিরাপত্তার বিষয়টি কোনওভাবেই জড়িত ছিল না। এটা ছিল সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের বিষয়, স্পেনের বসতি দখলের অভিযান। এখানে হামলাকারীদের জন্য একমাত্র হুমকি ছিল 'আইন অমান্যকারী' ইন্ডিয়ানরা এবং দৌড়ে পালানো দাসেরা। ইন্ডিয়ানরা আইন অমান্যকারী ছিল কারণ তাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হতো এবং খুন করা হতো; এবং দাসেরা দৌড়ে পালাত কারণ তারা আর দাস হতে চাইনি। আমেরিকার বসতিতে ইন্ডিয়ানরা হামলা করেছিল শুধু আমেরিকার হামলার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আর তাকেই সন্ত্রাস বলে এবং এর হাত থেকে আমরা আমাদেরকে রক্ষা করতে হয়েছিল ফ্লোরিডা দখলের মাধ্যমে।

গেডিসের কথা হচ্ছে মার্কিন ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো নিরাপত্তা জোরদার করার একমাত্র পন্থা হচ্ছে রাজ্য সম্প্রসারণ। যেহেতু আমরা ফ্লোরিডা দখল করতে পারিনি তাই আমরা নিরাপত্তাহীন ছিলাম আর নিরাপত্তা বাড়ানোর উপায় হচ্ছে দখলের মাধ্যমে সাম্রাজ্য বিস্তার। ফ্লোরিডা যুক্তকরণের লড়াই সর্বশেষে একটি ভয়ংকর, বর্বর, নৃশংস, রক্তপিপাসু—প্রকৃত ধ্বংসের যুদ্ধে রূপ নিয়েছিল। এটা বেশ চমৎকার কারণ নিরাপত্তার স্বার্থে আমরা তা করেছিলাম। এ ধরনের বিষয়বস্তু বর্তমানেও চলমান। মহাশূন্য দখলের বেলায়ও এই এক ধরনের যুক্তি দেখানো হচ্ছে—নিরাপত্তা জোরদারের নামে মহাশূন্যে বিস্তার লাভ ও শেষ পর্যন্ত মহাশূন্যের মালিক বনা।

প্রশ্ন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মের দিক হলো ধর্ম হচ্ছে ভিন্নমত ও বিরোধিতা যেটি ১৯৮০-এর দশকে মধ্য আমেরিকার সংহতি আন্দোলনে দেখা গিয়েছিল এবং সম্প্রতি ইরাক আক্রমণেও তা দেখা যাচ্ছে যখন কয়েকজন ধর্মযাজক ও পুরোহিতরা এ বিষয়ে কথা বলেছিল।

তাদের জন্য মধ্য আমেরিকা এক লক্ষণীয় ক্ষেত্র ছিল কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে মূলত ক্যাথোলিক গির্জার সঙ্গে যুদ্ধরত ছিল। ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে লাতিন আমেরিকায় ক্যাথোলিক গির্জায় ঐতিহ্যগত পেশার পরিবর্তন দেখা

www.pathagar.com

গিয়েছিল। ক্যাথলিক চার্চ মুক্তধর্মতত্ত্বের রূপ গ্রহণ করেছিল এবং 'গরিবদের প্রাধিকারভিত্তিক বেছে নেওয়ার' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুরোহিত, সন্ন্যাসিনী, অযাজকীয় জনসাধারণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কৃষকদেরকে সংগঠিত করছিল যেখানে তারা গোসপেল পাঠ ও সংগঠন সম্পর্কে পাঠে অংশগ্রহণ করত যাতে করে তারা তাদের নিজেদের জীবন যাপনে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর এসব কর্মকাণ্ড অচিরেই তাদেরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুতে পরিণত করেছিল এবং ওয়াশিংটন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্কুল অব আমেরিকাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচার—পরবর্তীকালে ২০০০ সালে স্কুল অব আমেরিকাসের নাম ওয়েস্টার্ন হেমিস্ফেয়ার ইনস্টিটিউট ফর সিকিউরিটি কর্পোরেশন নামে পরিবর্তন করা হয়েছিল—ছিল যে, মার্কিন সেনাবাহিনী 'মুক্তধর্মতত্ত্বের পরাজয়ের' জন্য কাজ করছিল; যা আসলেই ঠিক ছিল। ১৯৮০-এর দশকে মধ্য আমেরিকায় সংহতি আন্দোলন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি অভিনব বিষয় ছিল। আমার মনে হয় না ইউরোপের ইতিহাসেও এ ধরনের কোনও ঘটনা আগে ঘটেছিল।

আমার জানা নেই যে ফ্রান্সের কোনও মানুষ ফরাসি প্যারাসুট বাহিনীর লুণ্ঠনের হাত থেকে আলজেরিয়াবাসীকে রক্ষা করার জন্য আলজেরিয়ার গ্রামে বাস করতে গিয়েছিল কিন্তু ১৯৮০-এর দশকে হাজার হাজার আমেরিকান মার্কিন আক্রমণের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য গিয়েছিল। ১৯৮০'র দশকের মার্কিন সংহতি আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেন্দ্রবিন্দু ছিল না বরং বিশেষ করে মধ্য পশ্চিম ও গ্রাম অঞ্চলের গির্জাগুলো এর কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এটি ১৯৬০-এর দশকের মতো ছিল না। এটা অনেকটা মূলধারার আন্দোলন ছিল। ওই সময় কী ঘটেছিল এর দিকে নজর দিই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি ধর্মীয় দেশ বলে ধরা হয়, যা কিনা সুসংগঠিত ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। গির্জার বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে যাওয়ার কারণ ছিল এটি গরিবদের জন্য কাজ করছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্ম বিত্তবানদের জন্য কাজ করে ততক্ষণ তা ভালো আর গরিবদের জন্য কাজ করলে তা ভালো না।

প্রশ্ন: এসব থাক, এখন সাম্রাজ্যের অর্থনীতি নিয়ে কথা বলি। মার্কিন ডলার এখন ভঙ্গুর; সরকারে ঘাটতি পরিপূর্ণ, ভোক্তার ঋণের অবসান, ক্রেডিট কার্ডের সুদের হার বৃদ্ধি, ব্যক্তি সঞ্চয়ের হার নিম্নমুখী এবং মার্কিন ট্রেজারি সিকিউরিটিস কেনার মাধ্যমে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা মার্কিন ঋণ পরিশোধে অর্থ সহায়তা করছে। এসব কত দিন বহাল থাকবে?

কতদিন চলবে তা আমরা জানি না। প্রকৃত অর্থে এখানে ঋণ পরিস্থিতি বেশ জটিল। পারিবারিক ঋণ খুব বেশি কিন্তু কর্পোরেট ঋণ খুব নগণ্য। মূলত,

www.pathagar.com

কর্পোরেশন প্রচুর লাভবান হচ্ছে আর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এমনভাবেই করা হয়েছে যাতে করে বিত্তবান ও কর্পোরেশন সেক্টর উপকৃত হয় এবং সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে করারোপিত আয়ে জিডিপিও খুব কম এবং তা আগের তুলনায় অনেক বেশি করে সাধারণ জনগণের কাঁধে চাপানো হচ্ছে। কর্পোরেশন কর দেয় না বললেই চলে। কর্পোরেট সেক্টরের করের হার খুব নগণ্য আর তারা এমন জটিল কৌশলে কাজ করে অধিকাংশ সময়ই তাদেরকে কর দিতে হয় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৯০-এর দশকের দিকে লাতিন আমেরিকায় তথাকথিত বাজার সৃষ্টি নিয়ে উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে আমি মার্কিন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের লাতিন আমেরিকার সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) বিষয়ে প্রতিবেদনগুলো পড়া শুরু করেছিলাম। লাতিন আমেরিকায় সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগে উত্থান হয়েছিল ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে কিন্তু এর গঠন কৌশল ছিল খুব মজার। সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের (এফডিআই) ২৫ শতাংশ বারমুডা, প্রায় ১৫ শতাংশ ব্রিটিশশাসিত কেম্যান দ্বীপ এবং প্রায় ১০ শতাংশ পানামায় যাচ্ছিল; মোটামুটিভাবে তা হচ্ছে সরাসরি বিনিয়োগের ৫০ শতাংশ এবং এ বিনিয়োগ শিল্পকারখানা নির্মাণে ব্যবহৃত হতো না। এটা ছিল শুধু বিভিন্ন কম করারোপিত অঞ্চলে টাকার সরবরাহ। বাকি অধিকাংশ অর্থই যাচ্ছিল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একত্রীকরণ ও গ্রহণের জন্য। এসব ছিল বিশাল অঙ্কের। কর্পোরেট সেক্টরের ডাকাতির ক্ষমতা ছিল অসাধারণ।

যে কোনও ক্ষেত্রেই কর্পোরেশন সেক্টর ও ধনী লোকেরা কর দেয় না বললেই চলে, অতএব তারা ভালোই চলছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ ত্রিশ বছর যাবৎ প্রকৃত মজুরি থেকে বঞ্চিত ছিল, তারা দীর্ঘ সময় কাজ করে কম সুবিধা পেতো। আমার মনে হয় না এ রকম ঘটনা মার্কিন ইতিহাসে আগে কখনও ঘটেছে।

এখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি খুব সম্পদশালী রাষ্ট্র। চিত্তনীয় প্রায় সকল ধরনের সমৃদ্ধি, সুযোগ-সুবিধা, সম্পদ আছে। কিন্তু এসব সহায় সম্পত্তি যে ধরনের দেশীয় কর্মপন্থায় মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা ভয়ংকর। রক্ষণশীল অর্থনীতিবিদরা বুশ প্রশাসনের অবিশ্বাস্য ঋণে জর্জরিত হওয়ার ঘটনায় ক্ষোভে মাথার চুল ছিঁড়ছে। বুশ প্রশাসনের চিন্তা হচ্ছে এ ঋণের ভার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাঁধে চাপানো। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে ধনী ও ক্ষমতাধরদের সেবা করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাধারণ মানুষের কাঁধে এ ব্যয়ভার চাপানো। আসলে তাদের 'নৈতিকতা' বলতে এসব কর্মকাণ্ড ছাড়া আর কী!

স্বাস্থ্যসেবা খাতে ব্যয়ের কথাই ধরুন যা দিনের পর দিন বাড়ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতি অন্যান্য যে কোনও শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় খুব নাজুক যদিও চিকিৎসা সেবা অন্য যে কোনও দেশের তুলনায় খুব ব্যয়বহুল এবং ফলাফলও খুব নিম্নমানের। চিকিৎসা ব্যয় এখনও বাড়ছে এর একটি কারণ ফার্মাসিটিক্যালস

www.pathagar.com

কর্পোরেশন ব্যাপক ক্ষমতাধর এবং আরেকটি কারণ হলো বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার সকল প্রকার প্রশাসনিক ব্যয়। এটি একটি প্রকৃত সংকট যার আলোচনা হয় না কিন্তু সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে কৃত্রিমভাবে সংকট সৃষ্টি করে আলোচনা করা হয়। তারা কেন চিকিৎসাব্যবস্থা না বরং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পেছনে লেগেছে? আমার কাছে তা সহজেই অনুমেয়। আমার মতো কোনও ভালো বেতনভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকের কথা ধরুন। আমার আয়ের সমমানের সামাজিক নিরাপত্তা আমি পাই না। কিন্তু আমি চমৎকার চিকিৎসা সেবা পাই কারণ আমি সম্পদশালী এবং চিকিৎসা সেবা সম্পদের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। আপনি যদি বিত্তবান হন তবে ভালো চিকিৎসা সেবা পাবেন। বিমা কোম্পানি, স্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা, ফার্মাসিটিক্যালস কর্পোরেশন বেশ ভালো করছে। সম্পদশালীরা ভালো আছে। যদি অধিকাংশ সাধারণ মানুষ মানসম্মত চিকিৎসা সেবা না পায় তা আমাদের সমস্যা না। যদি স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় খুবই বেশি হয়, তা অবশ্যই খুব খারাপ।

সম্প্রতি মার্কিন প্রশাসন চিকিৎসা সেবা খাতে ব্যয় কমানোর ঘোষণা দিয়েছে। এটা কেবল দরিদ্রের জন্য খড়্গসম; তা বেশ ভালো। আসল কথা হলো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ধনীদের জন্য কিছু করছে না তাই-ই মূল সমস্যা। এটা অকার্যকর ব্যবস্থা। আমার মনে হয় না এ অবস্থা কতদিন চলবে তা কেউ ধারণা করতে পারে। একটি বিদ্রোহ হতে পারত, ব্যাপক অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিতে পারত, এ ধরনের অস্বাভাবিক অবস্থা একটি বড় যুদ্ধের দিকে গড়াতে পারত।

প্রশ্ন: স্বাস্থ্যসেবার কথা বলতে গিয়ে আপনার সম্প্রতি এমআইটিতে ক্লিনিক পরিদর্শনের কথা বলেছিলেন।

এমআইটিতে আমি দীর্ঘদিন ছিলাম তাই আমি ও আমার স্ত্রী এখনাকার মেডিক্যাল স্টাফদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানি। তারা বলে তারা প্রায় ৪০ ভাগ সময় বিভিন্ন ফরম পূরণ করে কাটায়। তারা ক্রমাগত তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে। অপ্রয়োজনীয় কাগজ কলমের কাজ করে তারা সময় নষ্ট করছে। এগুলো সবই অপচয়।

অর্থনীতিবিদেরা অত্যন্ত আদর্শ পন্থায় অপচয় পরিমাপ করতে পারে। আমার মনে হয় আপনার এ ধরনের অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু ধরুন আপনি একটি বিমানের টিকিটের ফরমাশ দিতে, ব্যাংকের কোনও হিসাবে ভুল শুধরাতে, আপনার সংবাদপত্রের সরবরাহ স্থগিত করতে চান অথবা যা কিছুই হোক। তার জন্য আপনাকে কল করতে হতো, কারওর সঙ্গে কথা বলতে হতো এবং মিনিট কয়েক এ সমস্যা নিয়ে ভাবতে হতো। কিন্তু এখন আপনি কি দেখেন যখন আপনি কাউকে কল করেন একটি রেকর্ডকৃত বার্তা পান যা 'কল করার জন্য আপনাকে

www.pathagar.com

ধন্যবাদ। আপনার কাজের প্রশংসা করি। আমাদের সকল প্রতিনিধি ব্যস্ত আছে'। প্রথমে, একটি মেন্যু পাবেন যা আপনি বুঝতে পারবেন না এবং এতে আপনার প্রয়োজনীয় বিষয় নাও থাকতে পারে। তারপর এটা আপনাকে কারও জন্য অপেক্ষা করতে বলে। তারপর অপেক্ষা করুন এবং একটি ছোট্ট গান শুনতে পাবেন এবং এই রেকর্ডকৃত কণ্ঠে আপনাকে প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা করতে বলে এক ঘণ্টা এখানে অপেক্ষা করতে পারেন। পরিশেষে ইন্ডিয়ায় হয়ত কেউ আসে যিনি আপনি কী বিষয়ে কথা বলছেন তা জানে না, তারপর হয়ত আপনি যা চান তা মনে হবে পাবেন কিন্তু পাবেন না।

অর্থনীতিবিদেরা যেভাবে তা পরিমাপ করেন সে পদ্ধতিটা যথেষ্ট কার্যকর। এই পদ্ধতি উৎপাদশীলতা বৃদ্ধি করে এবং উৎপাদনশীলতা মূলত খুব গুরুত্বপূর্ণ যা প্রত্যেকের জীবনকে সচল করে তোলে। কেন এটা কার্যকর? কারণ ব্যবসায় বাণিজ্যে টাকাপয়সা সঞ্চয় হয়। ব্যয়ভার অবশ্যই ভোক্তার ওপর বর্তায় যা পরিমাপ করা যায় না। কোনও সাধারণ কাজ করা বা ভুল সংশোধন করার জন্য যে সময়টুকু লাগে তা কেউই পরিমাপ করে না। শুধু এটাই পরিমাপ করা হয় না। আমাদেরকে যদি এই প্রকৃত ব্যয় হিসাব করতে হতো তাহলে অর্থনীতি চরমভাবে অকার্যকর হয়ে পড়ত। বিত্তবান ও কর্পোরেশন সেক্টরের ব্যয় ভারই শুধু হিসাব করা হয় তাই হলো আদর্শগত নীতি। হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুল এবং পাবলিক সিটিজেন সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা বিষয়ে একটি গবেষণা করেছে। গবেষণায় দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অতিরিক্ত কয়েক শত বিলিয়ন ডলার প্রশাসনিক ব্যয় করেছে। গবেষকদের একটি কাজ ছিল বোস্টনের একটি প্রধান হাসপাতালের সঙ্গে টরেন্টোর একটি প্রধান হাসপাতালের তুলনা। গবেষকদল যখন টরেন্টো হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন তারা বিলিং ডিপার্টমেন্টিকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। কেউই জানত না তা কোথায় অবস্থিত ছিল। পরিশেষে তারা বেইসমেন্টের মধ্যে কোথাও একটি ছোট্ট বিলিং ডিপার্টমেন্টের অফিস খুঁজে পায় যেখানে কানাডায় আগমনকারী মার্কিন নাগরিক বিল দিতো। কিন্তু বোস্টনে বিলিং অফিসটি একটি সম্পূর্ণ মেঝে হিসাবরক্ষণকারী, কম্পিউটার ও নকল দস্তাবেজে পূর্ণ ছিল। আর এ কারণেই ব্যয় বেড়ে যায়।

প্রশ্ন: আপনি হার্ভার্ড ট্রেড ইউনিয়ন কর্মসূচির একটি অনুষ্ঠানে বলেছিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার ফরম আছে। তাদেরকে ইমার্জেন্সি রুম বলে। ব্যাখ্যা করে বলবেন কী?

অধিকাংশ রাষ্ট্রেই আইনের শর্ত থাকে যে আপনি যদি ইমার্জেন্সি রুমে যান তারা আপনার যত্ন নেবে; আপনার স্বাস্থ্য বিমা না-থাকলেও। আর তাকেই সর্বজনীন

www.pathagar.com

স্বাস্থ্যসেবা বলে। মাঝেমধ্যেই ইমার্জেন্সি রুমগুলো রোগীতে পরিপূর্ণ থাকে; আপনি এখানে ঢুকতে পারবেন না আর যদি কষ্ট করে ঢুকতে পারেন, ডাক্তারের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য আপনাকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে। আমার এক বন্ধুর বাবা খুব অসুস্থ ছিলেন এবং সে তার বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। তার বাবার স্বাস্থ্য বিমা ছিল না এবং খাবার আনা ও ডাক্তারের সেবা পাওয়ার *আগেই* তাকে তিন দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তার বাবা মৃত্যু পথযাত্রী ছিলেন না, তার শুধু সেবার দরকার ছিল।

কয়েক মাস আগে আমার নাসিকা থেকে গুরুতরভাবে রক্ত ঝরছিল। এই রক্তক্ষরণ জীবন বিপন্নকারী কিছু ছিল না কিন্তু তার উৎপাত খুব বেশি ছিল। এমআইটিতে যাওয়ার পর তারা আমাকে লাহে ক্লিনিক নামে নয়নাভিরাম হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দেন যেখানে আশেপাশের সম্ভ্রান্ত লোক চিকিৎসার জন্য যায় এবং আমি এর পাশেই থাকতাম। তারপর আমি লাহে ক্লিনিকের ইমার্জেন্সি রুমে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা অলস সময় কাটাই। পরিশেষে একজন বিশেষজ্ঞ পেয়েছিলাম যিনি আমার সমস্যার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নন। জরুরি সেবা পদ্ধতি রোগীদের যে ধরনের সেবা প্রয়োজন সে ধরনের সেবা দেয় না। এই সেবা প্রচুর সময়ের অপচয় করে। এটা প্রতিরোধমূলক সেবা না; যাতে করে রোগ বালাই থেকে দূরে থাকা যায়। এটা হচ্ছে অত্যন্ত ব্যয়বহুল অনেক অদক্ষ সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতি যা চিন্তারও বাইরে।

বোস্টন শহরের কেন্দ্রস্থলে বোস্টন সিটি হাসপাতাল যা শহর কর্তৃক পরিচালিত ও একটি বেসরকারি হাসপাতাল যা টাফ্টস মেডিক্যাল সিস্টেমের অংশ; পাশাপাশি অবস্থিত। কিছু সময় আগে বোস্টন সিটি হাসপাতালের স্টাফদের সঙ্গে কথা বলছিলাম এবং আমাকে বলা হয়েছিল যে যদি একটি অ্যাম্বুলেন্স টাফ্টস মেডিক্যাল সেন্টারে যায় তবে প্রায়ই তাকে সিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। তার কারণ হচ্ছে যদি অ্যাম্বুলেন্স কোনও অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে আসে তাহলে হাসপাতালকে তার সেবার দায়িত্বে থাকতে হয় এবং রোগী যদি দরিদ্র হয় তাহলে হাসপাতালটি রোগীকে সেবা দান করতে হয়। তারা বরং চায় শহর তার চিকিৎসার ব্যয় বহন করুক তাই তারা পাশের হাসপাতালে রোগীকে পাঠিয়ে দেয়।

***প্রশ্ন:** জনপ্রিয় সমর্থন আদায়ের ক্ষেত্রে এটা অসংখ্য কীলক সরবরাহের মতো মনে হয়। পঁয়তাল্লিশ মিলিয়ন আমেরিকানদের নিয়ে প্রতিবেদন প্রচার না-হওয়া নিয়ে মানুষ যতটা না উদ্‌বিগ্ন, তার চেয়ে বেশি উদ্‌বিগ্ন সুপার বৌল* এ জ্যানেট জ্যাকসনের স্তন উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া নিয়ে।*

---

*মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ফুটবল লীগের বার্ষিক চ্যাম্পিয়নশিপ খেলাকে সুপার বৌল বলে।

www.pathagar.com

আমার জানা নেই যে তারা এ বিষয়টি নিয়ে বেশ দুশ্চিন্ত। আমার মনে হয় মানুষ স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে বেশি বেশ সোচ্চার। যখনই কোনও জরিপে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তখন মানুষ তাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে জানায়। আমার মনে হয় তিন-চতুর্থাংশ মানুষ, যা সবশেষে আমার কাছে পরিলক্ষিত হয়েছিল, অপেক্ষাকৃত উঁচুমানের স্বাস্থ্যসেবা খাতে ব্যয় প্রত্যাশা করে।

প্রশ্ন: আমি এসব জরিপ জানি কিন্তু হাজার হাজার লোক ইরাক যুদ্ধের প্রতিবাদ করছে তা দেখে আমি হতভম্ব। যদিও স্বাস্থ্যসেবা সবার জন্য জরুরি তা নিয়ে খুব একটা কথাবার্তা শোনা যায় না।

হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে আসা এটা-একটা সাময়িক ঘটনা। আপনি একটা বিক্ষোভ প্রদর্শনের ডাক দিন মানুষ বের হয়ে রাস্তায় দাঁড়াবে। বিক্ষোভের পর অধিকাংশই বাসায় ফিরে গিয়ে আগের মতোই জীবনযাপন করবে। স্বাস্থ্যসেবা একটি ভিন্ন বিষয়। একটি প্রতিবাদ প্রদর্শন করেই এ সমস্যার সমাধান করা কঠিন। এর বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক সমাজ যার সঙ্গে জনপ্রিয় বিভিন্ন সংঘ, সংস্থা ও রাজনৈতিক গোষ্ঠী থাকা প্রয়োজন যারা সব সময় এর জন্য কাজ করবে। আর এভাবেই মানুষকে আপনি স্বাস্থ্যসেবার বিষয়ে সংগঠিত করতে পারবেন। আর এক্ষেত্রে এ ধরনের সুসংগঠিত কাজের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাকে মূলত একটি 'ব্যর্থ রাষ্ট্র' বলা হয় তার আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান আছে, যা কাজ করে না বললেই চলে। আর এ কারণেই তিন-চতুর্থাংশ মানুষের দাবি সরকারি অর্থায়নে স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতি হওয়া উচিত; তা কেউ কর্ণপাত করেনি। স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে অধিকাংশ মানুষও যদি বলে যে এটা একটি নৈতিকতার বিষয় তবুও তাদের কিছু যায় আসে না। ধারাভাষ্যকারেরা যখন নৈতিকতার মূল্য নিয়ে চিৎকার, চেঁচামেচি করেন তখন তারা সমলিঙ্গ বিবাহ নিষিদ্ধের কথা বলেন, প্রত্যেকের যে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা দরকার এ ধারণা নিয়ে কথা বলেন না আর এর কারণ হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা তাদের আগ্রহের বিষয় নয়। যারা আমার মতো, তারা ভালো স্বাস্থ্যসেবা পায়। তারা কি গ্রাহ্য করে?
অধিকাংশ মানুষের জন্য যদিও স্বাস্থ্যসেবার অভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তা আরও গুরুতর রূপ ধারণ করছে। যখন চিকিৎসা সেবা ধ্বংস হয় তখন তা মানুষের ক্ষতি সাধন করে। কিন্তু এসব লোক সুসংগঠিত না; তারা কোনও সংঘ, সংস্থা, রাজনৈতিক অঙ্গ-সংগঠন কিংবা কোনও রাজনৈতিক দলের অংশ নয়। মার্কিন রাজনীতির প্রতিভা হচ্ছে মানুষকে প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। বস্তুত, সমিতি, সংঘ ধ্বংস করার পেছনে যে প্রবল কারণ রয়েছে তা হলো যে এসব সমিতি বা সংঘ হচ্ছে কার্য সাধনের কিছু পদ্ধতি যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ একত্রিত হতে পারে এবং কেন্দ্রিভূত পুঁজি ও শক্তির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে।

www.pathagar.com

আর এসব কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক ইতিহাস সহিংস, তারা বার বার সমিতি বা সংঘ ধ্বংসের প্রচেষ্টা চালায় যাতে করে এসব সংঘ কোনও অগ্রগতি না করতে পারে।

প্রশ্ন: বাস্তবিকপক্ষে, সম্প্রতি মিসৌরি ও ইন্ডিয়ানায় পাবলিক সেক্টরের শ্রমিকদের আলোচনার মাধ্যমে কোনও চুক্তি বা যৌথ রফাদফার অধিকার খর্ব করা হয়েছে।

ফেডারেল সরকার একই রকম কাজ করেছে। একশত আশি হাজার সরকারি শ্রমিকদের তাদের সভাসমিতি করার অধিকার হরণের কেলেঙ্কারিতে বুশ প্রশাসনের ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি জড়িত ছিল। কেন তারা তা করেছে? শ্রমিকেরা যদি সংঘবদ্ধ থাকে তবে কি তারা কম দক্ষ হয়ে যাবে? অবশ্যই না। আর এসব করার উদ্দেশ্য হলো সংঘবদ্ধ হয়ে স্বাস্থ্যসেবা, ন্যায্য মজুরি, কিংবা সাধারণ মানুষের সুযোগ-সুবিধা দান করে এমন কোন কিছু যা ধনীদের সাহায্য করে না এমন ধরনের হুমকি দূর করার জন্য এসব করা। আপনি সহজেই এসব সাধারণ নীতি থেকে ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারেন—এটা কি বিত্তবান নাকি সাধারণ মানুষকে সাহায্য করে ? এবং এসব থেকে দৃশ্যত পরে কী ঘটতে পারে তা অনুমান করতে পারেন।

প্রশ্ন: আপনাকে প্রায়ই ভবিষৎ সম্ভাবনা বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। আজকের পৃথিবীতে আশার একটি উৎস হলো প্রতিবছর ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরামে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজার কর্মীদের মিলন। এই ফোরামের বিষয়বস্তু হলো 'অন্য একটি পৃথিবী সম্ভব'। এ ধরনের বিবৃতিতে আমি আগ্রহী। এটা কোনও প্রশ্ন নয় বরং দৃঢ়োক্তি। অপর পৃথিবী কেমন হবে তা হয়ত চিত্তাকর্ষক হতে পারে?

আপনি ছোট্ট জিনিস দিয়ে শুরু করতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমার মনে হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি ব্রাজিলের মতো গণতান্ত্রিক হতো তাহলে এটা এক রকমের উন্নতি বলা যেতো। এটা কি কাল্পনিক কোনও সাক্ষ্য মনে হয়? অতি সম্প্রতি ব্রাজিলের হয়ে যাওয়া দুটি নির্বাচনের তুলনামূলক চিত্র দেখুন। ব্রাজিলে প্রকম্পমান জনপ্রিয় আন্দোলন আছে, জনগণ লুলার মতো একজন সাধারণ পদমর্যাদার লোককে তারা নির্বাচিত করেছিল। লুলার সকল কর্ম হয়ত তারা পছন্দ করত না কিন্তু তিনি একজন হৃদয়গ্রাহী ব্যক্তিত্ব, একজন সাবেক ইস্পাতশ্রমিক। আমার মনে হয় না তিনি কোনও কলেজে গিয়েছিলেন এবং ব্রাজিলের মানুষ তার মতো একজন লোককে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতে সমর্থ হয়েছিল। এ ধরনের ঘটনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অকল্পনীয়। এখানে আপনি ইয়েলের মতো ধনী এলাকার বিত্তবানকে ভোট দেন আর এ কারণেই আমাদের কোনও জনপ্রিয় সংগঠন নেই কিন্তু তাদের আছে।

www.pathagar.com

কিংবা হাইতির কথা ধরুন। হাইতিকে একটি 'ব্যর্থ রাষ্ট্র' মনে করা হয় কিন্তু ১৯৯০ সালে হাইতিতে যে ধরনের গণতান্ত্রিক নির্বাচন হয়েছিল সে রকম একটি নির্বাচনের আমরা শুধু স্বপ্নই দেখতে পারি। এটা-একটি অত্যন্ত গরিব দেশ, পাহাড় ও বস্তির লোকেরা তারা তাদের নিজস্ব প্রার্থী নির্বাচিত করেছিল। আর এ গণতান্ত্রিক নির্বাচন সবার চোখ খুলে দিয়েছিল আর এ গণতান্ত্রিক সরকারকে নস্যাৎ করার জন্য ১৯৯১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় হাইতিতে সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছিল। হাইতির মতো গণতান্ত্রিক হওয়াটা আমাদের কাছে কাল্পনিক কিছু হওয়ার কথা না। কানাডার স্বাস্থ্যসেবার মতো চিকিৎসা সেবা পদ্ধতি শুরু করা আকাশের তারা ছোঁয়ার মতো কোনও ঘটনা না। গোষ্ঠী কয়েক লোকের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত না রেখে এ সম্পদ দেশের সবার এ ধরনের সমাজের প্রত্যাশা আমাদের মতো দেশের জন্য অলীক কোনও বস্তু নয়।

আর এখান থেকে শুরু করলে আরও সামনে যাওয়া সম্ভব। আমাদের সমাজের অধিকাংশ মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পূর্ণভাবে অবৈধ। কোম্পানি বা কর্পোরেশনসমূহ কি পরিচালকবর্গ বা মালিক ও যারা এখানে সমাজের মানুষের জন্য কাজ করে তাদের পরিবর্তে শেয়ারহোল্ডারদের কল্যাণে নিয়োজিত ও নিয়ন্ত্রিত হতে হবে ? এটা প্রকৃতির কোনও নিয়ম না।

www.pathagar.com

www.pathagar.com